তিন গোয়েন্দা

সি সি সি

রকিব হাসান

পৃথিবী আক্রমণ করেছে ভিনগ্রহবাসীরা!
অন্য কোন সৌরজগতের বাসিন্দা নয়,
মঙ্গল থেকেও আসেনি ওরা;
এসেছে হলিউডের চিত্রজগৎ থেকে।
রকি বীচে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী লেখকদের
সম্মেলনে ঘটে গেল অঘটন।
তদন্তে নামল তিন গোয়েন্দা।
ইচ্ছের বিরুদ্ধে ঢুকতে হলো
সাইন্স ফিকশন আর ফ্যান্টাসির
এক ভয়াবহ জগতে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক. বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

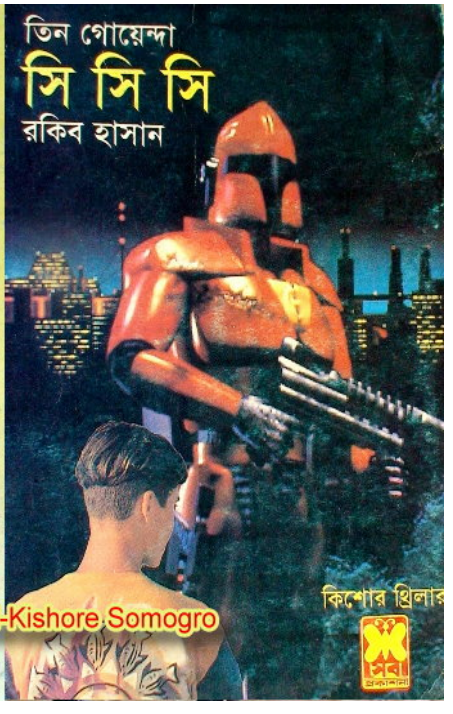

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro

সি সি সি

প্রথম প্রকাশ: ২০০১

'আমাকে তোমাদের নেতার কাছে নিয়ে যাও, হে মানবজাতি,' অদ্ভুত কণ্ঠে বলল ভিনগ্রহবাসী প্রাণীটা। 'কিংবা এমন কোনখানে, যে জায়গাটাকে তোমরা বেকুব পৃথিবীবাসীরা খাওয়ার জায়গা বলে থাকো।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে ভিনগ্রহবাসী প্রাণীটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর পাশা। কুকুর আর মানবাকৃতির রোবটের মিশ্রণ এই প্রাণীটা। বড় বড় কোঁকড়া চুলে ঢাকা রোমশ দেহ। চোখ দুটো একবার নীল একবার লাল হয়ে জ্বলছে। মাথার দুই পাশে দুটো সরু রূপালী অ্যান্টেনা নাড়া লাগলেই দুলে উঠছে। সামনের দুই পায়ের থাবায় পরেছে তিন আঙুলওয়ালা ধাতব দস্তানা।

পেছনের দুই পায়ে ধাতব বুট, হাঁটার তালে তালে ঝমঝম করে বাজে। কিশোর পাশা আর তার সহকারী গোয়েন্দা রবিন মিলফোর্ডের দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। হাঁপানোর মত ফোঁসফোঁস শব্দ বেরোচ্ছে নিঃশ্বাসের তালে তালে।

'মনে হচ্ছে কুকুর-গ্রহ থেকে আগমন ঘটেছে এই উদ্ভট কুকুরে প্রাণীটার,' কিশোর বলল। 'চেটে চেটে আমাদের গা আঠা করতে আর সারা রাত চিৎকারে কান ঝালাপালা করে জ্বালানোর জন্যে।'

'আমার তা মনে হয় না,' রবিন বলল। 'যেখান থেকে আসুক না কেন, পৃথিবীতে তিষ্ঠোতে পারবে না এই হতচ্ছাড়া প্রাণী। যেখান থেকে এসেছে, শীঘ্রি আবার সেখানে ফেরত যেতে বাধ্য হবে। এখানকার অতিরিক্ত অক্সিজেনে শ্বাস নিতে পারবে না এটা।'

'কুকুরে-গ্রহ নয়,' জবাব দিল প্রাণীটা, 'আমি এসেছি জেপ্টন থেকে। জেপটনের আতঙ্ক আমি।'

তিন আঙুলওয়ালা থাবা তুলে একটানে কাঁধ থেকে আস্ত মাথাটা খুলে নিল প্রাণীটা। নিচে আরেকটা মাথা দেখা গেল। তাতে মুসা আমানের হাসি হাসি মুখ।

মুচকি হাসল কিশোর।

রবিন হাসল শব্দ করে।

'বাপরে, কি গরম এখানে!' মুসা বলল। 'আমার মাথায় ঢুকছে না, এ পোশাকটা যে আমার কাছে বেচেছে সে পরে থাকত কি করে!'

'পারত না বলেই হয়তো তোমার কাছে বেচে দিয়ে বেঁচেছে,' রবিন বলল।

'এ সম্মেলনের পুরোটা সপ্তা ধরেই পরে থাকবে নাকি তুমি এটা?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আরে নাহ্,' মাথা নাড়ল মুসা। 'আজকে পরেছি তার কারণ আজ সম্মেলনের পয়লা দিন। কাল রাতেও পরব, সি সি সি-তে। ফার্স্ট প্রাইজ কি জানো? ফ্লোরিডার টিকেট। মহাশূন্যে একটা রকেট নিক্ষেপ দেখার জন্যে।'

'দারুণ,' হেসে বলল রবিন। 'রকেটটায় চড়ে বসার অনুমতি জোগাড় করতে পারো নাকি দেখো। তাহলে সত্যিকারের স্পেস ক্যাডেট হয়ে মহাশূন্যে বিচরণ করে আসতে পারবে। তা সি সি সি'টা কি জিনিস?'

'কসমিক কস্টিউম কনটেস্ট।'

'ফার্স্ট প্রাইজ পাওয়াটা অত সহজ বলে মনে হচ্ছে না,' চারপাশে চোখ বুলিয়ে ভ্রূকুটি করল মুসা।

রকি বীচ ইন-এর লবিতে দাঁড়িয়ে কথা বলছে তিন গোয়েন্দা। শহরের বাইরে চারতলা একটা বড় মোটেল। এক পাশের দেয়ালজোড়া জানালা দিয়ে ঘরে এসে পড়ছে পড়ন্ত সূর্যের আলো। উল্টো দিকে এলিভেটরের দরজা। লবির দু'দিক থেকে চলে গেছে দুটো হলওয়ে। বেরিয়ে আছে খিলানের মত বাঁকা ছাতটা ধরে রাখা বড় বড় কাঠের বীমগুলো। একধারে পাথরের একটা ফায়ার প্লেস। তার কাছে সবুজ চামড়ায় মোড়া কিছু চেয়ার আর কাউচ রাখা।

দেয়ালে দেয়ালে লাগিয়ে রাখা হয়েছে রঙিন পোস্টার। নানা রকম মহাকাশযান আর ভিনগ্রহ থেকে আসা দৈত্য-দানবের ছবি সেগুলোতে। কিশোরের মাথার ওপরে একটা কালো ব্যানার। তাতে লেখা রয়েছে: রকি বীচের প্রথম সাইন্স ফিকশন সম্মেলন রকিকন-এ স্বাগতম।

লবিতে এসে ঢুকল কতগুলো আজব প্রাণী।

কৌতূহলী চোখে তাকাল তিন গোয়েন্দা।

মাত্র কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে এক সুন্দরী মহিলা। কাঁধের কাছ থেকে বেরিয়ে গেছে ঘন পালকওয়ালা দুটো বড় বড় ডানা। তার দু'জন সঙ্গীর একজন সাত ফুট লম্বা একটা রোবট, ধাতব হাত-পা। অন্য সঙ্গীটি সবুজ আঁশওয়ালা একটা জীব। কুমিরের মত মুখ। কাঁধে বসে আছে একটা বড় পাখি। ওদের খানিক দূরে সম্মেলনে যোগ দিতে আসা আরও দুটো প্রাণীকে দেখা গেল। আদিম মানুষের মত সাজসজ্জা একজনের, অন্যজন একটা দানবীয় মাকড়সার মত।

'এ কোথায় এসে পড়লাম!' কিশোর বলল। 'এ তো পৃথিবী মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে অ্যানড্রোমেডা গ্যালাক্সিতে ঢুকে পড়েছি।'

'আজব এক অনুভূতি হচ্ছে আমার,' মাথা নাড়তে নাড়তে বলল রবিন। 'আমার নিজের দেহটা সত্যি তো, না ওরা স্বাভাবিক?'

'তোমারটাই স্বাভাবিক,' কিশোরের কাঁধের কাছ থেকে শোনা গেল একটা অপরিচিত কণ্ঠস্বর। 'এরা সব সাইন্স ফিকশন ফ্যান। বলতে গেলে একেবারে

খেপা ভক্ত। ওপরের ওসব উদ্ভট কস্টিউমের নিচে দেহটা তোমার-আমার মতই স্বাভাবিক।'

ঘুরে তাকাল কিশোর। কথা বলেছে আঠারো-উনিশ বছরের এক তরুণ। সারা মুখ তিলে ভর্তি। চুলের রঙ বাদামী। মুসার চেয়ে তিন-চার ইঞ্চি খাটো। গায়ে হলুদ শার্ট, পরনে কালো জিনস। বগলের নিচে চেপে ধরে রেখেছে বড় একটা ম্যানিলা খাম।

'তোমাকে চেনা চেনা লাগছে?' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কিশোর। 'আমাদের স্কুলেই পড়ো, তাই না?'

'হ্যাঁ,' হাসিমুখে জবাব দিল ছেলেটা। 'আমি রোজার অরওয়েল। কয়েক মাস হলো রকি বীচে এসেছি।'

'হ্যাঁ, চিনেছি। মাত্র কয়েক মাসেই তো ভাল সুনাম কামিয়ে ফেলেছ। অংকের ক্লাসে নাকি কোন প্রশ্নের জবাব দিতে দেরি করো না তুমি।'

'বাড়িয়ে বলে,' হাসল রোজার। 'তবে অংক ভাল লাগে আমার। এরা কি তোমার বন্ধু?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'ও রবিন। আর আলফা সেঞ্চুরি থেকে আসা ওই রোবট কুকুরটার নাম মুসা আমান।'

তিন আঙুলওয়ালা চকচকে একটা থাবা বাড়িয়ে দিল মুসা। লাল-নীল চোখ উল্টে দিয়ে ভারী স্বরে বলল, 'তোমাকে জিপটনের স্বাগতম।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' হেসে জবাব দিল রোজার। 'এইমাত্র এলে নাকি?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল রবিন। 'এখনও বোঝার চেষ্টা করছি, কি সব ঘটে চলেছে এখানে। এ ধরনের সা-ফি কনভেনশনের সঙ্গে পরিচিত নই আমরা।'

'হুঁ,' ভুরু কুঁচকাল রোজার। 'তারমানে খানিকটা জ্ঞান তোমাদের দিতেই হচ্ছে। প্রথম কথাটাই হলো, সা-ফি শব্দটা ভুলেও উচ্চারণ করবে না। সাইন্স ফিকশনের ভক্তরা সেটাকে ভালভাবে নেবে না। সংক্ষেপে যদি বলতেই হয়, আদ্যক্ষর দুটোকে নিয়ে এস এফ বলবে, কিংবা সাদামাঠা সাইন্স ফিকশনই বলবে। আর এ ধরনের কনভেনশনকে সংক্ষেপে কন বলে ভক্তরা।'

'বাপরে!' মুসা বলল। 'সা-ফি···মানে, সাইন্স ফিকশনের ব্যাপারে বহুত কিছু জানা এখনও বাকি আমাদের।'

'সাইন্স ফিকশন কনভেনশনে এসে···ইয়ে, কন-এ এসে সাধারণত কি করে লোকে?' জানতে চাইল রবিন। পকেট থেকে ছোট একটা পুস্তিকা টেনে বের করে রোজারকে দেখাল। এখানে ঢোকার টিকেট কাটার পর দিয়েছে এটা। 'বেশ কিছু অদ্ভুত শব্দ আছে এতে, কি মানে ওগুলোর, কিছুই বুঝিনি। এই যেমন কন পার্টি, হাকস্টার রুম, ফিল্ক সিংগিং।'

শব্দ করে হাসল রোজার। 'কন পার্টি মানে কনভেনশন পার্টি, সেটা তো বুঝতেই পারছ এখন। তাতে সাইন্স ফিকশন ভক্তরা আসার সুযোগ পায়। কখনও কখনও সাইন্স ফিকশন লেখকরাও চলে আসে, আড্ডা দিতে।'

'বুঝলাম। শুনতে খারাপ লাগছে না,' রবিন বলল।

'কিন্তু শুধুই কি আড্ডা দিতে আসে?' কিশোরের প্রশ্ন।

'প্রোগ্রামে তো দেখলাম আরও অনেক কিছুর কথা লেখা আছে।'

মাথা ঝাঁকাল রোজার। 'আছে। কালকে আর রোববারে অডিটরিয়ামে যে আড্ডা বসবে, তাতে সাইন্স ফিকশন লেখক আর গবেষকরা সাইন্স ফিকশন নিয়ে আলোচনা করবেন। ভক্তদের প্রশ্নের জবাব দেবেন।' বগলের খামটায় পরম যত্নে হাত বোলাল সে। 'আর আমার মত যদি সংগ্রাহক হও, তাহলে এখানে এসে নানা রকম জিনিস জোগাড় করতে পারবে। পুরানো সাইন্স ফিকশন মুভির পোস্টারের কথাই ধরা যাক, সাংঘাতিক সব পোস্টার দেখতে পাবে। অনেক পুরানো এস এফ ম্যাগাজিনও পেয়ে যাবে খোঁজ-খবর করলে।'

'না, ওসব সংগ্রহ শুরু করিনি আমরা এখনও,' জবাব দিল রবিন। 'করব বলেও মনে হয় না।'

'আজ রাতে,' রবিনের কথাটা শুনল বলে মনে হলো না রোজার, 'একটা দুর্দান্ত ছবি দেখানো হবে।'

'হ্যাঁ, শুনেছি,' উজ্জ্বল হলো মুসার মুখ। 'ট্র্যাভেল ইনটু দা স্পেস। স্পেস হান্টার সিরিজের চারটে ছবিই দেখে ফেলেছি আমরা। নতুনটা দেখার জন্যে তর সইছে না।'

'তা ঠিক,' কিশোর বলল। 'সব সময় তো আর রকি বীচে ভাল ছবির প্রিমিয়ার শো হয় না। শুনলাম ডিরেক্টর ওরটেগা মারলিন নিজে আসছেন ছবির শো দেখানোর জন্যে। তাঁর ফিল্ম সম্পর্কে নাকি বক্তৃতাও দেবেন।'

'ঠিকই শুনেছ।' ঘড়ি দেখল রোজার। 'ছবি শুরু হতে আর ঘণ্টাখানেকও নেই।'

'তাহলে তো দৌড়ে গিয়ে এই যন্ত্রণাগুলো খুলে রেখে আসতে হয়,' দেহের সাজপোশাকগুলো দেখাল মুসা। 'গাড়িতে কাপড় আছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এগুলো খুলে ফেলতে না পারলে সেদ্ধ হয়ে যাব।'

'জলদি যাও তাহলে,' বলতে গেল রবিন। কিন্তু ততক্ষণে ভিড় ঠেলে দৌড়াতে শুরু করেছে মুসা। পেছন থেকে চিৎকার করে বলল রবিন, 'চিন্তা নেই। তোমার জন্যে সীট রেখে দেব আমরা।'

সম্মেলনের অনুষ্ঠানাদির তালিকায় আর কি কি অনুষ্ঠান আছে রোজারকে জিজ্ঞেস করতে যাবে কিশোর, থেমে গেল তীক্ষ্ণ এক চিৎকার শুনে। 'উইলি, বুড়ো ভাম কোথাকার! আমি জানতাম তুমি আসবে। কি করে লিখতে হয়, ভক্তদের কাছে লেকচার দেয়ার সুযোগ কি আর তুমি ছাড়ো। লেখাফেখা বাদ দিয়ে টাকা উপার্জনের জন্যে সৎ কোনও পেশা ধরো না কেন?'

'গলাবাজি থামাও,' চিৎকার করে উঠল দ্বিতীয় আরেকটা কণ্ঠ।

'ঘটনাটা কি?' রোজারের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল কিশোর। 'মারামারি বাধাবে নাকি?'

'না না। ওরা উইলিয়াম আরডেন আর হিরাম কারলু,' রোজার জানাল। 'প্রতি কনেই যোগ দিতে এসে এই কাণ্ড করে। ভয় নেই। প্রচুর চেঁচামেচি করে বটে,

কিন্তু এমনিতে ওরা বড়ই নিরীহ।'

লবির এক কোণে দু'জন লোককে ঘিরে দাঁড়িয়েছে জনতা। একজনের বয়েস পঁয়ষট্টি মত হবে। রোগাটে শরীর। পাতলা হয়ে এসেছে চুল। গায়ের সুতীর শার্ট আর প্যান্ট দুটোই অতিরিক্ত ঢোলা। অন্যজন বয়েসে তার অর্ধেক হবে। চোখা, ধারাল চেহারা। মাথায় কোঁকড়া বাদামী চুল।

'এখানে তোমাকে ঢুকতে দিল কে?' ঠাট্টা করে বলল বয়স্ক লোকটা। 'সামনের দরজা দিয়েই ঢুকেছ, নাকি অন্য কোন পথে, কিলবিল করে–তুমি যে প্রাণী?'

'কেউ তো কাউকে দেখতে পারে না এরা,' রবিন বলল।

'এত তাড়াতাড়িই মন্তব্য করে বোসো না,' রোজারের মুখে মৃদু হাসি। 'যা করছে, সব অভিনয়। এস এফ ভক্তরা হয়তো ভেবে ভয় পাচ্ছে, না জানি কোন্ সময় একজন আরেকজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা টিপে ধরে। মনে মনে ভক্তদের কথা ভেবে মজা পাচ্ছে দু'জনে। খানিক পরেই দেখবে আর সবার মত ওরাও বসে বসে খোশগল্প করছে।'

তর্কাতর্কি করেই চলেছে লোক দু'জন। সেদিকে তাকিয়ে রোজারকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'দু'জনেই লেখক নাকি?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল রোজার। বয়স্ক লোকটাকে দেখিয়ে বলল, 'আরডেন একজন ওল্ড প্রো। সাইন্স ফিকশনের তথাকথিত স্বর্ণযুগের সময়কার যে কয়জন হাতে গোণা লেখক বেঁচে আছে এখনও, তাদের একজন। সাইন্স ফিকশন ম্যাগাজিনগুলোতে নিয়মিত লেখে এখন। এই সম্মেলনের খুব সম্মানিত অতিথি।'

'আর অন্য লোকটা? হিরাম কারলু?'

'বর্তমান সময়কার খুব জনপ্রিয় লেখক,' রোজার জানাল। 'লেখার জন্যে বহু পুরস্কার পেয়েছে। দোষ একটাই, বেশি কথা বলে। এই বদ স্বভাবের জন্যে মাঝে মাঝেই বিপদে পড়ে।'

'বেশি কথা তো দু'জনেই বলছে,' কিশোর বলল।

আবার ওদের দিকে তাকাল সে। বাগাড়ম্বর চালিয়েই যাচ্ছে দু'জনে ঘিরে রাখা ভক্তদের মাঝে দাঁড়িয়ে। ভক্তদের হাসাচ্ছে।

'ছবির তো দেরি হয়ে যাচ্ছে,' মনে করিয়ে দিল রবিন। 'তাড়াতাড়ি না গেলে ভাল সীট পাওয়া যাবে না।'

'ঠিক বলেছ,' রোজার বলল। 'এসো আমার সঙ্গে।'

লবির পেছন দিকে ওদেরকে নিয়ে এল সে। একটা হল পার করিয়ে এনে 'কনফারেন্স রুম' লেখা একটা দরজা দিয়ে অডিটরিয়ামে ঢুকল। বলল, 'এখানেই সিনেমা দেখানো হবে।'

বিশাল ঘরটায় সারি সারি ফোল্ডিং চেয়ার পাতা। অর্ধেক সীট ভরে গেছে ইতিমধ্যেই। দরজা দিয়ে এখনও ঢুকতেই আছে লোক স্রোতের মত। মোটামুটি পেছনে পাশাপাশি কয়েকটা সীট খালি দেখতে পেয়ে আর দেরি করল না ওরা। তাড়াতাড়ি বসে পড়ল সেগুলোতে। তিনটে সীটে নিজেরা বসল, আরেকটা রেখে

দিল মুসার জন্যে।

সীটে বসে চারপাশে তাকাতে লাগল কিশোর। চওড়া একটা পর্দা টানানো হয়েছে সামনের দিকে। দুই ভাগ করা সীটের সারির মাঝখানের সরু গলিটার পেছনের চাকাওয়ালা টেবিলে বসানো হয়েছে মুভি প্রজেক্টর। পর্দার একপাশে একটা রঙচঙে পোস্টার। তাতে লাল রঙে লেখা রয়েছে ট্র্যাভেল ইনটু দা স্পেস। লেখার পাশে লম্বা চুলওয়ালা, পেশিবহুল একজন লোকের ছবি। কালো রঙের দেহঢাকা বর্ম পরা। তার পেছনের পটভূমিতে রয়েছে তারকাখচিত কালো আকাশ, মহাকাশযানের ছবি আর বিস্ফোরণের দৃশ্য।

মুসার মতই ছবিটা দেখার জন্যে রবিনেরও তর সইছে না। 'স্পেশাল ইফেক্ট নিশ্চয় অনেক বেশি এটাতে। এর আগেরটা, ওয়ারিঅরস অভ দা ফরগটেন স্টার ছবিটাতে যে পরিমাণ ছিল, সাংঘাতিক! শুনেছি, নতুনটায় ওটাকে ছাড়িয়ে গেছে।'

'কি ব্যাপার, মিস করলাম নাকি কিছু?' মুসা বলে উঠল। বসে পড়ল ওর জন্যে দখল করে রাখা চেয়ারটায়। হাতে একটা মস্ত পপকর্নের ব্যাগ। বাড়িয়ে দিল বন্ধুদের দিকে।

'না, সময় মতই এসেছ,' ব্যাগ থেকে এক মুঠো পপকর্ন তুলে নিল কিশোর। পর্দার দিকে দেখাল।

পর্দার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে কালো চুল এক মহিলা। বয়েস তিরিশের কাছাকাছি। হাতে মাইক্রোফোন। কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করল।

'সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, মারলিন ওরটেগার নতুন ছবি ট্র্যাভেল ইনটু দা স্পেস দেখতে আসার জন্যে আপনাদের অভিনন্দন,' আড়চোখে বার বার বাঁয়ের দরজাটার দিকে তাকাচ্ছে সে।

প্রচুর হাততালি আর শিস শোনা যেতে লাগল। সেটা কমে এলে চশমাটা নাকের ওপর ঠেলে দিয়ে আবার বলল মহিলা, 'আমি মারলা ওয়েইন। এই সম্মেলনের চেয়ারওম্যান। এ ছাড়া রকি বীচ সাইন্স ফিকশন সোসাইটি, যেটাকে বি-এস-এফ-এস নামে চেনে সবাই, সেটার প্রেসিডেন্ট।' উচ্চারণটা শোনাল অনেকটা 'বিস্‌ফস্‌'।

'ছবির এই প্রিমিয়ার নিয়ে সবাই বেশ উত্তেজিত হয়ে আছি আমরা,' বলে চলল মহিলা। 'কারণ এই স্পেস হান্টার সিরিজটা সাইন্স ফিকশন ভক্তদের খুব পছন্দ। সে-জন্যেই মিস্টার ওরটেগা তাঁর নতুন ছবির প্রিমিয়ার শো'টা কোনও এস এফ কনে দেখানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রকি বীচ কনকে তিনি বেছে নেয়ায় সত্যি আমরা খুব গর্বিত।'

ঘড়ি দেখল মহিলা। আবার তাকাল দরজার দিকে। মনে হলো অস্বস্তি বোধ করছে। 'আপনারা হয়তো আমাদের "বিস্‌ফস্‌"-এর ব্যাপারে জানতে আগ্রহী হবেন। ছবিটা দেখানোর আগে সে-সম্পর্কে দু'চারটে কথা বলে নিই।'

'আমরা এখন ছবি দেখতে চাই!' চিৎকার করে উঠল একজন দর্শক।

'আসলে, আমরা এখনও ছবিটা দেখানোর জন্যে তৈরি হতে পারিনি,' মহিলা জবাব দিল। 'মিস্টার ওরটেগার তো এতক্ষণে চলে আসার কথা। তিনি নিজে ছবিটা ইনট্রোডিউস করতে চান···'

দরজার দিকে চোখ পড়তে থেমে গেল মহিলা। তাকে অনুসরণ করে চোখ ফেরাল কিশোর। সুদর্শন একজন মাঝবয়েসী ভদ্রলোককে দেখা গেল সীটের মাঝের গলি ধরে এগিয়ে আসতে। রোদে পোড়া চামড়া, মাথায় ইস্পাত রঙের চুল তাঁর। বেশ ব্যক্তিত্ব নিয়ে হেঁটে আসছেন। সঙ্গে আসছে সুট পরা আরও কয়েকজন মানুষ।

দেখেই চিনে ফেলল কিশোর। পত্রিকায় ছবি দেখেছে মারলিন ওরটেগার। তাঁর গা ঘেঁষে হেঁটে আসছে দু'জন বিশালদেহী লোক। বডিগার্ড হবে। পেছন পেছন যারা আসছে তাদের কেউ প্রাইভেট সেক্রেটারি, কেউ বা স্টুডিও এক্সিকিউটিভ। রুক্ষ চেহারার, লাল কোঁকড়া চুল, গোঁফওয়ালা একজন লম্বা মানুষকে চেনা চেনা লাগল কিশোরের।

মারলা ওয়েইনের পাশে দাঁড়ালেন মারলিন।

'মিস্টার মারলিন!' চিৎকার করে উঠল মারলা। 'কি যে খুশি লাগছে আপনাকে দেখে। আপনার নতুন ছবিটা দেখার জন্যে সবাই অস্থির হয়ে আছি আমরা।'

মাইক্রোফোনের দিকে এগিয়ে গেলেন ওরটেগা। তুমুল করতালি দিয়ে স্বাগত জানাল তাঁকে দর্শকরা। সিনেমার পর্দার একপাশে সরে গেল মারলা।

মুখ থমথমে করে রেখেছেন মিস্টার ওরটেগা। রাগত, ভারী কণ্ঠে জানালেন, 'আজ রাতে সিনেমা দেখানো হবে না।'

'দেখানো হবে না মানে?' রেগে উঠল একজন দর্শক। 'কতদূর থেকে এসেছি আমি জানেন!'

শ্রাগ করলেন ওরটেগা। 'ছবিটা দেখানোর কোন উপায় নেই। আজকে তো নয়ই, শীঘ্রি দেখানো যাবে এমনও কোন নিশ্চয়তা দিতে পারছি না।'

'কেন?' জানতে চাইল আরেকজন দর্শক।

'কারণ, ফিল্মটা নেই!' জবাব দিলেন ওরটেগা। 'চুরি হয়ে গেছে!'

দুই

'চুরি?' লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'কি করে?'

'আমার এক অ্যাসিসট্যান্ট, একটা গাধা আমার শত সাবধান করা সত্ত্বেও ফিল্মটা গাড়িতে ফেলে রেখে এসেছিল। মোটেলে ঢোকার পর তার মনে পড়ল, গাড়ির মধ্যে রেখে এসেছে ওটা। দৌড়ে গেলাম পার্কিং লটে। পেলাম না আর ছবিটা।'

'ওসব বুঝিটুঝি না! আমার টাকা ফেরত দিন!' চিৎকার করে উঠল কে যেন।

'প্রচুর পয়সা খরচ করে কনভেনশনে এসেছি।'

'সেটা আমার সমস্যা নয়,' কর্কশ কণ্ঠে জবাব দিলেন মিস্টার ওরটেগা। 'কনভেনশনের ব্যবস্থা যে করেছে তাকে গিয়ে ধরুনগে। আরেকটা কথা,' জ্বলন্ত ঘূর্ণায়মান চোখে দর্শকদের দিকে তাকাতে লাগলেন তিনি, 'আমার ফিল্মটা যে চুরি করেছে সে যদি এই অডিটরিয়ামে থেকে থাকো, তাহলে জেনে রাখো, সাত দিনের মধ্যে সেটা ফেরত দিতে হবে। নইলে আমি তোমাকে ছাড়ব না। যদি কেউ ছবিটার বুটলেগ কপি তৈরি করে বিক্রির চেষ্টা করে, তাকেও ছাড়ব না। বোঝা গেছে?'

কেউ তাঁর কথার জবাব দিল না।

মাইক্রোফোনের সামনে থেকে সরে গিয়ে, নিজের লোকদের সঙ্গে দু'চারটা কথা বলে সোজা দরজার দিকে রওনা দিলেন তিনি।

পরিচালক চলে যাওয়ার পর আবার মাইক্রোফোনের সামনে এসে দাঁড়াল মারলা। সামান্য কয়েক কথায় দর্শকদের কাছে ক্ষমা চাইল। কেউ তাকে পাত্তা দিল না। সবাই উত্তেজিত।

'কাণ্ডটা কি ঘটল,' মুসা বলল। 'সারাটা সপ্তা অপেক্ষা করলাম আজকের দিনটার জন্যে, আর আজই কিনা ছবিটা চুরি হয়ে গেল।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে ভ্রূকুটি করল কিশোর। 'যা-ই বলো, মিস্টার ওরটেগার রেগে যাওয়াটা কিন্তু স্বাভাবিক। আমার জিনিস এ ভাবে চুরি হয়ে গেলে আমিও রেগে যেতাম। একটা ছবি বানানো কি যা তা কষ্ট।'

'আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না,' আবার বলল মুসা। 'ছবি চুরি করতে আসবে কে? আর কেনই বা করবে?'

'সেটা বলা কঠিন,' জবাব দিল রবিন। 'হয়তো বিক্রি করে দেবে।'

'কে কিনবে?' রোজারের প্রশ্ন।

'ভিডিও ক্যাসেট তৈরি করে বেচলে অনেকেই কিনবে,' কিশোর বলল। 'সবার বাড়িতেই ভিসিআর আছে।'

তুড়ি বাজাল রবিন, 'ঠিক। বুটলেগ ভিডিও টেপ, মিস্টার ওরটেগা তো বলেই গেলেন। এ সম্পর্কে সেদিন একটা আর্টিক্যাল পড়লাম। নতুন ছবির ভিডিওটেপ বিক্রির বিশাল কালোবাজার আছে। বিশেষ করে যেগুলো মুক্তি পায়নি এখনও, এই ছবিটার মত।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'মিস্টার ওরটেগার বানানো নতুন ছবির জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে দর্শকদের মাঝে।'

'পেলে আমিই তো কিনে ফেলতাম একটা কপি,' বলল মুসা। সামনে ঝুঁকে ফিসফিস করে বলল, 'কোথায় পাওয়া যাবে?'

মুসার হাতে ধরা ব্যাগ থেকে এক মুঠো পপকর্ন তুলে নিয়ে রবিন বলল, 'জেলে যেতে চাও নাকি? মিস্টার ওরটেগা কি হুমকি দিয়ে গেলেন ভুলে গেছ?'

'কিন্তু প্রশ্ন হলো,' দর্শকদের ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে কিশোর বলল, 'এদের মধ্যে কে ছবিটা চুরি করল? ফিল্মকে ভিডিও টেপে রূপান্তর করতে যে

মেশিন দরকার, তার অনেক দাম। এখানে কে আছে সে-রকম টাকা খরচ করার মত লোক? কাকে সন্দেহ করা যায়?'

'সন্দেহ?' কুঁচকে গেল রোজারের ভুরু। 'সত্যি সত্যি তোমরা গোয়েন্দা, তাই না? শুনেছি, রকি বীচ পুলিশকে নাকি বেশ কিছু জটিল মামলায় সাহায্য করেছ তোমরা।'

'তা করেছি।'

'তারমানে মিস্টার ওরটেগার ছবিটা তোমরা খুঁজে বের করে তাঁকে ফিরিয়ে দেবে?'

'যদি তিনি আমাদের সাহায্য নিতে আগ্রহী হন।'

দরজার দিকে তাকাল কিশোর। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন ওরটেগা। মারলা ওয়েইনের সঙ্গে কথা বলছেন। এ রকম একটা ঘটনায় হকচকিয়ে গেছে মহিলা। মিস্টার ওরটেগার রাগ এখনও যায়নি।

'চেহারা দেখে যা বুঝতে পারছি,' কিশোর বলল, 'এই লোকের সঙ্গে বনবে না আমাদের। চোর ধরার ভারটা পুলিশের ওপর ছেড়ে দেয়াই ভাল।'

উঠে দাঁড়াল মুসা। 'তাহলে আর কি। গোয়েন্দাগিরিও হলো না, ছবি দেখাও হলো না। বরং চলো কোন ফাস্ট ফুডের দোকানে চলে যাই।'

'মন্দ হয় না,' কিশোর বলল। 'রোজার, তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে? খেয়েদেয়ে আবার ফিরে আসব এখানে।'

'যাব,' সানন্দে রাজি হলো রোজার। 'চলো।'

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ওরা দেখল জনাকীর্ণ হলওয়ে ধরে দলবল নিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন ওরটেগা। তাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দৌড়ে চলেছে মারলা।

'প্লীজ, মিস্টার ওরটেগা,' অনুনয় করতে লাগল সে, 'দয়া করে বক্তৃতা দেয়াটা বন্ধ করবেন না। আপনার কথা শুনতে চাই আমরা।'

কিন্তু তাঁর কথা কানেই তুললেন না পরিচালক। গট্‌গট্ করে সোজা চলে যেতে লাগলেন লবির দিকে।

'বেচারি মারলা,' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল রোজার। 'এই কনটা ঠিক রাখার জন্যে বড় কষ্ট করছে। ওরটেগাই ছিল এই সম্মেলনের প্রধান আকর্ষণ।'

'আসলেই তাই,' রবিন বলল।

একজন সহকারীকে উকিল ডাকতে বললেন ওরটেগা। স্তব্ধ হয়ে গেল সমস্ত হট্টগোল। জনতা তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে।

লবির দিকে তাকিয়ে আচমকা রোজারকে অবাক হয়ে যেতে দেখল কিশোর। খাটো, টাকমাথা এক লোকের দিকে তাকিয়ে আছে সে। তিরিশের কোঠায় বয়েস হবে লোকটার। হোটেলের সামনের প্রবেশপথের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

'বিশ্বাস হচ্ছে না আমার,' দ্রুতপায়ে লোকটার দিকে এগিয়ে গেল রোজার। পেছনে গেল তিন গোয়েন্দা।

'আংকেল ম্যাক!' চিৎকার করে উঠল রোজার। 'তুমি এখানে কি করছ? আমি

তো ভেবেছিলাম এতক্ষণে ম্যাসাচুসেটসে চলে গেছ তুমি।'

মুচকি হাসলেন আংকেল ম্যাক। ভঙ্গি দেখে মনে হলো কোন গোপন কথা চেপে রেখেছেন। চাচা-ভাতিজার চেহারায় বেশ মিল। গোলগাল মুখ দু'জনেরই।

'তোকে এখানে দেখতে পাব কল্পনাই করিনি,' আংকেল ম্যাক বললেন।

গোয়েন্দাদের দিকে ঘুরল রোজার। পরিচয় করিয়ে দিল, 'কিশোর, আমার চাচা, ম্যাক। ম্যাক অরওয়েল। বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। চাচা, ওরা আমার বন্ধু। কিশোর, মুসা আর রবিন।'

তিনজনের সঙ্গেই হাত মেলালেন তিনি। মন অন্য দিকে। লবির ভিড়ের দিকে নজর।

'মারলিন ওরটেগার সঙ্গে কথা বলার দরকার ছিল,' বললেন তিনি। 'একলা।'

'আজ রাতে আর কারও সঙ্গে তিনি কথা বলবেন বলে মনে হয় না,' হেসে বলল কিশোর।

'সে নিজেই আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইবে,' রহস্যময় হাসি ফুটল আংকেল ম্যাকের মুখে।

'ওই যে, এদিকেই আসছে,' বলে উঠল মুসা।

মুসার কথায় ঘুরে তাকাল চারজনেই। সামনের দরজার দিকে চলে যাচ্ছেন ওরটেগা। সঙ্গে তার দলবল। জনতাকে সরিয়ে পথ করে দিচ্ছে তাঁর দুই বডিগার্ড।

'এক্সকিউজ মী,' সোজা গিয়ে ওরটেগার পথরোধ করলেন আংকেল ম্যাক। 'মিস্টার ওরটেগা? আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারি?'

ফিরেও তাকালেন না ওরটেগা। এক তরুণ সহকারীর দিকে ফিরে ভারী গলায় বললেন, 'ব্রীফকেসটা রূমে ফেলে এসেছি। এনে দেবে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে দৌড় দিল লোকটা।

'চলো, আংকেল,' চাচার হাত খামচে ধরল রোজার। 'এখানে সময় নষ্ট না করে কোন রেস্টুরেন্ট থেকে কিছু খেয়ে আসি।'

কিন্তু জোর করে হাতটা ছাড়িয়ে নিলেন আংকেল ম্যাক। 'দাঁড়া, আগে মিস্টার ওরটেগার সঙ্গে কথাটা শেষ করে নিই। খুব জরুরী।'

আবার পরিচালকের দিকে এগোতে গেলেন তিনি, কিন্তু সামনে এসে দাঁড়াল মারলা। বলল, 'মিস্টার ওরটেগা, ফিল্ম চুরির খবরটা আমি পুলিশকে জানিয়ে দিয়েছি। এ রকম একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল, সত্যি আমি দুঃখিত।'

'আপনি দুঃখিত হওয়ায় কি আমার ফিল্মটা ফেরত চলে এল?' পাথরের মত কঠিন দৃষ্টি ওরটেগার চোখে। 'ওটা ফেরত চাই আমি। নইলে খুব তাড়াতাড়িই আপনি আর আপনাদের রকি বীচ ইন আমার উকিলের নোটিশ পাবেন।'

পরিচালকের কথায় আহত হলো মারলা।

'ফোটন খাওগে, বিদেশী কুত্তা!' আচমকা চিৎকার করে উঠল একটা

কণ্ঠ।

বরফের মত জমে গেলেন ওরটেগা। দরজার দিকে তাকালেন। চোখে অবিশ্বাস।

কিশোরও ফিরে তাকাল। দেখল, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে ট্র্যাভেল ইনটু দা স্পেস ছবির হিরোর পোশাক পরা এক লোক। কালো বর্মে ঢাকা দেহ। মাথার হেলমেট মুখের কাছে মুখোশের মত নেমে এসেছে। গায়ের লম্বা আলখেল্লার ঝুল মেঝে ছুঁই ছুঁই করছে।

অট্টহাসি হাসতে হাসতে হোলস্টার থেকে একটা জ্যাপ গান বের করে পরিচালকের দিকে নিশানা করল লোকটা।

টিপে দিল ট্রিগার।

গুলি ফোটার প্রচণ্ড শব্দ হলো। নল থেকে বেরিয়ে বুলেট ছুটে গেল বিস্মিত পরিচালকের দিকে।

তিন

শেষ মুহূর্তে লাফ দিয়ে সরে গেলেন ওরটেগা। প্রায় কাঁধ ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল বুলেট। পেছনের দেয়ালে একটা দুই ইঞ্চি গর্ত করে ফেলল। জনাকীর্ণ বদ্ধ লবিতে প্রতিধ্বনি তুলল কয়েক সেকেন্ড। সবগুলো চোখ ততক্ষণে ঘুরে গেছে কালো বর্ম পরা লোকটার দিকে।

ছুটে গেল কিশোর। লোকটার হাত থেকে টান দিয়ে কেড়ে নিল পিস্তলটা। অবাক হলো লোকটাকে বাধা দিতে না দেখে। হেলমেট সরিয়ে মুখ থেকে সরিয়ে দিল মুখোশটা। বয়েস একেবারে কম, চোদ্দর বেশি না।

ছুটে এসে ছেলেটার হাত চেপে ধরল ওরটেগার একজন বডিগার্ড। সরে দাঁড়াল কিশোর। পিস্তলটা তুলে দিল দ্বিতীয় গার্ডের হাতে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছেলেটাকে দেখছে কিশোর। বয়েসের তুলনায় লম্বা। সোনালি চুল হেলমেট খুলে নেয়াতে এলোমেলো হয়ে আছে। ফ্যাকাসে চামড়া। পিস্তলের গুলির শব্দ শুনে ছেলেটাও বোকা হয়ে গেছে যেন।

'আরেকটু হলেই তো দিয়েছিল শেষ করে,' কিশোরের পাশে এসে দাঁড়াল রবিন। 'পিস্তলটা কেড়ে নিয়ে ভাল করেছ।'

'কিন্তু সামান্যতম বাধাও তো দিল না,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। 'অদ্ভুত কিছু একটা ঘটছে এখানে।'

'বাধা আর দেবে কি,' মুসা বলল। 'গুলির শব্দে সে নিজেই তো ভড়কে গেছে।'

ছেলেটার কাছে এসে দাঁড়ালেন ওরটেগা। ছেলেটার দুই হাত পিঠের ওপর নিয়ে এসে শক্ত করে চেপে ধরেছে বডিগার্ড।

'তুমি কে? গুলি করলে কেন আমাকে?' জিজ্ঞেস করলেন ওরটেগা। গলা

কাঁপছে তাঁর। রাগ তো আছেই, খানিকটা ঘাবড়েও গেছেন মনে হচ্ছে। 'তুমিই আমার ফিল্মটা চুরি করেছ নাকি?'

'আ-আ-আমার নাম জ-জনি,' তোতলাতে শুরু করল ছেলেটা। 'জনি জ্যাকার্থি। আপনাকে খুন করতে চাইনি। আমি জানতামই না ওটাতে গুলি ভরা আছে। আমার হাতে পিস্তলটা দিয়ে গুলি করতে বলে দিয়েছে আমাকে একজন, স্রেফ মজা করার জন্যে। আমি ভেবেছিলাম এটা খেলনা পিস্তল।'

চাপ দিয়ে পিস্তলটার ম্যাগাজিন খুলে ফেলল দ্বিতীয় গার্ড। সত্যি খেলনা। অবাক হয়ে দেখল কিশোর জ্যাপ গানের খোলসের মধ্যে ছোট্ট একটা আসল পিস্তল ভরা। ট্রিগারের সঙ্গে জ্যাপ গানের ট্রিগারটা সুতো দিয়ে বাঁধা। সেজন্যেই জ্যাপ গানের ট্রিগার টিপতে আসল পিস্তল থেকে গুলি বেরিয়ে গেছে।

'দেখুন কাণ্ড,' পিস্তলটা ওরটেগাকে দেখাল গার্ড, 'কি দিয়ে গুলি করতে চেয়েছিল আপনাকে। বহুত কষ্ট করেছে খুনী।'

পিস্তলটার দিকে এক নজর তাকিয়ে ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া ছেলেটার দিকে তাকালেন আবার ওরটেগা। 'এটা কে দিয়েছে তোমাকে? এখনও এ ঘরে আছে নাকি সে?'

'এক সেকেন্ড আগেও ছিল,' লবিতে দ্রুত একপাক ঘুরে এল জনির চোখ। 'ওই ওখানটাতে দাঁড়িয়ে ছিল। এখন তো আর দেখছি না।'

'দেখতে কেমন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'আবার দেখলে চিনতে পারবে?'

'না। কস্টিউম পরে ছিল,' জবাব দিল ছেলেটা। 'শজারুর মত এক ধরনের জীব আছে না আপনার ছবিতে, মিস্টার ওরটেগা, ওই রকম।'

'দারুণ,' না বলে থাকতে পারল না আর মুসা। 'শত শত লোক কস্টিউম পরে এসেছে এই সম্মেলনে। গত দশ মিনিটে পাঁচটা শজারু দেখেছি আমি। তারমধ্যে কোন লোকটা কে জানে!'

জনিকে ধরে রাখা গার্ডটার দিকে ঘুরলেন মিস্টার ওরটেগা। 'পুলিশ না আসা পর্যন্ত ধরে রাখো। ওরা এসে যা করার করবে।'

'মিস্টার ওরটেগা, কি যে খারাপ লাগছে আমার বলে বোঝাতে পারব না আপনাকে,' মারলা বলল। 'বুঝতেই পারছি না কি করে ঘটল এই ঘটনা। প্ল্যানিং কমিটি খেলনা পিস্তল নিয়ে ঢোকাও নিষিদ্ধ করে দিয়েছে এখানে।'

জবাব দিলেন না ওরটেগা। আঙুলের ইশারায় সহকারীদের আসতে বলে দরজার দিকে রওনা দিলেন।

তাঁর দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মারলা। চেহারায় উদ্বেগের ছাপ।

'আমার মনে হয়, ওই মহিলাকে সাহায্য করার চেষ্টা করতে পারি আমরা,' কিশোর বলল। 'ফিল্মটা উদ্ধার করতে না পারলে মস্ত বিপদে পড়ে যাবে সে।'

'জনির হাতে পিস্তলটা কে দিয়েছে সেটা জানা দরকার না?' প্রশ্ন করল

রবিন। 'ওকে কিন্তু মিথ্যেবাদী কিংবা ক্রিমিন্যাল মনে হচ্ছে না। আমার ধারণা ওরটেগাকে খুন করার জন্যে কেউ ওকে ব্যবহার করেছে।'

'প্রথমে মহিলার সঙ্গে কথা বলা দরকার।' মারলার দিকে এগিয়ে গেল কিশোর। 'এক্সকিউজ মী, ম্যা'ম, একটা কথা বলি। মিস্টার ওরটেগার ফিল্মটা খুঁজে বের করার ব্যাপারে হয়তো আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারব।'

'কি বললে?' হাঁ করে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল মারলা। 'কে তুমি?'

'আমি কিশোর পাশা,' পরিচয় দিল কিশোর। কাছে এসে দাঁড়ানো রবিনকে দেখাল, 'ও আমার বন্ধু, রবিন মিলফোর্ড। শখের গোয়েন্দা।' মুসা আর রোজার বেশ খানিকটা দূরে রয়েছে। কাজেই ওদের পরিচয় আর দেয়া লাগল না।

'ও, হ্যাঁ, নাম শুনেছি তোমাদের,' এতক্ষণে বিস্ময়ের ভাবটা কাটল মারলার। 'কিন্তু এ ব্যাপারে তোমরা কি করতে পারো? ফিল্মটা চুরি যাওয়ার জন্যেই আমাদের ছাড়তেন না মিস্টার ওরটেগা। তার ওপর এইমাত্র যা ঘটে গেল, তাতে কি যে করবেন তিনি কে জানে। শুধু ফিল্মটার দাম পরিশোধ করতে গেলেই বিস্ফসের কয়েক বছর লেগে যাবে। সদস্যরা কেউ ক্ষমা করবে না আমাকে।'

'আমরা হয়তো সাহায্য করতে পারব আপনাকে,' রবিন বলল। 'যে লোকটা ফিল্ম চুরি করেছে, সে এখনও এ মোটেলে থেকে থাকলে খুঁজে বের করতে পারব আমরা। ফিল্ম ফেরত পেলে মিস্টার ওরটেগা নিশ্চয় আর আদালতে যাবেন না।'

আশার ক্ষীণ আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল মারলার চোখে। 'তোমরা বলছ আশা আছে? কিন্তু ওই ছেলেটা, যে পিস্তল দিয়ে গুলি করল, তার কি হবে? চোরের সঙ্গে তার যোগসাজশ নেই তো?'

'মনে হয় না,' জবাব দিল কিশোর। 'ও যা বলেছে, আমার বিশ্বাস, সত্যি কথাই বলেছে।'

'হতে পারে,' তার সঙ্গে সুর মেলাল রবিন, 'যে লোক ফিল্মটা চুরি করেছে সে এখনও এ ঘরেই আছে, কিংবা খানিক আগেও ছিল। আর সেই লোকই পিস্তলটা ধরিয়ে দিয়েছে ছেলেটার হাতে। এ কারণেই ভাবছি, চেষ্টা করলে এখনও হয়তো ওকে ধরা যায়।'

'চেষ্টা করতে দোষ নেই,' মারলা বলল। 'কমিটির সঙ্গে কথা বলব। পুলিশের সঙ্গেও কথা বলব। তবে সেই সঙ্গে ভিন্ন দিক থেকে সাহায্য পেলেও মন্দ হয় না। অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে।'

'চোরটাকে ধরার পরই নাহয় ধন্যবাদটা দেবেন,' হেসে বলল কিশোর। 'এখন কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেবেন? এমন কারও কথা বলতে পারেন যে মিস্টার ওরটেগাকে দু'চোখে দেখতে পারে না। যে খুন করতেও দ্বিধা করে না।'

শ্রাগ করল মারলা। 'ক্লাবের কেউ ব্যক্তিগত ভাবে তেমন চেনেই না ওরটেগাকে। তাঁর কোন শত্রু থেকে থাকলে সেটা হলিউডে আছে, এখানে না।'

'কিন্তু এখানেও একজন অন্তত আছে, যে ফিল্মটা চুরি করেছে।'

'তোমাদের জানাতে পারলে খুশিই হতাম,' মলিন হাসি হেসে বলল মারলা। 'আচ্ছা, একটা কথা—শোর রেস্টুরেন্টে তাঁর স্পেশাল ইফেক্ট ডিরেক্টরের সঙ্গে একটা মীটিং আছে মিস্টার ওরটেগার। রেস্টুরেন্টে ফোন করে তাঁকে বলতে পারি দু'জন দক্ষ গোয়েন্দাকে আমি নিয়োগ করেছি তদন্ত করার জন্যে। তাতে হয়তো তাঁর মেজাজ খানিকটা ঠাণ্ডা হবে।'

জবাবের অপেক্ষা না করে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে হারিয়ে গেল মারলা। পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল দুই গোয়েন্দা।

'ফিল্ম তো খুঁজে বের করে দেব বললাম,' কিশোরের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল রবিন। 'কি ভাবে বের করব?'

'জনিকে জেরা করা দিয়েই শুরু করা যেতে পারে,' জবাব দিল কিশোর।

'মন্দ হয় না,' রবিন বলল। 'চলো।'

এখনও একই ভাবে জনিকে ধরে রেখেছে ওরটেগার বডিগার্ডরা। আস্তে করে কনুই দিয়ে গুঁতো মেরে উৎসুক দর্শকদের সরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল কিশোর। তার পাশে এসে দাঁড়াল রবিন। প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছে ছেলেটা।

'এক্সকিউজ মী,' বডিগার্ডকে বলল কিশোর। 'একে যদি কয়েকটা প্রশ্ন করি আমরা, কিছু মনে করবেন?'

ষাঁড়ের মত কাঁধ আর গাছের গুঁড়ির মত মোটা ঘাড়ওয়ালা বডিগার্ড চোখ সরু করে তাকাল কিশোরের দিকে, 'তুমি তো পুলিশ নও।'

'না,' জবাব দিল কিশোর। 'আমরা সম্মেলনের লোক। এ ছেলেটার কাছ থেকে কিছু কথা আদায় করা প্রয়োজন আমাদের।'

'তাতে অবশ্য কোন ক্ষতির কারণ দেখছি না,' শ্রাগ করল লোকটা। 'তবে আমি সামনেই থাকব। ঠিক আছে?'

'থাকুন।' জনির দিকে ফিরল কিশোর। 'তোমার নাম তো জনি, তাই না? আমি কিশোর পাশা। তুমি বলেছ কয়েক মিনিট আগে একজন লোক তোমাকে পিস্তলটা দিয়েছিল।'

'হ্যাঁ,' এখনও কাঁপছে ছেলেটা। 'সত্যি মিস্টার ওরটেগাকে গুলি করতে চাইনি আমি। কসম!'

'তোমার কথা বিশ্বাস করলাম। যে লোকটা তোমাকে পিস্তল দিল, তার মধ্যে এমন কিছু কি লক্ষ করেছ, যেটা অস্বাভাবিক, কিংবা মনে রাখার মত? কিংবা এমন কিছু পরা ছিল, যেটা শজারু-কস্টিউমের সঙ্গে মেলে না?'

কয়েক সেকেন্ড ভাবল জনি। তারপর মাথা নাড়ল। 'উঁহু। শজারু-কস্টিউমটা বাদে···দাঁড়াও, দাঁড়াও! ছিল। গলায় একটা মেডালিয়ন।'

'মেডালিয়নটা দেখতে কেমন ছিল?'

'সবুজ রঙের,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল জনি। 'পান্নাটান্না হবে। গোল। মাঝখানে আবার কিছু খোদাই করাও ছিল।'

'কি খোদাই করা ছিল?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'বাঁকা চাঁদ, তার মাঝখানে তারা।'

'যাক, একটা সূত্র অন্তত পাওয়া গেল,' কিশোরের দিকে তাকাল রবিন, 'কি বলো?'

জবাব দেবার আগেই লবিতে দু'জন পুলিশকে ঢুকতে দেখল কিশোর। ভিড় সরিয়ে এগিয়ে এল ওরা। গার্ড ওদের হাতে তুলে দিল জনিকে। কিশোরদেরকে আর কোন প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে তাকে নিয়ে চলে গেল পুলিশ অফিসাররা।

মুসা বলল, 'আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব? খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে আমার···'

'আমারও,' কিশোর বলল। 'চলো, বেরোই।'

কিন্তু দেয়ালে লাগানো একটা পোস্টার দেখাল রোজার। 'বাইরে যাওয়ার দরকার কি? এটা দেখো। তোমরা যখন ছেলেটার সঙ্গে কথা বলছ, তখন লাগিয়ে দিয়ে গেছে একজন।'

পোস্টারের লেখাগুলো জোরে জোরে পড়ল কিশোর, 'অনিবার্য কারণ বশত ট্র্যাভেল ইনটু দা স্পেস দেখানো সম্ভব হলো না; তবে আজ রাত নয়টায় কন পার্টির কোন নড়চড় হবে না। ঠিকমতই পার্টি হবে।'

'কন পার্টি?' বুঝতে পারল না মুসা।

বুঝিয়ে দিল রোজার। 'কনভেনশনের অফিশিয়াল পার্টি এটা। প্রচুর খাবার-দাবার, সোডা, সব বিনে পয়সায় খেতে দেবে।'

'বাহ্, দারুণ তো!' খুশি হয়ে উঠল মুসা। একেবারে আমার পছন্দের পার্টি। ভুল হয়ে গেছে। আরও অনেক বছর আগে থেকেই এখানে আসা উচিত ছিল।'

'মুসা একজন সিরিয়াস সাইন্স ফিকশন ফ্যান,' হেসে বলল কিশোর। 'কিন্তু রোজার, তোমার চাচাকে দেখছি না কেন?'

'মিস্টার ওরট্টেগার পেছন পেছন বেরিয়ে গেছে,' রোজার জানাল। 'বলতে বলতে গেছে, যে ভাবেই হোক, কথা বলতেই হবে তাঁর সঙ্গে।'

'কি এমন কথা, যেটা বলার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছেন তোমার চাচা, জানো কিছু?'

মাথা নাড়ল রোজার। 'আংকেল কথা খুব কম বলে। আজকে তো আরও চুপচাপ হয়ে গেছে।'

'চলো,' কিশোর বলল, 'পার্টিতে যাই। রোজার, পথ দেখাও। চেনো তো?'

'নিশ্চয়। এসো,' রোজার বলল। 'চারতলায়।'

লবির পেছনে মেইন এলিভেটরের কাছে ওদেরকে নিয়ে এল রোজার। এলিভেটরে চড়ে উঠে এল ওপরে। দরজা খুলতেই কানে এল দূরে পার্টির হই-

চইয়ের শব্দ। রোজারকে অনুসরণ করে বড় একটা স্যুইটে এসে ঢুকল তিন গোয়েন্দা।

মূল ঘরটার সঙ্গে আরও অনেকগুলো ছোট ছোট ঘর যুক্ত। প্রায় সব বয়েসের লোকজন আছে ওখানে। ছেলেমেয়ে থেকে বয়স্ক। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে আর খাচ্ছে। লম্বা লাল চুলওয়ালা যে লোকটাকে ওরটেগার সঙ্গে দেখেছিল তাকেও এখানে দেখল কিশোর। মসৃণ স্বরে কথা বলছে এক মহিলার সঙ্গে। ওদের কথা কানে এল কিশোরের। জানতে পারল, লোকটা সেদিন বিকেলেই রকি বীচে এসেছে এবং শহরটা তার খুব পছন্দ।

'কে লোকটা?' বিড়বিড় করে নিজেকেই প্রশ্ন করল কিশোর। 'আজকের আগেও তাকে দেখেছি মনে হচ্ছে।'

'আমি ওদিকে যাচ্ছি,' হাত তুলে স্যান্ডউইচ আর সোডায় ভর্তি লম্বা একটা টেবিল দেখাল মুসা। 'বিনে পয়সার খাবারেরা, একটু অপেক্ষা করো, আসছি আমি।'

'চলো, আমরাও কিছু তুলে নিই,' রবিন আর রোজারকে বলল কিশোর। 'খেতে খেতে দেখি জনি যে রকম সবুজ মেডালিয়নের কথা বলল, সে-রকম কেউ পরে আছে কিনা।'

'পরিচিত কিছু লোক দেখতে পাচ্ছি,' রোজার বলল। 'তোমরা তোমাদের কাজ করো, আমি বরং ওদের সঙ্গে কথা বলে আসি।'

মুসার পেছন পেছন খাবার তুলতে গিয়ে ঘরের কোণে হাসাহাসির শব্দ শুনতে পেল কিশোর। সাইন্স ফিকশন লেখক ধূসর চুলো হিরাম কারলুকে দেখল, ভক্তরা ঘিরে রেখেছে।

টেবিল থেকে স্যান্ডউইচ আর সোডা তুলে নিয়ে সেদিকে এগোল তিন গোয়েন্দা, হিরাম কারলু কি বলে শোনার জন্যে। অল্প বয়েসে লেখক হিসেবে কি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল, সে-সম্পর্কে সবে একটা মজার গল্প বলে শেষ করেছে কারলু। খুব হাসছে। উপভোগ করছে খুব। ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন এ সময় মারলিন ওরটেগার কথা বলল।

'ওরটেগা?' খসখসে শোনাল কারলুর কণ্ঠ। 'ও তো একটা ভুয়া। জীবনে কখনও মৌলিক কোন চিন্তা তার মাথায় ঢোকেনি। জঘন্য সব ছবি বানায়। সাইন্স ফিকশন জগতের কলঙ্ক।'

ভুরু উঁচু করে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন, আবার ফিরল কারলুর দিকে। ওরটেগার ছবি চুরি করার জন্যে যথেষ্ট কোন কারণ কি আছে কারলুর?

'তবে যা-ই বলেন, মিস্টার কারলু,' রবিন বলল, 'ছবিটা চুরি হওয়াটা বড় দুঃখের ব্যাপার।'

'দুঃখের ব্যাপার?' রবিনের আপাদমস্তক ভালমত দেখল কারলু। 'আমি তো বলি এটাই সবচেয়ে ভাল কাজ হয়েছে। ওরকম কিছু ঘটাটাই তো ওর বেলায় স্বাভাবিক।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকটাকে লক্ষ করছে কিশোর। 'তার মানে? আপনার কথা

শুনে মনে হচ্ছে মারলিন ওরটেগাকে আপনি পছন্দ করেন না?'

জবাব দিতে গিয়েও কি ভেবে দিল না কারলু। 'থাক, ও সম্পর্কে আর কিছু বলতে চাই না। তবে ওর বিরুদ্ধে কথা বলে মস্ত একটা ভুল করে ফেলেছি। যে কেউ এখন ভেবে বসতে পারে ওর ছবিটা আমিই চুরি করেছি।'

'সত্যি করেছেন?' বলে বসল মুসা। 'স্বীকার করছেন?'

'কি বললে?' শপাং করে উঠল কারলুর কণ্ঠ। 'এত বেয়াদব হয়ে গেছে আজকালকার ছেলেছোকরাগুলো! আদব-কায়দা কিচ্ছু নেই!'

ওদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার গল্প বলায় ফেরত গেল কারলু। কয়েক মিনিট শোনার পর সরে চলে এল তিন গোয়েন্দা। অন্য দিকে রওনা হলো।

'মনে হয় আমাদের প্রথম সন্দেহভাজন লোকটিকে পেয়ে গেছি, কি বলো?' কিশোরের দিকে তাকাল রবিন।

'হ্যাঁ,' কিশোর বলল। 'ওরটেগাকে দেখতে পারে না কারলু, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু এতটাই কি দেখতে পারে না যে ফিল্ম চুরি করবে?'

'কিংবা খুন করতে চাইবে?' যোগ করল কিশোর। 'খোঁজ নিয়ে দেখা যাক, তার বিরুদ্ধে কি কি জানা যায়। চলো, ভাগাভাগি হয়ে খোঁজা শুরু করি আমরা। আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরে এসে এক জায়গায় মিলিত হব আমরা।'

সরে এসে কয়েকজন সাইন্স ফিকশন ভক্তর সঙ্গে কথা বলল কিশোর। কিছুই জানতে পারল না। ফিল্ম চুরির ঘটনাটাই আলোচনায় প্রাধান্য পাচ্ছে। কিন্তু কিশোর যা জানে, তার বেশি কেউ কিছু বলতে পারল না। সবুজ মেডালিয়ন পরা কারও কথাও জানা গেল না। ঘুরতে ঘুরতে রবিনের দেখা পেয়ে গেল আবার।

'আমিও কিছুই জানতে পারিনি,' রবিন জানাল। 'আজকের মত খোঁজাখুঁজি বাদ দেয়াই উচিত।'

মুসাকে দেখল ওরা একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে, ঠেলাগাড়িতে করে রান্নাঘর থেকে খাবার নিয়ে আসছে মেয়েটা। রোজার কথা বলছে সম্মেলনে আসা কয়েকজন ভক্তর সঙ্গে।

তিন গোয়েন্দা নতুন কিছু জানতে পারেনি শুনে বলল, 'আমিও কিছু পারিনি। চলো, লবিতে। এখানে আর কিছু নেই।'

ঘর থেকে বেরিয়ে ম্লান আলোয় আলোকিত হলওয়ে। শেষ মাথায় একজন ভক্তকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল কিশোর। লম্বা লোকটার পরনে স্পেস সুটের মত পোশাক। পিঠে বাঁধা অক্সিজেন ট্যাংক। চেহারা দেখা যাচ্ছে না। ঢাকা পড়েছে ফেস মাস্কের তলায়।

'নিচে নামার এলিভেটর খুঁজছ?' মাস্কের নিচ থেকে ভোঁতা কণ্ঠ শোনা গেল লোকটার। 'এই যে, এদিকে।'

'আমি তো জানতাম,' জবাব দিল রবিন, 'এলিভেটর রয়েছে বিল্ডিঙের

মাঝামাঝি, লবিতে।'

'আমিও তো তা-ই জানতাম,' রোজার বলল। 'সেই যে প্রবাদ আছে—যতদিন বেঁচে থাকবে, প্রতিদিনই তুমি নতুন কিছু না কিছু শিখবে।'

লোকটার অন্যপাশে তাকাল রবিন। সত্যি একটা এলিভেটরের দরজা দেখা যাচ্ছে। দস্তানা পরা হাত বাড়িয়ে দেয়ালে বসানো বোতাম টিপে দিল লোকটা। দরজার ওপরের আলো মিটমিট শুরু করল।

লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। সম্মেলনে অনেকেই কস্টিউম পরে এসেছে। কিন্তু তার পরেও এই লোকটার মধ্যে কি যেন একটা গড়বড় রয়েছে। ধরা যাচ্ছে না ঠিক।

দরজা খুলে গেল এলিভেটরের। সামনে ঝুঁকল রবিন।

গড়বড়টা কি বের করে ফেলেছে কিশোর। সবুজ মেডালিয়ন পরে আছে লোকটা।

রবিনকে এলিভেটরে ঢুকতে বাধা দেয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। দরজা দিয়ে ভেতরে পা দিয়ে ফেলেছে রবিন। অস্ফুট একটা আতঙ্কিত শব্দ বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে। দরজার ওপাশে বাস্কটা নেই। পেটের মধ্যে খামচি দিয়ে ধরেছে তার। শূন্যে পড়েছে পা। মাটি রয়েছে চারতলা নিচে।

চার

মরিয়া হয়ে হাত ঘুরিয়ে নিজেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করল রবিন। বাড়ানো পা'টা শক্ত কিছু ছুঁতে না পেরে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে।

কি ঘটছে আঁচ করে ফেলেছে কিশোর। বিদ্যুৎ খেলে গেল শরীরে। লাফ দিয়ে গিয়ে রবিনের কোমর জড়িয়ে ধরল। টান দিয়ে সরিয়ে নিয়ে এল পেছনে পরক্ষণে ঘুরে দাঁড়াল লোকটাকে ধরার জন্যে।

নেই লোকটা।

চলে গেছে।

'গেল কোনদিকে?' চিৎকার করে উঠল কিশোর।

'ওদিকেই তো গেল মনে হলো,' ডানে, হলের শেষ মাথার দিকে দেখাল রোজার। 'তাড়াহুড়ো করে ছুটে চলে গেল।'

'তা তো যাবেই,' বলে দৌড় দিল কিশোর।

শেষ মাথায় এসে দেখতে পেল দু'দিকেই সারি সারি দরজা রয়েছে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে। যে কোনটা দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে লোকটা। কোনটা দিয়ে গেছে বোঝার কোন উপায় নেই।

হতাশ হয়ে বন্ধুদের কাছে ফিরে এল কিশোর।

'অবাক কাণ্ড,' এলিভেটরের দরজার কাছ থেকে ফিরে এসে জানাল মুসা

'কারটা বোধহয় গ্রাউন্ড ফ্লোরেই রয়ে গেছে।'

'জীবনে যদি আর কোন দিন না দেখে লিফটে পা দিয়েছি তো!' বিড়বিড় করে বলল রবিন।

মুসার পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর। পকেট থেকে পেনলাইট বের করে এলিভেটরের শ্যাফটে আলো ফেলল। এলিভেটর বাটনের টারমিনালের সঙ্গে দুটো তার যুক্ত করে দেয়া হয়েছে, দেয়ালের উল্টো দিকে, শ্যাফটের দিকটায়। তার দুটো উঠে গেছে ওপরে, মোটরের দিকে, যেটা দরজার পাল্লা খোলা লাগানোর কাজ করে।

'এই দেখো,' কিশোর বলল, 'কারের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। তাতে কারটা সিগন্যাল পাবে না, কিন্তু দরজা ঠিকই খুলবে বা বন্ধ হবে।'

গলা বাড়িয়ে শ্যাফটের ভেতরে দেখে রবিন বলল, 'হ্যাঁ। ওই স্পেস সুট পরা লোকটারই কাজ। গাধা বানিয়ে ছেড়েছে আমাদের।'

অন্ধকারে নিচের দিকে মুখ বাড়িয়ে দিয়ে মুসা বলল, 'আরেকটু হলে লাশ বানিয়ে ছাড়ত।' ফিরে তাকাল কিশোরের দিকে, 'কিন্তু আমাদের ওপর এই আক্রোশ কেন লোকটার?'

'আমরা যে ওরটেগার ফিল্মটা খুঁজে বের করার কাজে নেমেছি হয়তো জেনে ফেলেছে,' জবাবটা দিল রবিন। 'ভাবছি, এই লোকই ওরটেগাকে খুনের ষড়যন্ত্র করেনি তো?'

'ওর গলার দিকে তাকালেই জবাবটা পেয়ে যেতে,' কিশোর বলল।

'কি ছিল গলায়?' চোখ বড় বড় করে ফেলল রবিন। 'সবুজ মেডালিয়ন না তো?'

'হ্যাঁ। সবুজ মেডালিয়ন। চাঁদ-তারা খোদাই করা।'

'তারমানে এই লোকই জনিকে পিস্তলটা দিয়েছিল!'

'হ্যাঁ। জিনিসটা আরেকটু আগে লক্ষ করলেই ধরে ফেলতে পারতাম।'

'আরও সাবধান হওয়া উচিত তোমাদের,' রোজার বলল। 'শুধু ওরটেগা নয়, এখন তো দেখা যাচ্ছে তোমাদের জীবনের ওপরও হুমকি আসতে শুরু করেছে।'

'আমরা যে তদন্তে নেমে গেছি, জেনে গেছে মনে হয়,' কিশোর বলল। 'কিন্তু এত তাড়াতাড়ি জানল কি ভাবে!'

'ভয় নেই,' জবাব দিল মুসা, 'এরপর যদি ওরকম সবুজ মেডালিয়নওয়ালা কাউকে দেখি, আগে ঘাড় চেপে ধরব, কথা জিজ্ঞেস করব পরে।'

'পার্টিতে গিয়ে আরেকবার খোঁজ করা দরকার, স্পেস সুট পরা কাউকে কেউ দেখেছে কিনা,' কিশোর বলল। 'তবে সবার আগে মোটেল কর্তৃপক্ষকে ফোন করে জানিয়ে দেয়া দরকার এলিভেটরটার কথা, কেউ অ্যাক্সিডেন্ট করে বসার আগেই।'

পার্টির স্যুইট থেকে লবিতে ফোন করল সে। দশ মিনিটের মধ্যে হাজির হয়ে

গেল মোটেলের দু'জন কর্মচারী। এলিভেটরের সামনে এসে গম্ভীর মুখে জানাল, সাবধান বাণী লিখে রাখা বোর্ডটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। দরজার সামনে রাখা ছিল ওটা, এলিভেটরটা যে নষ্ট সাবধান করে দেয়ার জন্যে। তা ছাড়া ওটা সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্যে তৈরিও হয়নি, মাল ওঠানো-নামানোর জন্যে ব্যবহার করে মোটেলের কর্মচারীরা।

পার্টিতে আরও আধঘণ্টা ব্যয় করল গোয়েন্দারা। কিন্তু স্পেস সুট পরা লোকটার খোঁজ কেউ দিতে পারল না। কেউ দেখেনি ওরকম কাউকে। অবশেষে রোজারকে নিয়ে লবিতে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা। বাড়ি ফিরে যাবে। রোজার জানাল, সে আরও কিছুক্ষণ থাকবে। তাকে রেখেই হোটেলের বাইরে বেরিয়ে এল ওরা।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'শূন্যে ভাসছে নাকি গাড়িটা?'

কন পার্টির পরের দিন সকাল বেলা। স্যালভিজ ইয়ার্ডের পুরানো একটা ভ্যান গাড়িতে করে আবার মোটেলের সামনে এসে হাজির হয়েছে তিন গোয়েন্দা। ড্রাইভিং সীটে মুসা। পাশে কিশোর। মুসার ঠিক পেছনে বসে আছে রবিন। রকি বীচ ইনের পার্কিং লটে গাড়ি ঢুকিয়েছে মুসা। পঞ্চাশ ফুট দূরে, মোটেলের সদর দরজার কাছে যাওয়ার রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে যেখানে, ঠিক সেখানে এসে থেমেছে মসৃণ সাদা চকচকে একটা স্পোর্টস কনভার্টিবল কার। মনে হচ্ছে মাটি থেকে দুই ফুট ওপরে ভেসে রয়েছে। সামনের সীটে বসা লম্বা একজন হাসিখুশি চেহারার মানুষ। বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি। লাল গোঁফ। লাল কোঁকড়া চুল।

গাড়ির দিকে তেমন নজর নেই কিশোরের। নজর আরোহীর দিকে। 'কাল রাতে ওরটেগার সঙ্গে দেখেছি একে। আমি ভাবছি, এর আগে কোন্‌খানে দেখেছিলাম?'

গাড়ি থেকে নামল তিন গোয়েন্দা। পার্কিং লটের মাঝখানে বড় একটা সবুজ তাঁবু টানানো রয়েছে। সেটার দিকে এক পলক তাকিয়ে দুই সহকারীকে নিয়ে মোটেলের দিকে রওনা দিল সে। দরজার কাছে গিয়ে ফিরে তাকাল। আগের জায়গাতেই রয়েছে গাড়িটা। বেশ কিছু লোক জমে গেছে ওখানে, গাড়িটাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। কানে এল, জোরাল হিসহিস শব্দ—যেন বিশাল বেলুন ফুটো হয়ে গিয়ে গ্যাস বেরিয়ে যাচ্ছে; গাড়িটা করছে এই শব্দ।

ভুরু কুঁচকে কিশোর বলল, 'ওরকম শব্দ আর কোথায় শুনেছি মনে করতে পারো? স্পেস হান্টার সিরিজের দুই নম্বর ছবিটার কথা মনে আছে? দা কসমিক মেইলস্ট্রম? ওটাতে খারাপ লোকেদের কাছে ছিল ওরকম গাড়ি।'

'ঠিক, ঠিক,' উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুসার মুখ। 'প্ল্যানেট অভ গ্লাস নামের গ্রহটাতে হিরোকে তাড়া করার সময় এ রকম গাড়ি ব্যবহার করেছিল ওরা। পাহাড়ের খাড়া ঢালের শেষ মাথায় গিয়ে শূন্যে ভেসে পড়েছিল দুটো গাড়ি।'

'দাঁড়াও দাঁড়াও,' আচমকা প্রায় চিৎকার করে উঠল রবিন। 'কোথায় দেখেছি ওই লোকটাকে মনে পড়েছে। সাইন্স ম্যাগাজিনে মারলিন ওরটেগার ওপরে লেখা একটা প্রতিবেদনে এই লোকের ছবিও ছেপেছিল।'

'আরে, তাই তো!' তুড়ি বাজাল কিশোর। 'এ জন্যেই তো চেনা চেনা লাগছিল আমার। প্রতিবেদনটা আমিও পড়েছি। ওর নাম হ্যারি প্যাটারসন। ওরটেগার ছবির স্পেশাল ইফেক্টের দায়িত্বে আছে ও।'

'ওর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে আমার,' রবিন বলল।

গাড়ির কাছে এসে দেখা গেল ভক্তদের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে হ্যারি। বেশ মজা পাচ্ছে সে। গাড়িটার ছাত খোলা। ফলে ভালমত চোখে পড়ছে তাকে। ভক্তরা অনবরত প্রশ্ন করে চলেছে, জবাব পেতেও দেরি হচ্ছে না।

লম্বা কালো চুলওয়ালা একটা কিশোরী মেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এ গাড়িটাই গ্যালাকটিক সাগায় ব্যবহার করেছিলেন আপনি?'

'তা তো বটেই,' জবাব দিল হ্যারি। 'গত দুটো ছবিতেও ব্যবহার করেছি এটা। অনেক টাকা খরচ হয়েছে বানাতে, কাজেই পয়সা তো উসুল করতেই হবে।'

'আমি ভেবেছিলাম খেলনা গাড়ি ব্যবহার করা হয়েছিল ছবিটাতে,' টাকমাথা একজন লোক বলল। 'এ রকম আসল গাড়ি দিয়ে শূটিং করা হয়েছে, কল্পনাও করিনি।'

'মডেল দিয়েও প্রচুর কাজ করতে হয় আমাদের,' হ্যারি জবাব দিল। 'অনেক ধরনের মডেল বানিয়েছি আমি, বিশেষ করে স্পেস শিপ। ওগুলোতে আরোহী দেখানো বড় কঠিন। কিন্তু আসল গাড়ি দিয়ে এ রকম হোভারকার বানালে তাতে আসল আরোহীও দেখানো যায়। পুতুল বানিয়ে মডেলের মধ্যে বসানোর দরকার পড়ে না। অনেক বাস্তব হয়ে যায় জিনিসটা।'

'কিন্তু ভাসিয়ে রাখছেন কি করে?' জানতে চাইল কিশোর। 'কোন ধরনের এয়ার জেট?'

'অনেকটা ওরকম জিনিসই,' হ্যারি বলল। 'ইঞ্জিনের সাহায্যে বেশ কয়েকটা শক্তিশালী ফ্যান ঘোরানোর ব্যবস্থা করেছি গাড়ির তলায়। বাতাসের চাপ গাড়িটাকে ভাসিয়ে রাখছে।'

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'গাড়ি জিনিসটা আমার খুবই পছন্দ। এ ধরনের হোভারকার কোথায় কিনতে পাওয়া যাবে?'

হেসে উঠল হ্যারি। 'তা পাওয়া যাবে না। সারা দুনিয়ায় মাত্র কয়েকটাই আছে এ ধরনের গাড়ি। আমাদের কাছে। কিনে লাভ নেই। সাধারণ গাড়ির মত চালাতে পারবে না এগুলো। যতটা সম্ভব ভেতরের জিনিসপত্র কমিয়ে ওজনও কমাতে হয় ভাসিয়ে রাখার জন্যে। ভার বেশি হলে মাটিতে নেমে যেতে চায়। আর ফ্যানের যা বিকট শব্দ, পাগল হয়ে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই।'

'হলে হব, গোঁয়ারের মত জবাব দিল মুসা। 'আপনি তো হচ্ছেন না। আমার

একটা দরকার। এ গাড়ি বাজারে ছাড়লে কোটিপতি হয়ে যাবেন অল্পদিনের মধ্যেই।'

'কোটিপতি আমরা হয়েই আছি,' হাসিমুখে জবাব দিল হ্যারি। 'অনেক কথা বললাম। এখন আমার যাওয়া দরকার। ওই তাঁবুর মধ্যে,' পার্কিং লটে খাটানো সবুজ তাঁবুটা দেখাল সে, 'একটা শো'র ব্যবস্থা করেছি আমরা. স্পেস হান্টার সিরিজে ব্যবহৃত জিনিসপত্র, বিশেষ করে কস্টিউম দেখানো হবে ওখানে। বিকেল বেলা এলে আবার এ গাড়িটাতে আমার দেখা পাবে। আরও কিছু জানার থাকলে তখন জেনে নিতে পারবে।'

'আসব আমরা,' কিশোর বলল।

হোভারকার চালিয়ে চলে গেল হ্যারি।

'দারুণ দেখাল,' সেদিকে তাকিয়ে থেকে বলল রবিন। কিশোরের দিকে ফিরল। 'কাল রাতে ফিল্মটা মিস করেছি বটে, তবে দেখার আরও বহু কিছু আছে এখানে।'

'করারও আছে। যেমন, একটা চোরকে পাকড়াও করা,' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ, তা-ও আছে।'

মোটেলের সামনের কাঁচের দরজাটা খুলে ভেতরের লবিতে পা রাখল তিন গোয়েন্দা। সেখানে সাইন্স ফিকশন ভক্তদের ভিড়। আজ আরও অনেক বেশি লোকে কস্টিউম পরেছে। কিশোরের মনে পড়ল, বিকেলের দিকে কস্টিউম পার্টির শেডুল করা হয়েছে।

কিশোরের দিকে ফিরল রবিন। 'কি করব এখন?'

'আমাদের হাতে এখন একমাত্র সন্দেহভাজন ব্যক্তি হিরাম কারলু,' কিশোর বলল। 'তার ব্যাপারে আরও খোঁজ-খবর নেয়ার চেষ্টা করব।'

'সেই সঙ্গে ফিল্মটা কোথায় ভিডিওটেপ বানানোর জন্যে বিক্রি করে চোরটা,' মুসা বলল, 'সেটাও জানার চেষ্টা করব নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'আচ্ছা, রোজার কোথায়?' চারপাশে তাকাতে লাগল সে। 'এ ব্যাপারে ও অনেকটাই সাহায্য করতে পারত।'

ঘরের কোণের দিকে আঙুল তুলল রবিন। 'ওই দেখো, ভিড়। আজ আবার কি হলো ওখানে?'

বকের মত গলা লম্বা করে দিয়ে তাকাল কিশোর। 'মনে হচ্ছে সেই তরুণ লেখক। কি যেন নাম বলেছিল রোজার? হ্যাঁ, উইলিয়াম আরডেন।'

'ও না হিরাম কারলুর বন্ধু?' রবিন বলল। 'এই লোক তথ্য দিতে পারবে আমাদের।'

'চলো গিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখা যাক।'

ভিড় ঠেলে আরডেনের কাছে চলে এল তিন জনে, যাতে প্রশ্ন করতে পারে।

সময় বেশ ভাল কাটছে মনে হচ্ছে লেখকের। বেশ গাট্টাগোট্টা গঠন। দামী সোয়েটার আর টাইট-ফিটিং প্যান্ট পরেছে। সুদর্শন চেহারা। সবুজ চোখে ধারাল দৃষ্টি। কোঁকড়া চুল। কথা বলতে পারে বেশ গুছিয়ে, শব্দ চয়ন করে অনেকটা

সিনেমার কমেডিয়ানের মত।

'স্পেস হান্টার মুভি?' এক ভক্তের প্রশ্নের জবাবে বলল আরডেন, 'ওসব ছাইপাঁশ ভাল লাগার কি কথা? আমার পড়শী যে সিনেমাই দেখে না, সে-ও এরচেয়ে ভাল ছবি বানাতে পারে।'

'কিন্তু, আরডেন,' আরেক ভক্ত বলল, 'ওরটেগার প্রথম ছবিটা অরবিট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। সাইন্স ফিকশন মুভির জন্যে বছরের সেরা পুরস্কার। আমার কাছে কিন্তু খুব ভাল লেগেছে ছবিটা।'

'তার পক্ষে বলার জন্যে কত টাকা ঘুষ দিয়েছে তোমাকে ওরটেগা?' ভুরু নাচিয়ে হাসল আরডেন, 'আর ছবির ব্যাপারে তোমার রুচি কি এতটাই খারাপ নাকি?'

'তারমানে ওরটেগার ছবি আপনার পছন্দ না মোটেও, তাই না?' আরেক ভক্ত জিজ্ঞেস করল।

'আমি কি সে-কথা বলেছি? ওরটেগার ফিল্ম আমার অপছন্দ নয়। তবে বড় বেশি সমালোচনার যোগ্য।'

'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না,' ভক্ত বলল।

কিশোরের কানের কাছে ফিসফিস করে রবিন বলল, 'মুখে যত যা-ই বলুক না কেন, এই লোকও কারলুর মত ওরটেগাকে দেখতে পারে না। হতে পারে, এই লোকই তাকে গুলি করাতে চেয়েছিল।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ফিসফিস করে বলল, 'তারমানে একেও সন্দেহভাজনের তালিকায় ফেলা যায়।'

'আরডেন,' হাসিমুখে ভক্তের ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল সে, 'ওরটেগার ফিল্মটা কে চুরি করেছে আপনি জানেন?'

কিশোরের দিকে ফিরল আরডেন। 'ওরটেগার ফিল্ম কে চুরি করেছে জিজ্ঞেস করছ?' জবাবের অপেক্ষা না করে বলল, 'হ্যাঁ, আমি জানি।'

সামনে ঝুঁকল সে। যেন কি সাংঘাতিক এক গোপন কথা ফাঁস করে দিচ্ছে এমন ভঙ্গিতে চাপা স্বরে বলল, 'কারলু। আমার পুরানো বন্ধু। হিরাম কারলুই চুরি করেছে মারলিন ওরটেগার ছবিটা।'

পাঁচ

ভিড় সরিয়ে আরডেনের একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর। সঙ্গে মুসা আর রবিন।

'আপনি বলতে চাইছেন, চুরিটা কে করেছে তাকে আপনি চেনেন?' লেখককে সরাসরি প্রশ্ন করল কিশোর। তার দিকে তাকিয়ে হেসে যখন মাথা ঝাঁকাল লেখক, কিশোর বলল, 'তাহলে পুলিশকে জানাচ্ছেন না কেন? মহাবিপদে পড়ে যাবেন কিন্তু শেষে।'

হাসিটা মুছল না আরডেনের। দুই হাত বুকের ওপর আড়াআড়ি রেখে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কে জানতে পারি কি? পুলিশের লোক? দেখো, আবার থানায় টেনে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়ে বোসো না।' চোখ বড় বড় করে ভয় পাওয়ার ভান করল সে। 'সত্যি বলছি, অফিসার, আমি কিছুই মনে করতে পারছি না। কালো অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছিল সব। জেগে উঠে দেখি আমার হাতে একটা পিস্তল। নল দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।'

হেসে উঠল শ্রোতারা। কিশোর হাসল না। গম্ভীর মুখে বলল, 'আমরা সিরিয়াস, মিস্টার আরডেন। এ কনভেনশনের উদ্যোক্তা যিনি, তিনি আমাদের বলেছেন চোরটাকে ধরে দিতে। আর প্রথম সূত্রটা পাওয়া গেল আপনার কাছ থেকে।'

চোখ উল্টে দিল আরডেন। 'তারমানে আমার কথা বিশ্বাস করে ফেলেছ তোমরা। আমি তো মজা করছিলাম। হিরাম কারলু ওরটেগার ফিল্ম চুরি করেনি। অন্তত আমার ধারণা, করেনি।'

'তাহলে তিনি করেছেন কেন বললেন তখন?'

'মজা করেছি। রসিকতা। ওর আর আমার মধ্যে সব সময়ই এ রকম রসিকতা চলতে থাকে,' আরডেন বলল। 'ওরটেগাকে দেখতে পারে না হিরাম। সব সময় সুযোগ পেলে দেখে নেবে বলে হুমকি দেয়। তাই ফিল্ম চুরির কথা শুনেই মনে হলো হিরামের কাজ না তো? তবে ও করেনি, এটাও ঠিক। হিরাম আর যাই হোক, ক্রিমিন্যাল নয়।'

'দেখে নেবে বলে কেন? শত্রুতাটা কিসের?'

'চৌর্যবৃত্তির কারণে,' শব্দটা কঠিন করেই বলল আরডেন। গুঞ্জন উঠল তাকে ঘিরে থাকা ভক্তদের মাঝে। 'আট বছর আগে স্পেস হান্টারের প্রথম ছবিটা মুক্তি পাওয়ার পর পরই হিরাম অভিযোগ করে, তার কাহিনী মেরে দিয়েছে ওরটেগা। এবং ভুল বলেনি সে। হিরামের লেখা ফেডারেশন অভ ওঅর্ল্ড সিরিজের কাহিনীগুলোর সঙ্গে মিলে যায় ওরটেগার স্পেস হান্টার সিরিজের কাহিনী, যেগুলো বহুকাল আগেই লিখে ছেপে প্রকাশ করেছিল হিরাম। ওরটেগার মুভির চেয়ে হিরামের উপন্যাসগুলো অনেক ভাল।'

'ওরটেগার বিরুদ্ধে তাহলে আদালতে নালিশ করল না কেন কারলু?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'করেছে,' আরডেন জানাল। 'কিন্তু ওরটেগার মত টাকার জোর নেই হিরামের। ভাল উকিলকে অনেক টাকা দেয়া লাগে। আদালতে হিরামের অভিযোগকে তুলোধুনো করে ছেড়ে দিয়েছে ওরটেগার উকিল। কাহিনীর কিছু কিছু জায়গায় মিল আছে বটে, তবে সেটা কাকতালীয়।'

'তারমানে, এখন প্রতিশোধ নিতে চাইছে কারলু?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। বুঝতে পারছে, সবগুলো চোখ এখন তার ওপর নিবদ্ধ।

'ইয়ে···' বলতে গিয়েও চুপ হয়ে গেল আরডেন। চোখ সরু সরু করে তাকাল তিন গোয়েন্দার দিকে। 'কে তোমরা বলো তো? একটু আগে বললে সম্মেলনের উদ্যোক্তা তোমাদের নিয়োগ করেছে ফিল্মটা খুঁজে বের করে দেয়ার

জন্যে।'

'হ্যাঁ। আমরা এই অপরাধের তদন্ত করছি,' জবাব দিল কিশোর। 'মাঝে মাঝে এ ধরনের কাজে পুলিশকেও সাহায্য করে থাকি আমরা। রকি বীচ থানায় খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন মিছে কথা বলছি না আমরা।'

'তারমানে গোয়েন্দা, হ্যাঁ?' মাথা ঝাঁকাল আরডেন। 'কিন্তু তোমাদের যা বয়েস, তাতে তো পুলিশ ফোর্সে যোগ দিতে দেবে না। যাকগে, হিরামের সম্পর্কে যা যা বললাম, সেটাকে সিরিয়াসলি নিয়ো না। প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছে হয়তো তার আছে, কিন্তু সেজন্যে বেআইনী কিছু করার লোক নয় সে। বড়জোর কাউকে ভাড়া করে আনতে পারে ওরটেগার মুখে হালুয়া ছুঁড়ে মেরে তাকে বিব্রত করার জন্যে। তার বেশি কিছু করবে না। প্রথমে যা বলেছি তার সম্পর্কে, ভুলে যাও।'

'তা আপনার ব্যাপারটা কি, বলুন তো?' আচমকা প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল কিশোর। 'আপনি নিজেও তো ওরটেগার ফিল্ম সম্পর্কে যাচ্ছেতাই কথা বললেন। আপনি নিজেই তার গাড়ি থেকে ছবির রিলগুলো সরিয়ে ফেলেননি তো?'

'কারও কোন ছবির সমালোচনা করলেই চোর হতে হবে নাকি?' কিছুটা কড়া স্বরেই আরডেন বলল। 'এস এফ ম্যাগাজিনে বহু বছর ধরে ছবির সমালোচনা লিখে আসছি আমি। সিনেমা আমার ভাল লাগে। সেটা ভাল ছবি হলে। ওরটেগার পচা ছবিকে কে ভাল বলতে যাবে। ব্যক্তিগত ভাবে তার বিরুদ্ধে আমার কোন আক্রোশ নেই। তবে আমার বন্ধু হিরামের সঙ্গে সে যে আচরণ করেছে, তাতে তার ওপর রাগ হওয়াটা আমার স্বাভাবিক। রাগ না থাকলেও তার পচা ছবিকে পচাই বলতাম আমি।'

'বুঝলাম,' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আরডেনের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। মনে হলো, সত্যি কথাই বলছে লেখক। 'যাই হোক, এ চুরি সম্পর্কে নতুন কোন তথ্য যদি কানে আসে আপনার, দয়া করে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।'

'জানাব,' জবাব দিল আরডেন। দুই সহকারীকে নিয়ে ভিড় থেকে বেরিয়ে আসার সময় কিশোর শুনতে পেল, আরডেন বলছে, 'অল্প বয়েসে কত ছেলের যে গোয়েন্দা হওয়ার শখ চাপে।'

পরস্পরের দিকে তাকাল দুই গোয়েন্দা। এ ধরনের মন্তব্য এই প্রথম নয়, বহুবার শুনেছে।

'একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ?' ভিড় থেকে সরে এসে কিশোরকে বলল রবিন। 'কাল রাতের স্পেস সুট পরা লোকটা ছিল লম্বা। কিন্তু কারলু আর আরডেন দু'জনেই মাঝারি উচ্চতার।'

'তাতে কি?' কিশোর বলল। 'ওই লোকটা তো ছিল কস্টিউমের আড়ালে। বুটের সোল উঁচু করে বানিয়ে ছদ্মবেশ নিলে নিজেকে লম্বা দেখানোটা কোন ব্যাপার নয়।'

'তা ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল রবিন।

এ সময় রোজারকে এগিয়ে আসতে দেখল ওরা।

'হাই,' দূর থেকেই হাসল রোজার। কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'তারপর? খবর-টবর কি?'

'আরডেনের সঙ্গে কথা বলে এলাম এইমাত্র,' জবাব দিল রবিন। 'আস্ত একটা ভাঁড়।'

'ওটাই আরডেনের স্বভাব,' হেসে জবাব দিল রোজার।

'শোনো,' কিশোর বলল, 'আমি চুরির ব্যাপারটাকে বুটলেগ টেপের অ্যাঙ্গেল থেকে ভেবেছি। যদি কেউ ফিল্মটার বুটলেগ কপি বানিয়ে বিক্রি করে, কোথায় গিয়ে করবে সে? সাইন্স ফিকশন ছবির ভিডিও টেপ সাইন্স ফিকশন সম্মেলনে ভাল চলবে। কিন্তু চুরি যাওয়া একটা ছবির টেপ কি এখন এখানে বিক্রি করতে পারবে সে? বিশেষ করে যে ছবিটা এখান থেকেই চুরি গেছে?'

এক মুহূর্ত ভাবল রোজার। 'কি করবে কে জানে! ঝুঁকি নিয়ে বসতেও পারে, বিক্রি ভাল হবে জেনে। এ ধরনের বুটলেগ কপি আগের সম্মেলনে এখানে বিক্রি হতে দেখেছি আমি। হাতে বানানো লেবেল লাগানো থাকে ক্যাসেটের ওপর। দেখলেই চেনা যায়। ছবির মানও তেমন ভাল হয় না।'

'এখানে কোথায় ভিডিওটেপ বিক্রি হয় জানা আছে তোমার?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আছে,' জবাব দিল রোজার। 'হাকস্টার রুমে।'

'কোথায়?' বুঝতে পারল না মুসা।

হেসে উঠল রোজার। 'হাকস্টার রুম। যে ঘরে দোকানিরা টেবিলের ওপর দোকান সাজিয়ে বসে। বই, ফিল্ম, পোস্টার—এ রকম আরও অনেক জিনিস পাওয়া যায়। সব সাইন্স ফিকশন কনভেনশনেই হাকস্টার রুম থাকে।'

'তাহলে তো গিয়ে দেখা দরকার,' কিশোর বলল। 'এখানে হাকস্টার রুমটা কোথায়?'

লবির শেষ মাথায় একটা দরজার কাছে ওদেরকে নিয়ে এল রোজার। ঠেলা দিয়ে খুলে অন্য পাশে নিয়ে এল তিন গোয়েন্দাকে। অনেক বড় একটা ঘর দেখা গেল। অসমাপ্ত ঘর। কাজ শেষ হয়নি এখনও। দেয়ালে প্লাস্টারের কাজ বাকি। সারি দিয়ে লম্বা লম্বা লোহার টেবিল পাতা। সারিগুলোর মাঝখানে জায়গা রাখা হয়েছে ক্রেতাদের ঘুরে ঘুরে দেখার সুবিধের জন্যে। প্রতিটি টেবিলের সামনে বসে আছে দোকানদার, পুরুষও আছে, মহিলাও আছে। টেবিলে স্তূপ করে রাখা নানা রকম জিনিসপত্র। ভক্তরা ঘুরে ঘুরে দেখছে। হাতে নিয়ে পছন্দ করছে। কিনছেও।

'ভাল তো,' রবিন বলল। 'মনে হচ্ছে আমিও কিছু কেনার মত জিনিস পেয়ে যাব।'

ভক্তদের ভিড়ে মিশে গেল তিন গোয়েন্দা। কিশোর লক্ষ করল, বুকে ছাপ দিয়ে 'আই উড র‍্যাদার বি টাইম ট্র্যাভেলিং' লেখা টি-শার্ট থেকে শুরু করে জনপ্রিয় পুরানো সাইন্স ফিকশন টিভি সিরিজে ব্যবহৃত কস্টিউম, সব আছে

এখানে। পুরানো পেপারব্যাক বইতে বোঝাই হয়ে আছে কোন কোন টেবিল।

'ভিডিওটেপ বিক্রেতারা কোথায়?' রোজারকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আরবার ডিক্সনের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারো। ও-ই এ ব্যাপারে ভাল বলতে পারবে।' ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে লোকটাকে খুঁজতে লাগল রোজার। 'মনে হয় ওই ওদিকটাতে পাওয়া যাবে।'

রোজারের পেছন পেছন টেবিলের গোলক ধাঁধার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল চারজনে। অবশেষে একটা টেবিলের সামনে এসে পৌঁছল, যেখানে উজ্জ্বল রঙিন কাগজে মোড়া ভিডিওটেপ একটার ওপর আরেকটা সাজিয়ে উঁচু করে রাখা হয়েছে। টেপের পাশে সাজিয়ে রাখা হয়েছে সিনেমার পোস্টার আর প্রচুর স্টিল ছবি। ভিনগ্রহবাসী সব দৈত্য-দানব আর স্পেস শিপের ছবিই বেশি। টেবিলের অন্যপাশে বসা পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়েসের একজন মানুষ। চোখে সার্বক্ষণিক ভাবে লেগে থাকা সন্দেহের ছাপ।

টেবিলের কিনার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সামনে ঝুঁকল কিশোর। উজ্জ্বল একটা হাসি দিয়ে বলল, 'এই যে, আমরা সাইন্স ফিকশন ভিডিওটেপের খোঁজে আছি। আপনার কাছে আছে?'

হাসির জবাবে হাসল না লোকটা। বরং কুঁচকে গেল ভুরু। আঙুল তুলে নীরবে টেবিলে রাখা ভিডিওটেপগুলো দেখিয়ে দিল। ঘাঁটতে শুরু করল কিশোর। দেখাদেখি রবিন আর রোজারও একই কাজ করতে লাগল। তবে মুসা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ঘাঁটাঘাঁটির মধ্যে গেল না।

খানিকক্ষণ ঘেঁটেঘুটে হতাশ ভঙ্গিতে মুখ তুলে আরবার ডিক্সনের দিকে তাকাল কিশোর। 'উঁহু, চলবে না এগুলোতে।' তারপর টেবিলের ওপর দিয়ে ঝুঁকে কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এমন কিছু আছে, যা বাইরের স্টোরগুলোতে পৌঁছায়নি এখনও?'

একটা মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকিয়ে থেকে ভাবল ডিক্সন। আস্তে মাথা ঝাঁকিয়ে হাত ঢোকাল টেবিলের নিচে। একটা ভিডিও ক্যাসেট বের করে তুলে দিল তার হাতে।

'এটা একেবারেই নতুন,' নিচু গলায় বলল ডিক্সন। 'আর কোনখানে পাবে না। সংগ্রহে রাখার মত।'

ক্যাসেটটা হাতে নিয়ে দেখতে লাগল কিশোর। সাদা কাগজে হাতে লেখা ছবির নাম দা ন্যানোটেক প্রজেক্ট। নামটার দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করল সে। তাকাল আবার ডিক্সনের দিকে।

'কি রকম নতুন এটা?' জিজ্ঞেস করল। 'আমি জানতে চাইছি, এটা কি ইদানীংকার?'

'থিয়েটারেই যায়নি এখনও,' ডিক্সন বলল। 'এরচেয়ে নতুন আর কিছু পাবে না।'

'তাই নাকি?' পাশ থেকে জিজ্ঞেস করল রবিন। 'এ ধরনের নতুন ছবি আরও আছে নাকি আপনার কাছে?'

রবিনের দিকে তাকাল ডিক্সন। 'মানে?'

'না,' নিরীহ ভঙ্গিতে জবাব দিল রবিন, 'আমার সংগ্রহে সবচেয়ে নতুন জিনিস রাখতে চাইছি···'

'বেআইনী জিনিসের খোঁজ করছ নাকি?' ধারাল হয়ে উঠল ডিক্সনের কণ্ঠ। দ্রুত দৃষ্টি ঘুরে এল সারা ঘরে। কেউ নজর রাখছে কিনা দেখল যেন।

কিশোরের হাতের টেপটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'কেন, এটা কি বেআইনী?'

রাগ দেখা গেল ডিক্সনের চেহারায়। আচমকা হাত বাড়িয়ে একটানে ক্যাসেটটা কেড়ে নিল কিশোরের হাত থেকে। 'কিসের খোঁজ করছ তোমরা, বুঝতে পারছি না, খোকা,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল সে, 'কিন্তু আমি বেআইনী জিনিসের ব্যবসা করি না। তোমাদের কথাবার্তার ধরনও আমার ভাল লাগছে না। ক্যাসেট আমি বেচব না তোমাদের কাছে।'

'কিছু মনে করবেন না,' কিশোর বলতে গেল, 'আমার বন্ধু···'

'আমি বেচব না, ব্যস,' টেবিলের নিচে আগের জায়গায় আবার ক্যাসেটটা রেখে দিল ডিক্সন। 'যাও এখন। আমার টেবিলের সামনে থেকে সরো।'

করুণ দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন।

তার হাত ধরে টান দিল কিশোর, 'চলো। এখানে আর কিছু করার নেই।'

টেবিলের কাছ থেকে সরে এল ওরা। সঙ্গে চলল রোজার।

'বেশি কথা বলতে গিয়ে সর্বনাশ করলাম,' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল রবিন। 'এ ভাবে কেড়ে নেবে কল্পনাই করিনি। কিন্তু ভয় পেল কেন?'

'ভয়ের কোন কারণ নিশ্চয় আছে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর।

'শিওর পাইরেটেড জিনিস,' মুসা বলল।

'তাই হবে,' ঝাঁজাল কণ্ঠে বলল রবিন। 'রাগিয়ে দেয়ার মত তেমন কিছু তো আমি বলিনি···'

'বাদ দাও। আরি, মিস্টার কারলু না?'

কিশোরের নির্দেশিত দিকে তাকাল রবিন। বেরোনোর দরজার দিকে হেঁটে যাচ্ছে হিরাম কারলু। হাতে একগাদা বই, হাকস্টার রুম থেকে কিনেছে।

'যাব নাকি?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করল রবিন। 'পিছু নেব? দেখব কোনখানে যায়?'

'ঠিক এ কথাটাই ভাবছি আমিও,' জবাব দিল কিশোর।

'আমি আসব?' রোজার জিজ্ঞেস করল। 'তোমাদের কাজ-কারবারে বেশ মজাই তো পাচ্ছি আমি।'

'এসো,' কিশোর বলল। 'কোন বাধা নেই। তবে সাবধান থাকবে, যাতে বুঝে না ফেলে আমরা তার পিছু নিয়েছি।'

দরজা খুলল কারলু। বেরিয়ে গেল অন্য পাশে। দরজাটা লাগিয়ে না দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল কিশোর। তারপর দরজা খুলে সে-ও অন্যপাশে চলে এল। ওপরতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে দেখল কারলুকে।

কিন্তু ওপরে উঠে আর তাকে দেখতে পেল না।

'গেল কোথায়?' ফিসফিস করে বলল রবিন। 'কোন দরজা খুলতেও তো শুনলাম না।'

'বুঝতে পারছি না,' গাল চুলকাল কিশোর। 'চলো দেখি, পরের তলায় উঠে যাই।'

তিনতলায় উঠেও কারলুকে দেখতে পেল না ওরা।

চারতলায় উঠল এরপর।

এখানেও দেখা গেল না কারলুকে।

'বাহ্, গোয়েন্দা না ছাই আমরা,' তিক্তকণ্ঠে বলল কিশোর। 'চার-চারজন লোক; একটা লোকের পিছু নিয়ে হারিয়ে ফেললাম ওকে।'

হঠাৎ ওপর থেকে শব্দ হলো।

মুখ তুলল কিশোর।

ছায়াঢাকা ল্যান্ডিঙে অস্পষ্ট দেখা গেল কারলুকে।

'কে তোমরা?' ধমকে উঠল কারলু। 'আমার পিছু নিয়েছ কেন?'

কারডিগান সোয়েটারের বুকের ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিল সে। বের করে আনল একটা পিস্তল। তাক করে ধরল গোয়েন্দাদের দিকে। ধমক দিয়ে বলল, 'যা জিজ্ঞেস করব, ঠিক ঠিক জবাব দেবে। নইলে বুঝতেই পারছ!'

ছয়

ঢোক গিলল কিশোর। এ রকম একজন বুড়ো মানুষের তুলনায় বড় বেশি স্থির কারলুর পিস্তল ধরা হাতটা। ভাবভঙ্গিতে আন্তরিকতার লেশমাত্র নেই।

'ইয়ে···হালো, মিস্টার কারলু,' কথা খুঁজে পাচ্ছে না সে। 'কাল রাতে পার্টিটা কেমন লাগল?'

আলোয় এসে দাঁড়াল কারলু। ভ্রূকুটি করল। 'হ্যাঁ, চিনেছি তোমাকে। কাল রাতে জানার চেষ্টা করেছিলে, ফিল্ম চুরিতে আমার কোন হাত আছে কিনা।'

'সরি, স্যার,' আড়চোখে পিস্তলটার দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, 'একটু বেশি কথাই বলে ফেলেছি। দয়া করে খারাপ ভাবে নেবেন না।'

'না নিয়ে তো পারছি না,' কর্কশ কণ্ঠে কারলু বলল। 'কে তোমরা? ওরটেগার চুরি যাওয়া ফিল্ম নিয়ে তোমাদের এত আগ্রহ কেন?'

বড় করে দম নিল কিশোর। 'আমরা গোয়েন্দা, মিস্টার কারলু। ফিল্মটা খুঁজে

বের করতে আমাদের নিয়োগ করা হয়েছে সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে।'

'তোমাদের কি ধারণা ফিল্মটা আমি চুরি করেছি?'

'আপনাকে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে,' অস্বীকার করল না কিশোর।

'কারণটা কি?'

'আপনার সঙ্গে ওরটেগার শত্রুতা। আপনি বলছেন আপনার কাহিনী মেরে দিয়েছে তার ছবিতে।'

চোখ উল্টে সিলিঙের দিকে তুলে ফেলল কারলু। 'তারমানে উইলি বলেছে এ সব তোমাদের। ওটাকে নিয়ে আর পারা গেল না। সে-জন্যেই তোমরা আমার পিছে লেগেছ ফিল্মটা কার কাছে নিয়ে গিয়ে আমি বেচে দিই দেখার জন্যে, তাই না?'

'ঠিকই ধরেছেন, স্যার।'

'ভুল করেছ। আমি যাচ্ছি আমার ঘরে, বিশ্রাম নেয়ার জন্যে। বিকেল আর সন্ধ্যায় দু'দুটো প্যানেলে শেডুল আছে আমার। বয়েস হয়েছে, বিশ্রাম না নিলে যোগ দিতে পারব না। আমার ঘুমানোর ব্যাপারে কোন আপত্তি আছে তোমাদের?'

'না, স্যার,' জবাব দিল রবিন।

'পিস্তলটা নামানোর ব্যাপারেও নিশ্চয় কোন আপত্তি নেই আপনার?' রসিকতা করে হাসার চেষ্টা করল কিশোর। 'আগ্নেয়াস্ত্র দেখলে ভীষণ ভয় লাগে আমার।'

'ও, এটা,' পিস্তলটার দিকে তাকাল কারলু। 'ভয় পেয়েছ, না?'

কিশোরের দিকে তাক করে ট্রিগার টিপে দিল সে। চিৎকার দিয়ে সরে গেল কিশোর। কিন্তু গুলি বেরোল না। পিস্তলের নল থেকে বেরোল শুধু একটা কমলা নিশান, তাতে লেখা: জ্যাপ! ইউ আর স্টার ডাস্ট!

'আমার নাতির জন্যে কিনলাম,' হেসে বলল কারলু। 'ভাল, তাই না?'

দম আটকে ফেলেছিল মুসা। আস্তে করে ছেড়ে দিয়ে বলল, 'আরেকটা জ্যাপ গান। কনে দেখা যাচ্ছে ছড়াছড়ি এগুলোর চেনাই যাচ্ছিল না। একেবারে আসলের মত।'

'ভাগ্যিস,' কিশোর বলল, 'এটার মধ্যে আসল পিস্তল লুকানো নেই।'

'যাই হোক, আমাকে এখন মাপ করতে হবে,' কারলু বলল। 'আমি আমার রুমে যাচ্ছি। বিশ্রাম নিয়ে বেরিয়ে তারপর দেখা করব উইলির সঙ্গে। ওর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করেই ছাড়ব আজ।'

একটা দরজা দিয়ে ঢুকে গেল কারলু। তাকিয়ে রইল সেদিকে কিশোর।

'কি বুঝলে?' জিজ্ঞেস করল রবিন 'কারলুর আচরণ দেখে মনে হয় ওরটেগার ফিল্ম চুরি করেছে?'

'কি করে বলি?' ভুরু নাচাল কিশোর। 'ধরা পড়ার আগে বেশির ভাগ অপরাধীকেই দেখে মনে হয় না সে অপরাধী

'তা বটে। তা ছাড়া কারলু একবারও বলেনি যে সে ফিল্মটা চুরি করেনি। চুরি করার পক্ষে সবচেয়ে বড় মোটিভ তারই রয়েছে।'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'কথা হলো, আর কাকে কাকে সন্দেহ করা যায়? ভিডিওটেপওলা ডিক্সনও এতে জড়িত নেই তো? ফিল্মটা কারলু চুরি করে নিয়ে গেছে, বুটলেগ কপি করতে তাকে সাহায্য করছে ডিক্সন, হতে পারে না এ রকম?'

'তা তো পারেই,' রবিন বলল। 'রোজার, তোমার কি মনে হয়, ডিক্সনের ব্যাপারে?'

এতক্ষণ ওর দিকে তাকায়নি কেউ, এখন তাকিয়ে দেখল মোমের মত হয়ে গেছে রোজারের মুখ। অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে গোয়েন্দাদের দিকে।

'রোজ রোজ এই কাণ্ডই করো নাকি তোমরা?' কিশোররা তাকাতেই জিজ্ঞেস করল সে। 'এ ভাবে পিস্তলধারী ক্রিমিন্যালদের মুখোমুখি হও? ওটা সত্যিকারের পিস্তল হলে এতক্ষণে মেঝেতে পড়ে থাকতে রক্তাক্ত দেহে।'

'না,' ওকে আশ্বস্ত করতে চাইল কিশোর, 'রোজ রোজ কি আর পিস্তলধারীদের সামনে পড়ি নাকি। তবে পড়ি মাঝেমধ্যে। সেগুলোর বেশির ভাগই আসল।'

'দারুণ! দারুণ!' কপালের ঘাম মুছল রোজার। 'তোমাদের সঙ্গে থাকাটা তো এখন রীতিমত বিপজ্জনক দেখতে পাচ্ছি।'

'তাহলে কি ভয় পেয়ে সরে যাবে?' হাসল কিশোর। 'সম্মেলনটা আমাদের ঘুরে ঘুরে দেখালে খুশি হতাম।'

ঘড়ি দেখল রোজার। 'দশ মিনিটের মধ্যে আমার চাচার একটা অনুষ্ঠান আছে। যাবে দেখতে?'

'কি অনুষ্ঠান?' জানতে চাইল রবিন।

'কম্পিউটার সাইন্স। যাবে?'

ভ্রূকুটি করল কিশোর। 'আমি ভাবছিলাম, কারলুর ঘরে ঢুকব। চোরাই ফিল্মের রিলগুলো আছে কিনা দেখতে।'

'কিন্তু সে তো এখন ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছে,' মনে করিয়ে দিল রবিন। 'তারচেয়ে চলো রোজারের চাচার অনুষ্ঠানটাই দেখে আসি। ভাল লেগেও যেতে পারে।'

কম্পিউটারের ওপর যে কোন ধরনের অনুষ্ঠান দেখতে আপত্তি নেই কিশোরের। মুসারও না। সুতরাং নিচতলার একটা কনফারেন্স রুমে এসে ঢুকল ওরা।

নিরাশ হতে হলো না ওদের। কম্পিউটার গ্রাফিক্সের ওপর নিজের আবিষ্কৃত এমন চমৎকার সব জিনিস দেখিয়ে দিলেন মিস্টার অরওয়েল, মুগ্ধ না হয়ে পারল না তিন গোয়েন্দা।

'কম্পিউটার আর ইলেকট্রনিক্সের জাদুকর তিনি,' মন্তব্য করল মুসা।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'আসলেই তাই,' রোজার বলল। 'ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি চাচাকে, সর্বক্ষণ কিছু না কিছু বানানো নিয়ে মেতে থেকেছে। একটা রোবট বানিয়েছে, যেটা বাড়িতে তার চাকরের কাজ করে। খবরের কাগজ পর্যন্ত এনে দিতে পারে।'

অনুষ্ঠান শেষে কনভেনশন রুম থেকে বেরিয়ে এল ওরা। হলওয়েতে তখন বিকেলের ভিড়। ক্রমেই বাড়ছে। ভক্তরা এসে হাজির হচ্ছে নানা রকম বিচিত্র কস্টিউম পরে।

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'দুপুর তো শেষ। লাঞ্চ করব কখন?'

'এখনই করা যেতে পারে। মোটেলের কফি শপটা ওদিকে,' রোজার বলল। 'এসো আমার সঙ্গে।'

বেশ বড় কফি শপ। দুই তৃতীয়াংশ ভরে আছে। বার্গার আর কোকের অর্ডার দিল কিশোর।

খাওয়া শেষ করে আবার লবিতে ফিরে চলল ওরা।

হাঁটতে হাঁটতে রোজার জিজ্ঞেস করল, 'এখন কোথায় যেতে চাও?'

এক মুহূর্ত ভাবল কিশোর। 'ডিক্সনের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়া যেতে পারে। সে এখন সন্দেহভাজনদের তালিকায়। ডিক্সন ঘরে না থাকলে, ঘরে ঢুকে দেখতে পারি চোরাই ফিল্মটা আছে কিনা।'

'বাপরে! না বাবা,' দু'হাত নেড়ে বলল রোজার, 'চুরি করে অন্যের ঘরে ঢোকার মধ্যে আমি নেই। ওসব কাজ করিনি কখনও। তারচেয়ে বরং হ্যারি প্যাটারসনের শো দেখে আসি চলো। এতক্ষণে শুরু হয়ে গেছে নিশ্চয়।'

'আমার আপত্তি নেই,' জবাব দিল কিশোর।

পার্কিং লটে বেরিয়ে সবুজ তাঁবুটার দিকে এগোল ওরা।

জমিয়ে ফেলেছে প্যাটারসন। নানা রকম স্টান্টবাজির খেলা দেখাচ্ছে। সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলো হোভারকারের খেলা। সত্যিই মুগ্ধ করার মত।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল মুসা। খাতির করে ফেলল প্যাটারসনের সঙ্গে। এতটাই খাতির, তাকে হোভারকারে বসতে পর্যন্ত দিল প্যাটারসন। চালাতে দিল।

হাসিতে একগাল দাঁত বের করে ফিরে এল মুসা। জানাল তার সাংঘাতিক অভিজ্ঞতার কথা।

শো শেষ হলো। কমে যেতে লাগল ভিড়। বহুক্ষণ শো করে ক্লান্ত প্যাটারসন ধীরপায়ে ফিরে চলল মোটেলে।

গোয়েন্দারাও আবার মোটেলেই ঢুকবে, তাই ওরাও সেদিকে এগোল।

হঠাৎ ইঞ্জিনের শব্দ কানে আসতে থমকে দাঁড়াল মুসা। ফিরে তাকিয়ে হাঁ হয়ে গেল। চোখ বড় বড় করে দেখল, খানিক আগে যে হোভারকারটাতে চড়েছিল সে, সেটা স্টার্ট নিয়ে শূন্যে উঠে পড়েছে এমন কাণ্ড করছে, যেন ওটার মগজ আছে। বাতাসে একটা দুলুনি দিয়ে আচমকা ছুটে আসতে শুরু করল।

ইঞ্জিনের শব্দ অনেক পরে প্যাটারসনের কানে গেছে। ঘুরে দাঁড়াল। নিজের

চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না।

মুসাও পারছে না। অবাক হয়ে গেছে রোজার আর রবিন। কুঁচকে গেছে কিশোরের ভুরু।

তীব্র গতিতে হোভারকারটা ছুটে যাচ্ছে প্যাটারসনকে লক্ষ্য করে।

সাত

'মিস্টার প্যাটারসন!' চিৎকার করে উঠল মুসা। 'সরুন! সরে যান!'

সরল না প্যাটারসন। বোকা হয়ে তাকিয়ে আছে হোভারকারটার দিকে। যেন মগজ কাজ করছে না ওর।

আর দেরি করলে সর্বনাশ যা ঘটার ঘটে যাবে। দৌড়ে গিয়ে ডাইভ দিল মুসা। প্যাটারসনকে নিয়ে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল হোভারকারটা। ধাক্কা খেল গিয়ে মোটেলের দেয়ালে। সামনের রবারের বাম্পারটা খুলে গিয়ে খসে মাটিতে পড়ল। ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে ওটার পর পরই পড়ল গাড়িটা।

উঠে বসল মুসা।

মৃগী রোগীর মত কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসল প্যাটারসনও। 'কি হয়েছিল?' যেন মনে করতে পারছে না। কিংবা মাটিতে পড়ে মাথায় বাড়ি খেয়ে জ্ঞান হারিয়েছিল কয়েক সেকেন্ডের জন্যে।

'গেছিলেন আরেকটু হলেই,' কিশোর বলল।

প্যাটারসনকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল ওরা।

মাটিতে পড়ে থাকা হোভারকারটার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল প্যাটারসন, 'ওহ্, নো!'

দৌড়ে গেল সে। নিচু হয়ে পরীক্ষা করতে লাগল। গোয়েন্দারা পাশে এসে দাঁড়ালে বিড়বিড় করে বলল, 'নষ্ট হয়নি। কিন্তু চালু হলো কি করে এ ভাবে?'

'সেটা আপনিই ভাল বলতে পারবেন,' মুসা বলল। 'চালু হওয়ার সময় আশেপাশে কেউ ছিল না। চালু হয়েই সোজা ছুটে এল আপনার দিকে।'

'রিমোট কন্ট্রোলে চালানো যায় নাকি?' জানতে চাইল কিশোর। 'তাহলে দূর থেকে কেউ চালু করে আপনার দিকে চালিয়ে দিয়েছে।'

'না,' হোভারকারের সামনের দিকের একটা খুপরির ঢাকনা খুলল প্যাটারসন। ভেতরে ইঞ্জিন দেখা যাচ্ছে। সেটা পরীক্ষা করতে করতে বলল সে, 'একমাত্র ভেতরে বসে ভেতর থেকেই চালানো যায়। যন্ত্রপাতির মধ্যে কিছু একটা কারসাজি করে রাখা হয়েছিল হয়তো।'

ভালমত দেখেদেখে বলল আবার, 'কই, অস্বাভাবিক কিছু তো দেখছি না।' ঢাকনাটা লাগিয়ে দিল আবার। 'থাক এখন, পরে আরও খুঁটিয়ে দেখব। এখন

আর পারছি না। ভীষণ কাহিল লাগছে।'

সীটে বসে ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে আগের জায়গায় রেখে এল আবার গাড়িটা। গোয়েন্দাদের কাছে ফিরে এসে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে, আমাকে বাঁচানোর জন্যে। ক্লান্তিতে আর খিদেয় হাত-পা কাঁপছে আমার। পরে কথা বলব। চলি?'

ঘাড় কাত করল কিশোর। 'মিস্টার প্যাটারসন, মনে হচ্ছে মিস্টার ওরটেগার মত আপনাকেও কেউ খুন করতে চেয়েছিল।'

'কি জানি!' প্রায় টলতে টলতে মোটেলে গিয়ে ঢুকল প্যাটারসন।

প্যাটারসন অদৃশ্য হয়ে যেতেই বন্ধুদের দিকে ফিরে তাকাল কিশোর, 'শুধু চোর নয়, সাংঘাতিক এক খুনীও ঘুরে বেড়াচ্ছে আমাদের আশেপাশে। কাল রাতে ওরটেগাকে খুন করতে চাইল, এলিভেটরের দরজা দিয়ে ফেলে তোমাকে খুন করতে চাইল,' রবিনকে বলল সে, 'তারপর এখন প্যাটারসনকে।'

'কিন্তু কাজটা কার?' মুসার প্রশ্ন। 'কাকে সন্দেহ করব আমরা?'

'এমন কেউ, ওরটেগার পুরো দলটার ওপরই যার আক্রোশ আছে,' জবাব দিল কিশোর। 'ওরটেগাকে মারতে চেয়েছে, তারপর তার স্পেশাল ইফেক্ট ডিরেক্টর প্যাটারসনকে।' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল, 'এরপর কার ওপর হামলা চালাবে? অভিনেতাদের ওপর?'

'রবিনকে মারতে চাইল কেন? সে তো আর ওরটেগার দলের লোক নয়।'

'শুধু রবিনকে না, তোমাকে কিংবা আমাকেও ছাড়বে না সুযোগ পেলে। আমাদের ওপর রাগ, আমরা তদন্ত করছি বলে।'

'আর আমি যতক্ষণ তোমাদের সঙ্গে থাকব,' রোজার বলল, 'আমার ওপরও রাগ থাকবে।'

'তা তো থাকবেই,' কিশোর বলল। 'ইচ্ছে করলে তুমি সরে যেতে পারো আমাদের কাছ থেকে।'

মুখে যতই বলুক, সরার কোন লক্ষণ দেখা গেল না রোজারের মাঝে।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। 'এখন ভেবে দেখা যাক, সন্দেহভাজন ক'জন আছে আমাদের তালিকায়। কার কার মোটিভ আছে?'

'আমার তো এখন সবচেয়ে বেশি সন্দেহ হচ্ছে আরবার ডিক্সনকে,' রবিন বলল। 'সাইন্স ফিকশন ছবির চোরাই ভিডিওটেপ বিক্রি করে। ওরটেগার ছবিটার বুটলেগ কপি তৈরি করতে পারলে হুড়মুড় করে বিক্রি হবে, কারণ ছবিটা এখনও মুক্তি পায়নি।'

'ফিল্ম চুরির কারণটা নাহয় এ যুক্তি দিয়ে বোঝানো গেল,' কিশোর বলল, 'কিন্তু খুন করতে চাইবে কেন?'

জবাব দিতে না পেরে চুপ হয়ে গেল রবিন।

'হিরাম কারলুর মোটিভ বেশি,' মুসা বলল। 'তার কাহিনী চুরি করে তাকে ঠকিয়েছে বলে ওরটেগার ওপর আক্রোশ রয়েছে তার।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল কিশোর, 'ওরটেগা তাকে ঠকিয়েছে, কিন্তু প্যাটারসন তো আর কিছু করেনি। তাকে খুন করতে চায় কেন?'

'চায়, তার কারণ প্যাটারসনও একজন পরিচালক,' জবাব দিল রবিন। 'হোক না শুধু স্পেশাল ইফেক্টের। তার অবদানও কম নয়। তাকে বাদ দিয়ে ছবি বানাতে পারবে না ওরটেগা।'

'হুঁম্, তা ঠিক,' মাথা দোলাল কিশোর। 'তারমানে সন্দেহভাজনদের তালিকা থেকে এখনই বাদ দেয়া যাচ্ছে না কারলুকে।'

মোটেলের দরজার দিকে এগোল ওরা। বড় একটা বাক্স হাতে ডিক্সনকে বেরিয়ে আসতে দেখে থেমে গেল। ভিডিওক্যাসেটের বাক্স, বুঝতে অসুবিধে হলো না কিশোরের। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল সে।

'এক্সকিউজ মী, মিস্টার ডিক্সন,' অনুরোধের সুরে বলল সে, 'আপনার সঙ্গে একটা মিনিট কথা বলা যাবে?'

'না,' রুক্ষস্বরে মানা করে দিল ডিক্সন। 'তোমাদের সঙ্গে আমার কোন কথা নেই।'

'অকারণে আমাদের ওপর রাগ করছেন, মিস্টার ডিক্সন। সত্যি কথাটা শুনলে হয়তো রাগ পড়বে আপনার। আমরা গোয়েন্দা। মিস্টার ওরটেগার চুরি যাওয়া ফিল্মটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি।'

'সে-জন্যেই আমার কাছে গিয়েছিলে, তাই না?' আরও রেগে গেল ডিক্সন। 'চুরি করে আমি ওটার বুটলেগ কপি বানিয়ে বিক্রি করছি কিনা দেখতে গেছ। ভেবেছ আমি কিছু বুঝি না! ভাগো এখন···তোমাদের সঙ্গে কোন কথা নেই আমার!'

আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে হাঁটতে লাগল ডিক্সন। একটা ভ্যানের দরজা খুলে বাক্সটা ফেলল ভেতরে। একটিবারের জন্যেও গোয়েন্দাদের দিকে না তাকিয়ে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে গেল পার্কিং লট থেকে।

'ওর ওপর নজর রাখা দরকার আমাদের,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'ফিল্মটা ও চুরি করে থাকলে কাছাকাছিই কোথাও রেখেছে।'

'এখনই বাক্সটাতে ভরে নিয়ে যায়নি তো?' রবিনের প্রশ্ন।

'উঁহু,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'এ ভাবে দিনের আলোয় সরানোর ঝুঁকি নেবে না। পুলিশের চরের চোখ রাখার ভয়ে।'

'তাহলে ওর ঘরে তল্লাশি চালানোর এটাই সবচেয়ে বড় সুযোগ,' মুসা বলল। 'ও নেই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরবে বলেও মনে হয় না। ততক্ষণে সহজেই কাজটা সেরে ফেলতে পারব আমরা।'

থাকব না থাকব না করলেও কোনমতেই গোয়েন্দাগিরির কৌতূহল দমন করতে পারল না রোজার। তিন গোয়েন্দার সঙ্গে সঙ্গেই রইল সে। ডিক্সন কোন্ ঘরটাতে উঠেছে, মোটেলের ডেস্ক ক্লার্কের সঙ্গে কথা বলে সেটাও জেনে নিল।

ছুরির সাহায্যে তালা খুলে ডিক্সনের ঘরে ঢুকল ওরা। প্রচুর ভিডিওটেপের

ক্যাসেট দেখল ঘরে। ওরটেগার নতুন ছবির বুটলেগ কপি নয় কোনটাই।

সারা ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজল ওরা।

পাওয়া গেল না ফিল্মটা।

'শজারুর কস্টিউমটা নেই,' মুসা বলল। 'স্পেস সুটটাও নেই। কিংবা সবুজ মেডালিয়ন।'

'হ্যাঁ, এখানে আর কিছু করার নেই আমাদের,' কিশোর বলল। 'চলো, বেরিয়ে যাই।'

আট

হলওয়েতে দেখা হয়ে গেল মারলা ওয়েইনের সঙ্গে। দ্রুতপায়ে হেঁটে যাচ্ছিল মারলা, ওদের দেখে থেমে গেল। কাছে এগিয়ে এল। উত্তেজিত মনে হচ্ছে। 'খবর শুনেছ?'

'কি খবর?' জানতে চাইল কিশোর।

'হলিউড থেকে এইমাত্র খবর এল,' মারলা বলল, 'ট্র্যাভেল ইনটু দা স্পেস ছবিটার মাস্টার নেগেটিভটাও চুরি হয়ে গেছে।'

পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল তিন গোয়েন্দা। রোজারও হতবাক।

'সব আশা যখন ছেড়ে দিয়েছিলাম, ওরটেগা আমাদের বিরুদ্ধে নালিশ করে মহা ঝামেলায় ফেলে দেবে ভাবছিলাম, ঠিক তখনই আমাদের অবাক করে দিয়ে মিস্টার ওরটেগা জানালেন, আজ রাতে প্যানেলে যোগ দেবেন তিনি। লেখকদের সম্মেলনে বক্তৃতা দেবেন।' গুঙিয়ে উঠল মারলা, 'কিন্তু আবার ঘটে গেল অঘটন। কুফা লেগেছে এবার আমাদের সম্মেলনে। এ খবর শুনলে কি যে করবেন তিনি খোদাই জানে!'

'ও, তিনি এখনও জানেন না?' ভুরু কুঁচকাল কিশোর।

'না,' নাকের ওপর চশমা ঠেলে দিল মারলা। 'কোন ফোন কলই এখন ধরবেন না, জানিয়ে দিয়েছেন আমাদের। কাজেই স্টুডিও খবরটা কনভেনশন কমিটিকে জানিয়ে অনুরোধ করেছে তাঁকে জানিয়ে দেয়ার জন্যে। ফোনটা আমিই ধরেছিলাম। এখন তাঁকে জানাতে যাচ্ছি।'

হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চোখ। 'আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না! তাঁকে আমি এখন জানাব না খবরটা।'

'জানাবেন না মানে?' বুঝতে পারল না কিশোর।

'না, জানাব না,' উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মারলার চেহারা। 'খবরটা আগামী কাল পর্যন্ত চেপে রাখব। তাতে ভালয় ভালয় আজকের রাতের অনুষ্ঠানটা শেষ হয়ে যাবে।'

'কিন্তু কাল শুনলে তো আরও বেশি রেগে যাবেন তিনি,' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'দ্বিগুণ খেপে যাবেন আপনার ওপর।'

'না, খেপবে না,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল মারলা। 'কারণ, ততক্ষণে তোমরা ধরে ফেলবে চোরটাকে।'

অবাক হয়ে মারলার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। 'বলেন কি? কি করে ধরব?'

'সেটা তোমরা জানো। আমি বলতে চাইছি, কালকের মধ্যে চোরটাকে ধরতে হবে তোমাদের। সকালের মধ্যে যদি পারো, তাহলে আরও ভাল।'

'বড় বেশি নির্ভর করে ফেলছেন। যদি না পারি?'

'পারবে,' হাসিমুখে বলল মারলা। 'তোমাদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর করেছি আমি। বহু চোর-ডাকাতকে পাকড়াও করেছ তোমরা, যাদের টিকির নাগালও করতে পারেনি পুলিশ। সুতরাং, কালকের মধ্যে চোরটাকে ধরে ফেলছ তোমরা, ঠিক আছে?'

'দেখি,' আনমনা হয়ে বলল কিশোর, 'আমাদের যথাসাধ্য আমরা চেষ্টা করব।'

রাতে অনুষ্ঠান হলো ঠিকই, কিন্তু অঘটন এড়ানো গেল না। ওরটেগা বক্তৃতা দিতে ওঠার শুরু থেকেই খোঁচা মারা কথা বলতে থাকল কারলু। শেষমেষ এতটাই রেগে গেলেন ওরটেগা, গলা টিপে ধরতে গেলেন কারলুর। বেধে গেল হাতাহাতি। বহু কষ্টে ছোটানো হলো ওদের।

ওরটেগাকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেয়া হলো চেয়ারে।

ফুঁসছেন তিনি, আর নেকড়ের দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছেন কারলুর দিকে, এই সময় ঘটল দ্বিতীয় অঘটন।

আচমকা বজ্রপাতের শব্দের মত শব্দে ভরে গেল ঘর। মুখ তুলে তাকাল কিশোর। তার মনে হলো ছাতে লাগানো লাউডস্পীকার থেকে এসেছে শব্দটা। বজ্রপাতের শব্দ মিলাতে না মিলাতেই ভেসে এল ভারী কণ্ঠের ঘোষণা: ওরটেগা, তোমার সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করো! শেষ দিন এসে গেছে তোমার!

কড়াৎ করে বাজ পড়ল আবার। ছাতের কাছ থেকে বর্শার মত ছুটে এল একটা তীব্র বিদ্যুতের শিখা।

বিদ্যুতের মতই তীব্র গতিতে ঝাঁপ দিয়ে ফেলেছে ততক্ষণে মুসা। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল চেয়ার সহ ওরটেগাকে। শিখাটা অল্পের জন্যে ভালমত লাগল না তার শরীরে। শার্টের একটা হাতা ছুঁয়ে চলে গেল কেবল। মুহূর্তে আগুন ধরে গেল কাপড়ে। ওরটেগার গায়ে লাগলে কি পরিণতি ঘটত, বুঝতে অসুবিধে হলো না কারও।

লাফ দিয়ে উঠে এল কিশোর আর রবিন। থাবা দিয়ে দিয়ে নিভিয়ে ফেলল মুসার শার্টের আগুন। সামান্য ছ্যাঁকা লাগা ছাড়া জখম গুরুতর হলো না মুসার।

হট্টগোল শুরু হয়ে গেছে ততক্ষণে। ছাতের দিকে তাকিয়ে যন্ত্রটা দেখতে

পেল কিশোর। কালো একটা বাক্স ঝুলে রয়েছে। সরু সরু তার বেরিয়ে চলে গেছে ওটা থেকে, ঢুকেছে গিয়ে ঝাড়বাতির মধ্যে। তারমানে বৈদ্যুতিক সংযোগটা দেয়া হয়েছে ঝাড়বাতির লাইনের সঙ্গেই।

'কি ওটা?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'কোনও ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্র,' নিচু স্বরে জবাব দিল কিশোর। প্রায় একই ধরনের আরেকটা যন্ত্র আবিষ্কার করল সে ওরটেগার চেয়ারের তলায়। ততক্ষণে ওরটেগাকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে তার বডিগার্ডেরা। লেখকরাও সবাই বেরিয়ে গেছে। ঘরে যারা আছে, তাদের বেশির ভাগই ভক্ত শ্রোতা। তবে তাদের সংখ্যাও কম। দুর্ঘটনার ভয়ে কেউ থাকতে চাইছে না। দরজার কাছে হুড়োহুড়ি করছে সবাই।

'বলতে ইচ্ছে করছে না, তবু···' বলতে বলতে থেমে গেল রবিন।

রবিনের দৃষ্টি অনুসরণ করে রোজারের চাচা ম্যাক্স অরওয়েলের দিকে তাকাল কিশোর। তিনিও যোগ দিয়েছিলেন অনুষ্ঠানে। বেরোননি এখনও। 'তুমি বলতে চাইছ তাঁর কাজ? কিন্তু ওরটেগাকে খুন করতে চাইবেন কেন তিনি? কিংবা হ্যারি প্যাটারসনকে? তা ছাড়া, ফিল্মটাই বা চুরি করবেন কেন?'

'ভদ্রলোককে শুরু থেকেই রহস্যময় মনে হয়েছে আমার কাছে,' রবিন বলল। 'আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে আমাদের, তিনি ইলেকট্রনিক্সের জাদুকর। চাকরের কাজ করানোর জন্যে রোবট বানিয়েছেন। এ ধরনের যন্ত্র বানানোর দক্ষতা তাঁর আছে। কিংবা হোভারকারের ইঞ্জিনে টাইমার লাগিয়ে কারসাজি করে রাখার।'

চট করে রোজারের দিকে তাকাল কিশোর। ওরা যে কথা বলছে, শুনতে পাচ্ছে না রোজার। খানিক দূরে মুসার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর লোক চলে এসেছে। আরও দুর্ঘটনার ভয়ে ঘরের সবাইকে বের করে দিতে লাগল ওরা।

দরজার দিকে হাঁটতে হাঁটতে কিশোরের কানে কানে বলল রবিন, 'মিস্টার অরওয়েলের ওপর নজর রাখতে হবে।

'হ্যাঁ,' কিশোর বলল। 'কিন্তু নজর রাখার জন্যে মোটেলে রাতে থাকা দরকার। থাকব কোথায়?'

'মারলাকে বললে সে ব্যবস্থা করে দিতে পারবে।'

কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া গেল না মারলাকে। জানা গেল, জরুরী মীটিঙে বসেছে সদস্যদের সঙ্গে। এখন কথা বলা সম্ভব না।

তবে সমস্যার সমাধান করে দিল রোজার।

'শোনো,' সে বলল, 'উইকএন্ডের জন্যে মোটেলে একটা রুম বুক করেছি আমি, যাতে কনভেনশনটা ভালমত উপভোগ করতে পারি আমি। মেঝেতে থাকতে রাজি হও যদি, রাত কাটানোর কোন অসুবিধে হবে না। কি, রাজি?'

মেঝেতে থাকতে কষ্ট হবে। কিন্তু জায়গাই পাচ্ছিল না, তবু তো একটা

উপায় হলো। রাজি হয়ে গেল কিশোর।

বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দিল তিন গোয়েন্দা, রাতে বাড়ি ফিরছে না।

বাড়ি ফেরার তাড়া নেই। কস্টিউম শো-তে চলল ওরা। সি সি সি। যেটাকে উপলক্ষ করে মুসার এখানে আসা। এবং জটিল এক রহস্যের ফাঁদে পা দেয়া। আর সেই রহস্যকে উপলক্ষ করে ক্রমাগত জীবন-সংশয় ঘটতে থাকা।

দুই ঘণ্টা পর ফেরার পথে হেসে মুসাকে বলল রবিন, 'তোমার জন্যে দুঃখই হচ্ছে আমার। কস্মিক কস্টিউম কনটেস্টে জিততে পারলে না।'

মুখ গোমড়া করে রইল মুসা।

কিশোর বলল, 'জিতেই গেছিল, ওই ফ্লাইং সসারের ক্যাপ্টেন সাজা লোকটার সঙ্গে ধাক্কাটা না লাগলেই হত।'

'দোষটা আমার ছিল না,' তিক্তকণ্ঠে বলল মুসা। 'ওই ব্যাটাই জিততে পারবে না বুঝে ফাউল করে দিল। আর বিচারকটাও কানা। সে দেখল না যে দোষটা আমার ছিল না?'

রোজারের ঘরে পৌঁছে দেখা গেল, আগেই সেখানে ঢুকে বসে আছেন আংকেল অরওয়েল। ছোট ডেস্কটাতে বসে মনোযোগ দিয়ে কিছু কাগজপত্র আর বই ঘাঁটাঘাঁটি করছেন। ছেলেদের ঢোকার শব্দ শুনে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন।

তিনি এখানেই ঘুমান, আগেই জানিয়েছে রোজার। হুট করে চলে এসেছেন, রুম বুক করা হয়নি, ঘর না পেয়ে এখন ভাতিজার বিছানার অর্ধেকটা দখল করেছেন।

'এক্সকিউজ মী, প্রফেসর অরওয়েল,' তাঁকে এখানে দেখে খুশিই হলো কিশোর, 'আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?'

'আমি জরুরী কাজ করছি,' অরওয়েল বললেন। 'অন্য কোন সময়...'

'মিনিটখানেকের বেশি লাগবে না,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। কনফারেন্স রুমের কালো বাক্সটার কথা বলে জিজ্ঞেস করল, 'ওই বিদ্যুৎ-শিখা কি ভাবে তৈরি করা হলো, আপনি আমাদের বলতে পারবেন?'

আগ্রহ ঝিলিক দিয়ে উঠল প্রফেসর অরওয়েলের চোখে। 'ভেতরে কি কি দিয়েছে দেখিনি, তবে আন্দাজ করতে পারছি।' বিদ্যুতের ওপর রীতিমত একটা লেকচার দিতে শুরু করলেন তিনি।

ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করল কিশোর। প্রফেসরের লেকচার শেষ হলে জিজ্ঞেস করল, 'ওরকম একটা যন্ত্র কি বানাতে পারবেন আপনি?'

'না পারার কিছু নেই,' প্রফেসর বললেন। 'ইউনিভার্সিটির ল্যাবরেটরিতে যন্ত্রাংশগুলো সবই পাওয়া যাবে। কেন?'

'এমনি। কৌতূহল,' জবাব দিল কিশোর। 'ভাবলাম যে যন্ত্রটা তাঁকে আরেকটু হলেই খুন করে ফেলছিল, সেটা সম্পর্কে জানার আগ্রহ হবে মারলিন ওরটেগার।'

'তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়েছ নাকি?'

'না, এখনও পাইনি। তবে চেষ্টা করব। আপনি পেয়েছেন?'

'না,' মাথা নাড়লেন প্রফেসর। 'পেয়ে যেতাম, অঘটনগুলো ঘটতে না থাকলে। তবে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবেই। সে-সময় অবশ্যই আমার সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী হবেন মিস্টার ওরটেগা।'

প্রশ্নটা শেষ পর্যন্ত করেই ফেলল কিশোর, 'আসলে কি ব্যাপারে কথা বলতে চান তাঁর সঙ্গে?'

'সেটা বলা যাবে না। ব্যক্তিগত।'

নিজের কাজে মন দিলেন আবার প্রফেসর।

দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর। নীরবে মাথা ঝাঁকাল একবার। গভীর ভাবনা চলেছে তার মগজে, বুঝতে পারল রবিন আর মুসা। তবে ভাবনাটা কি, সামান্যতমও আঁচ করতে পারল না দু'জনের কেউ।

নয়

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতে গুঙিয়ে উঠল রবিন। রোজারের টুইন বেডের পায়ের কাছে চাদর বিছিয়ে শুয়েছিল সে। বিছানা আর দেঁয়ালের মাঝের সামান্য চিলতে জায়গাটুকুতে শুয়েছে কিশোর। খাট আর দরজার মাঝে খালি মেঝেতে মুসা। রোজার ওদেরকে ওপরে থাকতে বলেছিল, কিন্তু আংকেল অরওয়েলের সঙ্গে বিছানা ভাগাভাগি করতে কেউ রাজি হয়নি। চাচার সঙ্গে ভাতিজাকে দিয়ে বরং স্বস্তি পেয়েছে ওরা।

উঠে বসতেই রোজারের সঙ্গে চোখাচোখি হলো রবিনের। 'সাইন্স ফিকশন ফ্যানেরা কনভেনশনে এলে এই কাণ্ডই করে নাকি?'

আস্তে করে উঠে বসল রোজার। হাই তুলতে তুলতে বলল, 'তা ছাড়া আর উপায় কি? একনাগাড়ে বাহাত্তর ঘণ্টা তো আর কেউ না ঘুমিয়ে থাকতে পারে না। যে হারে ভিড় জমায়, মেঝেতে ছাড়া জায়গা পাবে কোথায়?'

উঠে দাঁড়াল কিশোর। হাত টানটান করে আড়মোড়া ভাঙতে লাগল।

'তোমার কি খবর?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'অর্ধেক রাত ছাতের দিকে তাকিয়ে থেকেছি, বাকি অর্ধেক ঘড়ির দিকে। সকালের অপেক্ষায়।'

তবে মুসা ভালই ঘুমিয়েছে। উঠে বসে হাই তুলতে তুলতে প্রথম কথাটাই বলল, 'নাস্তা খেয়ে নিইগে চলো আগে। দেরি করলে শেষে সব খেয়ে ফতুর করে দিয়ে যাবে কন ভক্তরা।'

ঘরের কোনখানে প্রফেসর অরওয়েলকে দেখা গেল না। বাথরুমের দরজাও খোলা। রবিন জিজ্ঞেস করল, 'রোজার, তোমার চাচা গেলেন কোথায়?'

'ভোরে উঠেই বেরিয়ে গেছে। কেন, দেখনি?'

'আশ্চর্য! তারমানে সত্যি আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

ঘণ্টাখানেক পর। শাওয়ার আর নাস্তা সেরে রোজার চলে গেল একটা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। তিন গোয়েন্দা চলল চোরের খোঁজে। মারলা বলেছে, সকালের মধ্যে চোরটাকে ধরে দিতে। রাতটা তো কিছুই করতে পারল না, মেঝেতে কাটানোই সার হলো। এখন যদি কিছু করা যায়।

কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে চোরের খোঁজ?

প্রথমেই হাকস্টার রুমে ঢুকল ওরা। এক জায়গায় খেলনা পিস্তল বিক্রি হতে দেখল, যে ধরনের জিনিসের মধ্যে আসল পিস্তল ভরে গুলি করা হয়েছিল মারলিন ওরটেগাকে। বিক্রেতার সঙ্গে কথা বলল কিশোর। কি ভাবে খেলনার মধ্যে পিস্তল ভরে দেয়া হয়েছে, কিছুই বলতে পারল না লোকটা।

ঘুরে ঘুরে নানা জায়গায় খোঁজ নিতে নিতে হতাশ হয়ে পড়ল ওরা। নতুন কোন সূত্র কিংবা তথ্য, কিছুই জানতে পারল না।

ছোট একটা ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দরজার ছোট্ট জানালা দিয়ে ভেতরে আলোর ঝিলিক চোখে পড়ল রবিনের। রহস্যময় মনে হলো তার কাছে। কৌতূহলী হয়ে দরজাটার কাছে এসে ভেতরে উঁকি দিল।

অবাক হয়ে গেল। ফিরে এসে ফিসফিস করে জানাল, 'ভেতরে বসে আছেন প্রফেসর ম্যাক্স অরওয়েল। ওরটেগার সঙ্গে।'

'খাইছে! তাই নাকি?' মুসা বলল।

'কথা তাহলে শেষ পর্যন্ত বলেই ছাড়ল ওরটেগার সঙ্গে।' জানালাটার কাছে এসে উঁকি দিল কিশোর।

'দু'জনকে একসঙ্গে থাকতে দেয়াটা কি ঠিক হচ্ছে?' মুসার প্রশ্ন। 'প্রফেসর অরওয়েল খুনী হয়ে থাকলে আবার হামলা চালাতে পারেন ওরটেগার ওপর।'

'না, তা পারবেন না,' ভেতরে তাকিয়ে থেকে বলল কিশোর। 'ওরটেগার বডিগার্ডেরা রয়েছে। অন্ধকারে বসে আছে।'

'প্রফেসর অরওয়েল কোনও ধরনের মুভি দেখাচ্ছেন ওরটেগাকে,' রবিন বলল। 'কি ছবি, বুঝতে পারছ?'

'আমি আর তুমি তো এক জায়গায়ই আছি। তোমার চেয়ে ভাল দেখতে পাচ্ছি না,' কিশোর বলল। 'তবে মনে হচ্ছে গতকাল অডিটরিয়ামে যে সব জিনিস দেখিয়েছেন প্রফেসর, সেগুলোই দেখাচ্ছেন। কম্পিউটার গ্রাফিক্সের সাহায্যে তৈরি।'

'হুঁ, এ জন্যেই ওরটেগার পেছনে ছুটে বেড়িয়েছেন প্রফেসর,' মাথা দোলাল রবিন। 'ওরটেগা আসবেন শুনে ম্যাসাচুসেটসে যাওয়া বাদ দিয়ে চলে এসেছেন কনভেনশনে। ছবিগুলো দেখানোর জন্যে। কিন্তু কেন?'

'হয়তো স্পেশাল-ইফেক্টস ডিরেক্টরের কাজটা পাওয়ার জন্যে,' মুসা বলল।

'ঠিকই বলেছ,' একমত হলো কিশোর। 'এটাই একমাত্র কারণ।'

'তাহলে তো আর সন্দেহভাজনের তালিকায় রাখা যাচ্ছে না প্রফেসরকে,'

রবিন বলল। 'যার আন্ডারে চাকরি করার ইচ্ছে, তাকে খুন করতে চাইবেন কেন? তা ছাড়া প্রফেসরকে ঠিক খুনী বলে মনেও হয় না।'

'তবু,' কিশোর বলল, 'নজর রাখতে হবে তাঁর ওপর। বডিগার্ডরা যতক্ষণ আছে, চিন্তা নেই। কিন্তু ছবি দেখানোর ছুতোয় কাছাকাছি গিয়ে খুন করার ফন্দি এঁটে থাকতে পারেন প্রফেসর।'

'এদিকটা অবশ্য ভেবে দেখিনি···' বলতে গিয়ে থেমে গেল রবিন। 'দেখো, কে ঢুকছে।'

'কিন্তু অমন চোরা চোরা ভঙ্গি করছে কেন?' ব্যাপারটা মুসাও লক্ষ করল।

এলিভেটর থেকে হলওয়েতে বেরিয়ে এসেছে আরবার ডিক্সন। এদিক ওদিক তাকাল একবার। তারপর নিঃশব্দে এগিয়ে চলল লবি ধরে।

'ভঙ্গিটা কিন্তু সত্যি সন্দেহজনক,' রবিন বলল। 'ওর পিছু নিয়ে গিয়ে দেখে আসি, কি করে। যাব, কিশোর?'

'যাও,' কিশোর বলল। 'আমরা আছি এখানে। প্রফেসর আর ওরটেগার ওপর নজর রাখছি।'

ডিক্সনের পিছু নিয়ে লবি থেকে বেরিয়ে এল রবিন।

বাইরে এসে বাড়িটার পাশ ঘুরে এগিয়ে চলল ডিক্সন। পিছে লেগে থাকল রবিন। চলে এল পার্কিং লটের পেছন দিকে। কালো চামড়ার জ্যাকেট পরা আরেকজন লোককে ডিক্সনের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে চট করে একটা গাড়ির পেছনে লুকিয়ে পড়ল রবিন।

মিনিটখানেক কথা বলল দু'জনে। তারপর মোটেলের পেছনের আরেকটা ছোট, জানালাবিহীন ইঁটের বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল। বাড়ির কাছে গিয়ে দরজা খুলে ওরা ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল রবিন।

যে দরজাটা দিয়ে লোকগুলো ঢুকেছে, তাতে 'প্রবেশ নিষেধ' লেখা রয়েছে। বাড়িটাকে কোন ধরনের স্টোর রুম বলে মনে হচ্ছে। দরজার পাশে কয়েকটা ঘন ঝোপঝাড় দেখে একটাতে ঢুকে পড়ল রবিন। দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে চোখ রাখল দরজার ওপর। লোকগুলো না বেরোনো পর্যন্ত নড়বে না।

আরাম করে বসার পর হঠাৎ করেই টের পেল সে কি পরিমাণ ক্লান্ত হয়ে আছে। রাতে ঘুম হয়নি, সে-কারণেই এমন লাগছে। আপনাআপনি বুজে এল তার চোখ। কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল বলতেও পারবে না।

দশ

আচমকা ঝাঁকি দিয়ে তন্দ্রা টুটে গেল তার। দরজার দিকে তাকাল। মাথা সোজা করে ফেলল সঙ্গে সঙ্গে। সামান্য ফাঁক হয়ে ছিল পাল্লা, এখন পুরো লাগানো। তবে কি ঘুমের মধ্যে তাকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে চলে গেছে ডিক্সনরা?

আরও মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করার পরও যখন বেরোল না ওরা, কিংবা ওদের কোন সাড়া পাওয়া গেল না, ঘুমিয়ে পড়ার জন্যে নিজেকে গালাগাল করতে করতে উঠে দাঁড়াল রবিন। ঝোপ থেকে বেরিয়ে সাবধানে এগোল দরজাটার দিকে।

কাছে এসে কান পাতল দরজায়। কোন সাড়াশব্দ পেল না। আস্তে করে ঠেলা দিয়ে আরও খানিকটা ফাঁক করে উঁকি দিল ভেতরে। মালীর ঘর এটা বেলচা, খুন্তি আর বাগান করার অন্যান্য যন্ত্রপাতি দেখে বোঝা গেল। ডিক্সন বা অন্য লোকটার ছায়াও নেই। তারমানে সত্যি সত্যি বেরিয়ে চলে গেছে।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে হতাশ ভঙ্গিতে পা টানতে টানতে মোটেলে ফিরে চলল সে।

কিশোর আর মুসা তখনও একই ভাবে ছোট জানালাটা দিয়ে উঁকি দিয়ে আছে। পাশে এসে দাঁড়াল রবিন।

'ডিক্সন আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে,' মুখ কালো করে জানাল রবিন। 'এখানে কি অবস্থা?'

'বললে বিশ্বাস করবে না,' কিশোর বলল। 'তৃতীয়বারের মত ছবিটা ওরটেগাকে দেখাচ্ছেন প্রফেসর। তারমানে জিনিসটা পছন্দ হয়েছে ওরটেগার।'

আচমকা বার কয়েক মিটমিট করে আলো জ্বলে উঠল ঘরের ভেতর।

'শো শেষ,' মুসা বলল। 'উঠে দাঁড়াচ্ছে দু'জনে। চলো, কেটে পড়ি।'

তাড়াতাড়ি জানালার কাছ থেকে সরে গেল তিন গোয়েন্দা। দরজা থেকে বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়াল।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল ওরটেগাকে। সঙ্গে দুই বডিগার্ড। তারপর বেরোলেন প্রফেসর। হাসিমুখে তাঁর সঙ্গে হাত মেলালেন ওরটেগা। তারপর লিফ্ট ধরে এগিয়ে গিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। প্রফেসরও চলে গেলেন একই দিকে।

'দারুণ খাতির হয়ে গেছে তো,' মুসা বলল।

'তারমানে প্রফেসরের ব্যাপারে ভুল করেছি আমরা,' রবিন বলল। 'তিনি খুনী নন। ওরটেগার ওপর তাঁর কোন আক্রোশ নেই।'

'তবে কেউ একজন যে ফিল্মটা চুরি করে নিয়ে গেছে এবং খুন করতে

চেয়েছে ওরটেগা আর প্যাটারসনকে, তাতেও কোন সন্দেহ নেই,' আনমনা ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'প্রফেসর না হলে ডিক্সন কিংবা কারলু। ডিক্সনকে কি করতে দেখলে?'

'মোটেলের পেছনে একটা লোকের সঙ্গে দেখা করল,' লবি ধরে হাঁটতে হাঁটতে কিশোর আর মুসাকে জানাল রবিন। 'একটা বাড়িতে ঢুকল। তারপর কি করল আর বলতে পারব না।'

'কেন? ওদের বেরোনোর অপেক্ষা করলেই পারতে।'

'করেছিলাম, কিন্তু দেখতে পাইনি। ঝোপের ভেতর বসে আরাম পেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'ঘুমিয়ে পড়েছিলে! চোখে ঘুম নিয়ে গোয়েন্দাগিরি,' হা-হা করে হেসে উঠল মুসা। 'রাতের ঘুমটা পুষিয়ে নিলে বুঝি?'

'ইচ্ছে করে ঘুমোইনি,' নিজের ওপর খেদটা এখনও যায়নি রবিনের। 'কখন যে চোখ বুজে এল বলতেও পারব না।'

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। 'কিছুই তো করতে পারলাম না আমরা। এদিকে সময়ও শেষ হয়ে যাচ্ছে। মারলাকে কি জবাব দেব?'

তার কথা শেষ হতে না হতেই দেখা হয়ে গেল মারলার সঙ্গে। লবিতে এলিভেটরের জন্যে অপেক্ষা করছে। ওদের দেখেই ঘুরে দাঁড়াল।

'তারপর, কি খবর?' অস্থির ভঙ্গিতে ভুরু নাচাল মারলা। 'আর তো না জানিয়ে পারব না ওরটেগাকে। যতই দেরি করব, রাগ বেড়ে যাবে তাঁর।'

'অস্থির হবেন না,' কিশোর বলল। 'অনেকটাই এগিয়েছি আমরা। সূত্র বোধহয় পেয়েও গেছি। দেখি, কি করা যায়।'

'প্লীজ,' এক হাত দিয়ে অন্য হাতের কব্জি মোচড়াল মারলা, 'তাড়াতাড়ি করো। যে করেই হোক, চোরটাকে খুঁজে বের করো। নইলে মান-ইজ্জত এবার সব যাবে আমার। জেলও খাটতে হতে পারে। ওরটেগা যা বদমেজাজী, কিছুতেই ছাড়বে না আমাকে।'

'অত চিন্তা করবেন না। যাচ্ছি আমরা।'

মারলা এলিভেটরে ঢুকে গেলে দুই সহকারীর দিকে ঘুরল কিশোর। রবিনকে বলল, 'চলো তো, ঘরটা দেখে আসি। যেটাতে ডিক্সনকে ঢুকতে দেখেছ। কোন সূত্র পেয়েও যেতে পারি।'

লবির জানালা দিয়ে পার্কিং লটে চোখ পড়তেই চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'খাইছে!'

কি দেখে এমন চমকে গেল সে, দেখার জন্যে চোখ ফেরাল কিশোর আর পার্কিং লটে কয়েকজন তরুণের সঙ্গে দেখা গেল ডিক্সনকে। সবার পরনেই চামড়ার জ্যাকেট। তাদের একজনের জ্যাকেটের রঙ কালো। ভারী একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স বহন করছে দু'জন লোক।

'লোকগুলো কে?' কিশোরের প্রশ্ন।

'কালো জ্যাকেটওয়ালা লোকটাকেই ডিক্সনের সঙ্গে দেখেছিলাম,' রবিন

বলল। 'বুটলেগ ভিডিওটেপের ডিলার হলেও অবাক হব না।'

'কিন্তু আমার কাছে তো লাগছে মোটরসাইকেল গ্যাঙের মত,' মুসা বলল।

ডিক্সন আর তার সঙ্গীরা হেঁটে চলে গেল পার্কিং লটের উল্টো দিকে। বনের মধ্যে ঢুকে গেল।

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'পিছু নেব নাকি?'

'তা আর বলতে। চলো চলো।'

মোটেল থেকে বেরিয়ে বনের দিকে ছুটল তিন গোয়েন্দা, যেদিকে ঢুকতে দেখা গেছে ডিক্সন আর তার দলবলকে। বনের ওখানটায় এসে গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে চলে যাওয়া সরু একটা পায়েচলা পথ দেখতে পেল।

সেটা ধরে বনে ঢুকে পড়ল ওরা। পড়ে থাকা শুকনো পাতা এড়িয়ে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে এগিয়ে চলল রাস্তা ধরে।

বনের মধ্যে এক টুকরো খোলা জায়গায় জড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল দলটাকে। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে দেখতে লাগল তিন গোয়েন্দা। বাক্সটা মাটিতে নামিয়ে রাখা হয়েছে। ঝুঁকে সেটা থেকে যে জিনিসটা বের করল ডিক্সন, দূর থেকে ভিডিওটেপের মত মনে হলো কিশোরের কাছে। উল্টেপাল্টে দেখে আবার বাক্সে ফেলে দিল ডিক্সন। পকেট থেকে টাকা বের করে দিল সামনে দাঁড়ানো একজনের হাতে।

'কি করছে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'বুঝতে পারছি না,' জবাব দিল কিশোর। 'ভিডিওটেপ কিনছে হয়তো। তবে যা-ই করছে, বৈধ কাজ করছে না।'

পেছনে পাতার মচমচ শোনা গেল। ঝট করে ঘুরে তাকাল কিশোর। কিন্তু দেরি করে ফেলেছে। দু'জন লোক এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে। চামড়ার জ্যাকেট পরা। দু'জনের হাতেই পিস্তল।

'এখানে কি করছ, তাড়াতাড়ি বিশ্বাসযোগ্য একটা গল্প তৈরি করে ফেলো, খোকারা,' বলল দু'জনের একজন। লম্বা এলোমেলো কালো চুল তার। কয়েক দিনের শেভ না করা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। 'বিশ্বাস করাতে না পারলে মনে রেখো আজই তোমাদের জীবনের শেষ দিন।'

এগারো

ডিক্সনের কাছে ধরে নিয়ে আসা হলো ওদের।

দেখেই চোখ কপালে তুলল ডিক্সন, 'তোমরা?'

'চেনো নাকি?' জিজ্ঞেস করল দাড়িওলা।

মাথা ঝাঁকাল ডিক্সন. 'চিনি। পুরো উইকএন্ড ধরেই কনভেনশনে ঘুরে

বেড়াচ্ছে একটা রহস্যের কিনারা করার জন্যে। ওরা ভাবছে, ওই বেআইনী কাজটার সঙ্গে আমিও জড়িত।'

খিকখিক করে হেসে উঠল কালো জ্যাকেট পরা লোকটা, 'বেআইনী কাজে জড়িত কি নও তুমি, ডিকি-বয়?'

'থামো!' অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলল ডিক্সন। 'আমরা যা করছি, তার সঙ্গে ওদের কেসটার কোন সম্পর্ক নেই।'

'তা তো বুঝলাম,' বলল দাড়িওলা। 'ওদের এখন কি করব?'

'ছেড়ে দাও।'

'বলো কি! মাথা খারাপ নাকি তোমার? ছেড়ে দেব!'

'হ্যাঁ, ছেড়ে দাও। ওরা আমাদের পেছনে লাগেনি। লেগেছে একটা চোরের পেছনে। মারলিন ওরটেগার ফিল্মটা চুরি হয়ে গেছে, সেই চোরটাকে খুঁজছে ওরা। অকারণে আটকে রেখে ঝামেলা বাড়ানোর কোন দরকার আছে?'

'বেশ, তুমি যখন বলছ···' পিস্তল নামাল দাড়িওলা।

ডিক্সনের দিকে তাকাল কিশোর। 'একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন, মিস্টার ডিক্সন? আপনারা কি করছেন এখানে?'

'খবরদার!' লাফ দিয়ে আবার ওপরে উঠে গেল দাড়িওলার পিস্তল ধরা হাতটা। 'নাক গলানোর চেষ্টা করবে না!'

হাত তুলে তাকে চুপ করতে ইঙ্গিত করল ডিক্সন। 'সত্যি কথাটা ওদের জানানো দরকার। নইলে ঝামেলা বাধাবে।' কিশোরের দিকে ফিরল সে। 'আমি ব্ল্যাঙ্ক ভিডিওটেপ কিনছি। আমি এগুলোতে মুভি প্রিন্ট করি যা এখনও বাইরের দোকানগুলোতে যায়নি।'

'বুটলেগ টেপ?'

'উঁহু,' মাথা নাড়ল ডিক্সন। 'পুরোপুরি বৈধ জিনিস। স্বল্প ব্যয়ে বানানো ছবি নির্মাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে আমার, যারা তাদের জিনিস ভিডিওতে সরবরাহ করতে চায়। বিক্রি হওয়া প্রতিটি কপির ওপর রয়্যালিটি দিই আমি তাদের। এর মধ্যে বহু ছবি আছে যেগুলো কোনদিনই সিনেমা হলের মুখ দেখে না। ভিডিওতে যা আয় হয়, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে এ সব নির্মাতারা।'

'বুঝলাম, বৈধ কাজ করেন,' অবিশ্বাসীর সুরে বলল মুসা, 'তাহলে বনের মধ্যে চুরি করে ব্ল্যাঙ্ক ক্যাসেট কিনতে এসেছেন কেন?'

'কারণ আমিও স্বল্প আয়ের মানুষ,' নির্দ্বিধায় জবাব দিল ডিক্সন। 'বাইরের দোকান থেকে ক্যাসেট কিনতে গেলে লাভ তো দূরের কথা, গচ্চা দিয়ে মরব। তাই এই ভদ্রলোকদের ওপর নির্ভর করতে হয়,' লোকগুলোকে দেখাল সে। 'এরা যা জোগাড় করে দেয়, সেটাই কিনে নিই আমি, কম দামে।'

'তারমানে চুরি করে আনে। নইলে কমে দেয় কি করে?'

'খবরদার, বেশি কথা বলবে না!' ধমকে উঠল দাড়িওলা।

'তুমি চুপ করো, ড্যারবি,' বিরক্ত হয়ে বলল ডিক্সন। 'যা বলার আমিই তো বলছি।' গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চুরি করে আনে না কি ভাবে আনে, সেটা ওদের ব্যাপার। আমার দেখতে যাওয়ার দরকার নেই।'

'মোটেলের পেছনের মালীর ঘরটায় কি করছিলেন?' জানতে চাইল রবিন, 'একটু আগে?'

'অ, তারমানে আমার ওপর গুপ্তচরগিরি করছিলে,' ডিক্সন বলল। 'আর আমি ভাবলাম, জায়গা না পেয়ে ঝোপের ছায়ায় বসেই ঘুমিয়ে নিচ্ছ বুঝি,' হেসে ফেলল সে। 'রাতে ঘুমাওনি বুঝি?'

গাল লাল হয়ে গেল রবিনের। নীরবে মাথা নাড়ল।

'যাকগে, তোমার প্রশ্নের জবাব হলো—ওই ঘরে বসে ক্যাসেটগুলোর দাম নিয়ে দরাদরি করছিলাম আমরা। এখন নিশ্চয় সন্দেহটা গেছে আমার ওপর থেকে?'

'ফিল্মটা কে চুরি করেছে, কোন ধারণা আছে আপনার?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

শ্রাগ করল ডিক্সন। 'না। তবে বুটলেগ হয়নি এখনও, এটা বলতে পারি। তাহলে খবরটা আমার কানে আসতই।'

'কানে এলে কি জানাবেন আমাদের?' অনুরোধ করল কিশোর।

'জানাব,' ডিক্সন বলল। 'তোমাদের প্রশ্নের জবাব তো পেলে। দয়া করে যাও এখন। এদের সঙ্গে ব্যবসাটা এখনও শেষ হয়নি আমার।'

ফিরে চলল তিন গোয়েন্দা।

বন থেকে বেরিয়ে পার্কিং লটের ওপর দিয়ে মোটেলের দিকে এগোল।

'ডিক্সনের কথা বিশ্বাস করেছ?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'করেছি,' নির্দ্বিধায় জবাব দিল কিশোর। 'ব্যবসার খাতিরে কিছুটা এদিক ওদিক করে বটে সে, কিন্তু ওরটেগার ফিল্ম চুরিতে জড়িত নয়, এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। টেবিলের নিচ থেকে যেটা বের করে দিয়েছিল, সেটা এই স্বল্প ব্যয়ের ছবি। পর্নো বা নোংরা ছবিও হতে পারে ওগুলো। সে যা-ই হোক, ওগুলো নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই আমাদের।'

'তাহলে আমাদের সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ পড়ল আরেকজন?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

মোটেলে ফিরে লবিতে দেখা হয়ে গেল রোজারের সঙ্গে। এলিভেটর থেকে বেরিয়েছে।

'অ্যাই যে!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'কি খবর তোমাদের? কেসের কোন উন্নতি হলো?'

সংক্ষেপে সব জানাল কিশোর। তারপর বলল, 'আমি এখন ভাবছি, যে কোন ভাবেই হোক, ওরটেগার সঙ্গে কথা বলা দরকার। নইলে আসল সূত্র পাব না। কোথায় আছেন তিনি এখন, বলতে পারবে?'

'একটু আগে দেখে এলাম কফি শপে বসে আছেন,' রোজার বলল। 'তাড়াতাড়ি গেলে হয়তো পেয়ে যাবে এখনও।'

চলে গেল রোজার। আরেকটা অনুষ্ঠানে যাবে।

দেরি করল না কিশোর। দুই সহকারীকে নিয়ে এসে ঢুকল কফি শপে। লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে। রেস্টুরেন্টটা প্রায় ভর্তি। জানালার কাছে একটা বড় টেবিলে বসে আছেন ওরটেগা। দুই বডিগার্ডও রয়েছে সঙ্গে।

টেবিলের দিকে এগোল কিশোর। পেছনে গায়ে গায়ে লেগে থেকে এগোল মুসা, আর রবিন।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল একজন বডিগার্ড। এগোতে বাধা দিল।

'মিস্টার ওরটেগার সঙ্গে জরুরী কথা আছে,' কিশোর বলল।

'অনেকেরই থাকে,' নীরস স্বরে জবাব দিল গার্ড। 'কিন্তু তিনি এখন কথা বলতে পারবেন না। বিদেয় হও।'

দমল না কিশোর। 'কথাটা তাঁর চোরাই ফিল্মের ব্যাপারে। আমরা গোয়েন্দা। ফিল্মটা খুঁজে বের করে দিতে আমাদের নিয়োগ করেছেন মারলা ওয়েইন।'

'পুলিশের সঙ্গে যা বলার বলে ফেলেছেন তিনি,' রূঢ় স্বরে জবাব দিল গার্ড। 'তোমাদের মত কয়েকটা পুঁচকে ছোঁড়ার সঙ্গে কথা বলার কোন ইচ্ছে তাঁর হবে না। কাজেই, বিদেয় হও।'

জবাব দিতে যাচ্ছিল কিশোর। কিন্তু ওরটেগাকে অদ্ভুত একটা কাণ্ড করতে দেখে থেমে গেল। হঠাৎ গুঙিয়ে উঠে দুই হাতে গলা চেপে ধরলেন তিনি। বসে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করেও পারলেন না। টলে পড়ে গেলেন সামনের দিকে। কপালটা পড়ল সালাদের প্লেটের মধ্যে।

'কি হলো?' চিৎকার করে উঠল রবিন।

বিদ্যুৎ খেলে গেল পাশে বসা গার্ডের শরীরে। ওরটেগার মাথাটা উঁচু করে ধরল সে। নিষ্প্রাণ ভঙ্গিতে ঝুলে রয়েছে মাথাটা।

'মরে গেলেন নাকি!' চিৎকার করে উঠল সে।

বারো

'মারা গেছে!' দ্রুত এগিয়ে গেল মুসা।

ঘরের একধার থেকে চিৎকার শোনা গেল এ সময়, 'আমি ডাক্তার!' ঢোলা জগিং সুট পরা এক ভদ্রলোক ছুটে এলেন পরিচালকের টেবিলের সামনে। হাত তুলে নাড়ি দেখলেন।

'না, বেঁচেই আছেন,' জানালেন তিনি। 'তবে নাড়ি খুব দুর্বল। অ্যামবুলেন্স দরকার। জলদি!'

ওরটেগার খাবারের প্লেটটা তুলে নিলেন ডাক্তার। নাকের কাছে এনে গন্ধ শুঁকলেন।

'গন্ধে তো কিছু বোঝা যাচ্ছে না,' বললেন তিনি। 'তবে বিষ মেশানো

থাকতে পারে। সাবধান, কেউ আর কিছু খাবেন না এখানে, খাবার পরীক্ষা না করা পর্যন্ত।'

চামচের ঠুং-ঠাং শব্দ শুরু হলো। সবাই হাতের চামচ ফেলে দিচ্ছে প্লেট কিংবা টেবিলের ওপর।

'খাইছে!' বলে উঠল আতঙ্কিত মুসা। 'মহামারী না লেগে যায়!'

'ভয়ানক ব্যাপার,' রোজার বলল। 'সাংঘাতিক বদনাম হয়ে যাবে এরপর থেকে রকি বীচ কনের। কেউ আর আসতে চাইবে না।'

'কন নয়, ওরটেগার পেছনে লেগেছে কেউ,' কিশোর বলল। 'এবং অবশেষে সফল হতে চলেছে সে, সময়মত যদি অ্যাম্বুলেন্স এসে না পৌঁছায়।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ইমার্জেন্সী ক্রুরা পৌঁছে গেল। প্যারামেডিকরা ঘিরে দাঁড়াল ওরটেগাকে। একজন একটা ইনজেকশন দিল। তারপর স্ট্রেচারে তোলা হলো তাঁকে। বয়ে নিয়ে গেল ক্যাফেটেরিয়ার বাইরে। পলকের জন্যে মুখটা দেখতে পেল কিশোর। মোমের মত সাদা হয়ে গেছে।

'অতি জঘন্য একটা উইকএন্ড,' তিক্তকণ্ঠে মন্তব্য করল রবিন।

'এবং যেটার জন্যে জঘন্য, সেই কেসটার কিনারা করতে পারিনি আমরা এখনও,' কিশোর বলল। খানিক দূরে আরেকটা টেবিলে হ্যারি প্যাটারসনকে বসে থাকতে দেখল। কাঁটা চামচ উঁচু করে ধরে আতঙ্কিত চোখে নিজের সালাদের প্লেটটার দিকে তাকিয়ে বসে আছে সে।

দ্রুতপায়ে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর। 'এক্সকিউজ মী, মিস্টার প্যাটারসন। মিস্টার ওরটেগার যা ঘটে গেল, তার জন্যে সত্যি আমরা দুঃখিত।'

'হুম্!' চোখ তুলে তাকাল প্যাটারসন। কেমন ঘোলাটে দৃষ্টি। প্রথমে চিনতে পারল বলে মনে হলো না। তারপর বলল, 'ও, তোমরা। তোমরা তিনজনেই না চুরির তদন্ত করছ? তোমরা তো হয়েছ দুঃখিত, আর আমার উঠে গেছে কাঁপুনি। আমারটাতেও বিষ মেশানো নেই তো?'

'মনে হয় না, তাহলে এতক্ষণ বসে থাকতে পারতেন না,' জবাব দিল কিশোর। 'তবে আপনিও সাবধান, মিস্টার প্যাটারসন। আপনার ওপরও হামলা হয়েছিল, মনে নেই? হোভারকারের ইঞ্জিন…'

'মনে আছে,' আবার প্লেটের দিকে তাকাল প্যাটারসন। ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিল প্লেটটা। ঠং করে চামচটা রেখে দিল প্লেটে। 'নাহ্, আর খাব না। কি দিয়ে রেখেছে কে জানে!'

'না খাওয়াই ভাল এখানে,' পরামর্শ দিল কিশোর। 'যে ক'দিন থাকবেন, টিনের খাবার খান।'

'হ্যাঁ, তা-ই করব,' শুকনো স্বরে বলল প্যাটারসন। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পোঁটলা-পাটলি গুছিয়ে কেটে পড়ব এখান থেকে, হলিউডে চলে যাব। এখানে থাকাটা আর নিরাপদ না। যাই, তাঁবুতে গিয়ে জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে ফেলি…'

আচমকা উঠে দাঁড়াল প্যাটারসন। রওনা হয়ে গেল দরজার দিকে।

টেবিলে রাখা কালো একটা জিনিসের দিকে চোখ পড়ল রবিনের। হাত বাড়িয়ে তুলে নিল। 'প্যাটারসন নিশ্চয় ভুলে গেছে।'

তাকে ডাকার জন্যে ঘুরল সে। কিন্তু বেরিয়ে গেছে প্যাটারসন।

'কি ওটা?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কোন ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্র,' হাতে নিয়ে দেখতে লাগল রবিন। 'আমাদের ভিসিআরটার রিমোটের মত।'

'দেখি তো,' হাত বাড়াল কিশোর।

কালো প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি খোলসটা। পাঁচ ইঞ্চি লম্বা, চওড়া দুই ইঞ্চি। অনেকগুলো বোতাম। একের পর এক দ্রুত বোতামগুলো টিপতে লাগল কিশোর।

'খবরদার,' রসিকতা করল মুসা, 'কোথাও গুপ্ত বোমা রাখা আছে হয়তো, ফাটিয়ে দিয়ো না আবার।'

'চলো, এটা যার জিনিস তাকে দিয়ে আসি,' কিশোরের কাছ থেকে যন্ত্রটা নিতে নিতে বলল রবিন।

কিশোর বলল, 'চলো। কিন্তু আমাদের কেসটার কি হবে? সন্দেহভাজনদের তালিকায় আর যারা আছে তাদের ব্যাপারে শিওর হওয়া দরকার। চলো, কারলু আর আরডেনের সঙ্গে কথা বলব।'

'চলো।'

কফি শপের বাইরে এসে কয়েকজন লোককে গম্ভীর হয়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখল ওরা।

'ওরটেগার খবরটা দ্রুত ছড়িয়ে গেছে,' রবিন বলল। 'কনভেনশনের বারোটা বাজল এবার।'

হলওয়েতে ঢুকতেই উচ্ছ্বসিত হাসি কানে এল। ফিরে তাকিয়ে দেখল ওরা, চওড়া হাসি মুখে নিয়ে একে অন্যের পিঠ চাপড়ে আনন্দ করছে দু'জন লোক।

'কাণ্ড দেখেছ?' অবাক হয়ে বলল কিশোর। 'এত আনন্দ কিসের কারলু আর আরডেনের?'

এগিয়ে গেল গোয়েন্দারা।

ওদের দেখে কারলু বলল, 'হাল্লো, কেমন আছ তোমরা? খবর শুনেছ?'

'মিস্টার ওরটেগার কথা বলছেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ,' কারলুর হয়ে মাথা ঝাঁকাল আরডেন।

'আপনারা হাসছেন?' না বলে পারল না মুসা। 'একজন লোককে মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে গেছে, আর আপনারা হাসছেন?'

'অনেক দিন ধরে যেটা ঘটার কথা ছিল, তা-ই তো ঘটেছে ওরটেগার, এতে অবাক হওয়ার কি আছে?' জবাব দিল কারলু। 'ওর মত একটা ঠগবাজের উচিত শাস্তি হয়েছে। দশ বছর ধরে আমার প্রাপ্য থেকে আমাকে বঞ্চিত করছে

শয়তানটা। ওর জন্যে সহানুভূতি দেখাব নাকি?'

তবে মুসার কথার পর হাসি মুছে গেল আরডেনের। বলল, 'ছেলেটা ঠিকই বলেছে, উইলি। ওরটেগা যত খারাপই হোক, এখন সে মৃত্যুশয্যায়। এ ভাবে বিষ দিয়ে মারাটা সত্যি দুঃখজনক।'

'মিস্টার কারলু নিশ্চয় একমত হবেন না আপনার সঙ্গে,' ভুরু কুঁচকে তাকাল কিশোর। 'কি বলেন, মিস্টার কারলু?'

ধীরে ধীরে হাসি উধাও হয়ে গেল কারলুর মুখ থেকে। 'তোমরা এখনও ভাবছ ওরটেগাকে আমি খুন করতে চাইছি? সত্যি বলছি, ওর ক্ষতি দেখে আমি আনন্দিত হলেও খুন করার মত জঘন্য অপরাধ করতে যাব না। যতই আমাকে ঠকাক না কেন সে। আমার স্বভাব ওটা নয়।'

'আপনার স্বভাবটা তাহলে কি, মিস্টার কারলু?' ফোড়ন কাটল মুসা, 'ফিল্ম চুরি করা?'

রাগত দৃষ্টিতে আরডেনের দিকে তাকাল কারলু। 'যত নষ্টের মূল তুমি। ওরটেগার সঙ্গে কি নিয়ে আমার শত্রুতা, এ কথাটা কি দরকার ছিল ওদের বলার? আসল চোরটাকে না ধরা পর্যন্ত এখন আমার ওপর থেকে সন্দেহ যাবে না ওদের।'

'মিস্টার ওরটেগা বিষ খাওয়ার সময় আপনি কি করছিলেন, মিস্টার কারলু, জানতে পারি কি?' প্রশ্ন করল কিশোর। 'কোন অ্যালিবাই আছে আপনার?'

'আছে,' দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল কারলু, 'শক্ত অ্যালিবাই আছে। গত দু'ঘণ্টা ধরে কনফারেন্স রুমে ছিলাম আমি, অসংখ্য শ্রোতার সামনে বক্তৃতা দিয়েছি। তাদের সংখ্যা একশো জনের কম হবে না। বক্তৃতা দিয়ে সবে বেরোলাম।'

'এরচেয়ে ভাল অ্যালিবাই আর হতে পারে না,' কিশোরের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল আরডেন। 'কি বলো? নিশ্চয় এখন আমার অ্যালিবাইও চাইবে। আমাকে যে সন্দেহ করো তোমরা, সেটাও জানি। আমার অ্যালিবাই হলো, সারাক্ষণ আমিও ছিলাম হিরামের সঙ্গে। মঞ্চে, তার পাশে। কাজেই আমিও যে বিষ মেশাইনি ওরটেগার খাবারে, সেটা নিশ্চয় বুঝতে পারছ।'

সামান্য মাথা নুইয়ে রসিকতার ভঙ্গিতে তিন গোয়েন্দাকে বাউ করল আরডেন। তারপর কারলুর সঙ্গে চলে গেল।

'ভাল একখান বাঁশ দিয়ে গেল আমাদের,' মুখ কালো করে কিশোর বলল।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। 'কিন্তু কারলু যদি না করে থাকে, তাহলে কে করল কাজটা?'

'ডিক্সনকে পুরোপুরি সন্দেহমুক্ত করা যাচ্ছে না,' মুসা বলল। 'কারণ বেআইনী একটা কাজ করতে ওকে নিজের চোখে দেখে এলাম। প্রফেসর অরওয়েলকেও নির্দোষ ভাবা যাচ্ছে না।'

'তা যাচ্ছে না,' মাথা দোলাল কিশোর। 'কিন্তু একটা ব্যাপার শুরু থেকেই খচ

খচ্ করছে আমার মনে। অত সহজে যাদের ওপর সন্দেহ হয়, তাদের সন্দেহ করতে ইচ্ছে করেনি আমার। মনটাকে অন্য কোনদিকে সরানো দরকার। তাতে জটমুক্ত হবে। নতুন করে ভাবতে পারব।'

'প্রোগ্রামে দেখলাম, একটা ঘরে ছবি দেখানো হবে,' রবিন বলল। 'ভাল পুরানো ছবি। আমার মনে হয়, আধঘণ্টা ওখানে গিয়ে বসে থাকলে, মাথাটা পরিষ্কার হবে আমাদের। তখন ঠাণ্ডা মাথায় ভাবা যাবে।'

'ঠিক বলেছ,' জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'আসলেই অন্য কিছুতে মনোনিবেশ করা দরকার।'

দেয়ালে টানানো একটা পোস্টারের দিকে আঙুল তুলল মুসা। 'ওই যে, ওই ছবিটা দেখানো হবে।'

যে ঘরে ছবি দেখানো হবে তার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। দরজাতেও একই পোস্টার টানানো হয়েছে। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল তিনজনে।

ছবি শুরু হয়ে গেছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার লাগল প্রথমে। ধীরে ধীরে চোখে সয়ে এলে সীট নজরে পড়ল। তিনজনে গিয়ে তিনটা চেয়ারে বসে পড়ল।

অতি সাধারণ ছবি। আধুনিক ছবির তুলনায় স্পেশাল-ইফেক্টের দৃশ্যগুলো বড়ই হাস্যকর। তবে গল্প আছে ছবিটার। গরিলাদের মাঝে টারজানের মত জঙ্গলে বড় হওয়া একটা ছেলের লড়াই বেধেছে মঙ্গল থেকে আসা বামন মানুষদের সঙ্গে। উত্তেজনা তো আছেই, হাসির খোরাকও আছে প্রচুর।

'আমার কিন্তু দারুণ লাগছে,' মিনিট পনেরো দেখার পর মুসা বলল।

'ছবি দেখার জন্যে ঢুকিনি আমরা,' মনে করিয়ে দিল রবিন। 'মাথাটা পরিষ্কার করতে এসেছি। আশা করি সেটা হয়েছে। এবার ক্লেসের কিনারা করতে বেরোনো যায়।'

'চলো,' উঠে দাঁড়াল কিশোর।

পর্দায় তখন একজন জংলী লোক বর্শা তুলেছে মঙ্গলগ্রহবাসীদের সই করে ছোঁড়ার জন্যে। হাতটা বাঁকা করে নিয়ে গিয়ে সামনে ছুঁড়ে দিল বর্শাটা।

ঠিক ওই মুহূর্তে কাপড় ছেঁড়ার শব্দ হলো পর্দায়। স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। অস্পষ্ট ভাবে দেখল, একটা আসল বর্শা যেন পর্দা থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে সোজা ছুটে আসতে শুরু করল তার দিকে।

তেরো

সময়মত লাফ দিয়ে সরে গেল কিশোর। ঘ্যাঁচ করে এসে চেয়ারে বিঁধল বর্শাটা, মুহূর্ত আগে যেটাতে বসে ছিল সে।

হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে রবিন।

মুসা বলল, 'যা দেখছি সত্যি দেখছি?'

'হ্যাঁ,' শুকনো স্বরে জবাব দিল কিশোর। 'একটা বর্শা। সিনেমার জঙ্গল থেকে সোজা উড়ে এসেছে আমাকে লক্ষ্য করে।'

'অ্যাই সরো, সরো!' চিৎকার করে উঠল কিশোরের পেছনে বসা একটা ছেলে। 'কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না।'

'কি করে দেখবে?' জবাব দিল অন্য আরেকটা কণ্ঠ। 'পর্দা দেখছ না ছেঁড়া?'

এক সেকেন্ড পরই আলো জ্বলে উঠল ঘরের। অপারেটর–হালকা পাতলা একজন মানুষ, বন্ধ করে দিল প্রোজেক্টর। পর্দা থেকে মুছে গেল ছবি।

'এটা কি!' চিৎকার করে উঠল পেছনের সারির আরেকটা ছেলে। কিশোরের চেয়ারে গেঁথে থাকা বর্শাটার দিকে তাকিয়ে আছে। 'এ তো একেবারে থ্রী-ডি মুভি!'

'মুভির চেয়ে অনেক বেশি বিপজ্জনক,' রবিন বলল।

'এ রকম একটা ভয়ানক পাগলামি কে করল?' চেয়ারে গাঁথা বর্শাটার দিকে তাকিয়ে আছে মুসা।

পর্দা-ছেঁড়া ছিদ্রটার দিকে তাকাল রবিন। 'পেছনে কেউ নিশ্চয় আছে!' বলে সেদিকে দৌড় দিল সে।

পর্দার কাছে এসে পেছনে উঁকি দিল। কাউকে দেখতে পেল না।

'এতক্ষণ কি আর তোমার জন্যে বসে আছে নাকি,' কিশোর বলল। প্রোজেকশনিস্টের দিকে তাকাল সে। 'বর্শাটা ছোঁড়ার পর কাউকে পালাতে দেখেছেন এখান থেকে?'

'দেখেছি,' প্রোজেকশনিস্ট জবাব দিল। 'একটা লোক দৌড়ে চলে গেল দরজার দিকে।'

'দেখতে কেমন ছিল?'

'তা তো দেখিনি। আলো জ্বলেনি তখনও। একটা ছায়ামূর্তির মত ছুটে চলে গেল।'

'এসো,' দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে বলল। 'দৌড়ে গেলে হয়তো ধরা যাবে এখনও।'

ছুটে হলওয়েতে বেরিয়ে এল ওরা। চারপাশে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। আবার ফিরে এল ঘরের দরজার কাছে। পেছনে তাকাতে চোখে পড়ল একটা ডিসপ্লে বক্স। তাতে ছুরি-তরোয়াল-বর্শা সহ বেশ কিছু অস্ত্র সাজানো রয়েছে ডিসপ্লেতে।

'বর্শাটা কোত্থেকে এল সেটা তো বোঝা গেছে,' কিশোর বলল। 'কিন্তু লোকটা কে?'

'প্রফেসর অরওয়েল,' জবাব দিল রবিন।

'ইলেকট্রনিক্সের জাদুকর তিনি, সন্দেহ নেই। কাল রাতে যে যন্ত্রটা দিয়ে বজ্রপাত ঘটানো হয়েছে, সেটা বানাতে পারবেন। কিন্তু রেস্টুরেন্টে বিষ দেয়ার ব্যাপারটা? ওটা তো কোন ইলেকট্রনিক কারসাজি নয়। তাকে আমরা দেখিওনি

ওখানে।'

'উহ্, মাথাটা গরম হয়ে যাচ্ছে আমার!' মুসা বলল। 'সবাইকেই সন্দেহ হচ্ছে। আবার এর বিপক্ষেও যুক্তি দেয়া যাচ্ছে। কাকে ধরব তাহলে?'

'বুঝতে পারছি না,' কিশোর বলল।

প্যান্টের পকেটে দুই হাত রেখে দাঁড়াতে গিয়ে রিমোটের ত যন্ত্রটা হাতে ঠেকল রবিনের। বলল, 'এহ্হে, প্যাটারসনের জিনিসটা দেয়া হ.লো না এখনও। বলল, হলিউড চলে যাবে। চলো, গিয়ে দিয়ে আসি।'

'চলো,' কিশোর বলল।

প্যাটারসন বলেছে, জিনিসপত্র গোছানোর জন্যে তাঁবুতে যাবে। সুতরাং সেদিকেই রওনা হলো ওরা।

মোটেল থেকে বেরিয়ে এল পার্কিং লটে। সবুজ তাঁবুটা জায়গামতই আছে। কিন্তু কানাগুলো সব নামানো। ভেতরেও কারও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

দরজার কাছে এসে দাঁড়াল রবিন। টোকা দেয়ার জায়গা নেই। তাই নাম ধরে ডাক দিল, 'মিস্টার প্যাটারসন? ভেতরে আছেন? আপনার একটা জিনিস ফেলে এসেছিলেন রেস্টুরেন্টে, সেটা দিতে এসেছি।'

জবাব এল না।

আবার ডাকল তাকে রবিন।

কিন্তু কেউ বেরোল না দরজায়।

'নেই নাকি?' কি যেন ভাবছে কিশোর। 'চলো, ঢুকে পড়া যাক।'

'না বলে অন্যের তাঁবুতে ঢুকব?'

রবিনের কথার জবাব দিল না কিশোর। ক্যানভাসের দরজাটা সরিয়ে ভেতরে উঁকি দিল। আগের দিন শো দেখানোর সময় যে ভাবে সাজানো হয়েছিল, তেমনি ভাবে সাজানো রয়েছে সব কিছু। তারমানে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরোনোর পর এখনও এখানে ঢোকেনি প্যাটারসন। ওদের কাছ থেকে মাত্র দশ ফুট দূরে বসে রয়েছে হোভারকার দুটো।

'আসেনি মনে হচ্ছে,' মুসা বলল।

'বসে থাকি,' কিশোর বলল। 'অনেকক্ষণ তো হলো। চলে আসবে যে কোন সময়।'

ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। পেছনে ঢুকল তার দুই সহকারী।

তাঁবুর মাঝখানে কালো রঙের একটা ট্রাংক দেখা গেল। মুসা বলল, 'এটা এল কোত্থেকে? কাল তো এখানে ছিল না।'

'ভেতরে নিশ্চয় সিনেমা বানানোর জিনিসপত্র আছে,' রবিন বলল।

'দেখি তো কি আছে,' কৌতূহল দমাতে পারল না কিশোর। ট্রাংকটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে হুড়কো খুলল। তারপর ডালা।

ধড়াস করে এক লাফ মারল বুকের মধ্যে। ভেতরের কস্টিউমগুলো অতি পরিচিত। মহাকাশচারীর স্পেস সুট, শজারুর মত প্রাণীর কস্টিউম। ওগুলোর ওপরে রাখা একটা সবুজ মেডালিয়ন, চাঁদ-তারা খচিত।

'অবিশ্বাস্য!' ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে কিশোর। 'এ সব জিনিস এখানে যে রেখে গেছে সে-ই খুন করার চেষ্টা করেছে ওরটেগাকে।'

'সেই লোকটা কে?' রবিনের প্রশ্ন।

'আর লোকটা প্যাটারসনকে ফাঁসানোর জন্যে তার তাঁবুতে এনে রেখে যায়নি তো?' বলল মুসা।

'প্যাটারসনের সঙ্গে কথা বলা দরকার,' কিশোর বলল। 'নইলে পরিষ্কার হবে না সব কিছু।' কি যেন ভাবল সে। 'রবিন, প্যাটারসনের সেই যন্ত্রটা বের করো তো দেখি, রেস্টুরেন্টে যেটা ফেলে এসেছিল।'

'কি করবে?'

'করো না বের।'

বের করল রবিন।

'হোভারকারগুলোর দিকে তাক করে বোতাম টিপতে থাকো,' কিশোর বলল।

কথামত কাজ করল রবিন।

আচমকা প্রাণ পেয়ে যেন নড়ে উঠল একটা হোভারকার। ইঞ্জিন চালু হয়ে গেছে। ঘুরতে শুরু করেছে ফ্যানগুলো। মাটি থেকে শূন্যে উঠে পড়ল।

'খাইছে!' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে মুসার। 'এ কি কাণ্ড!'

বোবা হয়ে গেছে যেন রবিন। যন্ত্রটা হোভারকারের দিকে তাক করে টিপে দিল আরেকটা বোতাম। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসতে শুরু করল কারটা। গতি বেড়ে যাচ্ছে দ্রুত।

রবিনের দিকে ছুটে আসছে ওটা।

চোদ্দ

'সরো! সরে যাও!' চিৎকার দিয়ে দরজার দিকে ছুটল কিশোর।

চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও!' কালো যন্ত্রটা সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে। সরে যেতে প্রস্তুত। আরেকটা বোতাম টিপে দিল। মুহূর্তে দাঁড়িয়ে গেল হোভারকারটা, তার দুই ফুট দূরে।

অন্য আরেক দিকে ডাইভ দিয়ে পড়েছিল মুসা। আস্তে করে উঠে বসল।

দরজার কাছ থেকে পায়ে পায়ে ফিরে এল কিশোর।

মুসা এসে দাঁড়াল তার পাশে। বলল, 'সাংঘাতিক রিস্ক নিয়ে ফেলেছিলে রবিন। এটা সাইন্স ফিকশন নয়। বাস্তব।'

'যা করেছি বুঝেই করেছি,' জবাব দিল রবিন। 'যখনই বুঝতে পারলাম এটা রিমোট কন্ট্রোল, বুঝে গেলাম চালু করার উপায় যখন আছে, থামানোর ব্যবস্থাও আছে। তুমি তো দেখার জন্যেই গাড়িটার দিকে তাক করে টিপতে বলেছিলে।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হ্যাঁ। পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিলাম, সত্যি রিমোট কন্ট্রোল ডিভাইস কিনা। হোভারকারগুলোকে অপারেট করে কিনা।'

'কিন্তু যদ্দুর মনে পড়ে, প্যাটারসন বলেছিল রিমোট কন্ট্রোল নেই এগুলোর,' মুসা বলল। 'সে বলেছে, ভেতরে বসে চালাতে হয়।'

'মিথ্যে বলেছে,' জোর দিয়ে বলল কিশোর। 'সে আমাদের সত্যি কথাটা জানতে দিতে চায়নি।'

'তারমানে,' উত্তেজিত হয়ে উঠল রবিন, 'গতকাল হোভারকারটাকে নিজেই নিজের দিকে চালু করে দিয়েছিল!'

'হ্যাঁ,' কিশোর বলল। 'তার জীবনের ওপরও হুমকি আসছে দেখিয়ে আমাদের বিপথে চালিত করেছিল।' মুসার দিকে তাকাল সে, 'তুমি মনে করেছিলে তুমি তার জীবন রক্ষা করেছ। আসলে মোটেও তা নয়। তুমি না বাঁচালে সে নিজেই নিজেকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করত, রিমোট কন্ট্রোলের স্টপ বাটন টিপে দিয়ে। জিনিসটা তার পকেটেই ছিল। আরেকটা কথা, মস্ত বড় অভিনেতা সে।'

'রিমোটে চলে না–মিথ্যে বলে বোঝাতে চেয়েছে ইঞ্জিনের মধ্যে কারসাজি করে রেখে গেছে কেউ,' রবিন বলল। 'খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে এখন!'

'কিন্তু এখনও জানি না আমরা,' কিশোর বলল, 'ফিল্মটা কেন চুরি করল সে? কেন খুন করতে চাইল ওরটেগাকে?'

'ওকে খুঁজে বের করে জিজ্ঞেস করলেই হয়,' রেগে গেছে মুসা। রাগটা লাগছে গতকালকের কথা ভেবে। প্যাটারসনকে বাঁচানোর জন্যে লাফ দিয়ে পড়েছিল সে। ওদিকে মনে মনে হেসেছে প্যাটারসন। নিশ্চয় গাধা ভেবেছে তাকে।

'হ্যাঁ, তা-ই করতে হবে,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'ফিল্মটা নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার আগেই ধরতে হবে।'

তাঁবুর দরজার দিকে পা বাড়াল রবিন। ক্যানভাসের দরজা সরিয়ে বাইরে উঁকি দিয়েই পিছিয়ে এল আবার, 'কাছাকাছিই আছে!'

ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল কিশোর। পার্কিং লটে প্যাটারসনকে দেখতে পেল কিশোর। বাদামী রঙের কয়েকটা মুদীর ব্যাগ ভরছে গাড়ির ট্রাংকে।

'ওই ব্যাগের মধ্যেই আছে ফিল্মটা,' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'মাস্টার নেগেটিভটাও নিশ্চয়।'

'চলো না গিয়ে জিজ্ঞেস করি!' অস্থির হয়ে উঠেছে মুসা।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করল ওরা। গাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছে, এ সময় মুখ তুলে ওদের দেখতে পেল প্যাটারসন। তাড়াতাড়ি লাগিয়ে দিল ট্রাংকের ডালা।

'গুড আফটারনূন, মিস্টার প্যাটারসন,' কিশোর বলল। 'আপনার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গিয়ে ভালই হলো।'

'তোমাদের দেখলে সব সময়ই ভাল লাগে আমার,' প্যাটারসন বলল। 'কিন্তু

এখন তাড়াহুড়ার মধ্যে আছি। পরে কথা বললে হয় না?'

'যদি কিছু মনে না করেন, এখনই বলতে চাই। বেশি সময় নেব না। মাত্র দুটো প্রশ্ন।'

'করে ফেলো।'

'প্রথম প্রশ্ন, গাড়ির ট্রাংকে কি ভরলেন?'

'মানে?' তীক্ষ্ণ হয়ে গেল প্যাটারসনের কণ্ঠ। 'আমার মালপত্র, আবার কি? ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই এয়ারপোর্ট রওনা হব।'

'কিন্তু মালপত্রর মত তো লাগল না। মনে হলো, বাদামী রঙের মুদীর ব্যাগ।'

'ওরকম ব্যাগে করেই মালপত্র বহন করতে পছন্দ করি আমি, বিশেষ করে এ ধরনের কনভেনশনে,' জবাব দিল প্যাটারসন। 'ভক্তদের দেখানোর জন্যে কিছু স্পেশাল জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু ফিল্ম চুরি গিয়ে ভজকট হয়ে যাওয়াতে আর দেখানো হলো না।'

'আমরা যদি দেখতে চাই এখন, দেখতে দেবেন?' ভেতরে ভেতরে উত্তেজনায় ফেটে গেলেও কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করল কিশোর।

'না, দেব না,' রুক্ষ হয়ে উঠল প্যাটারসনের কণ্ঠ। 'এখন এখান থেকে চলে গিয়ে আমাকে আমার কাজ করতে দিলে খুশি হব।'

'রিমোট কন্ট্রোলের ব্যাপারে কেন মিথ্যে বলেছিলেন আমাদেরকে, মিস্টার প্যাটারসন?' রবিনের দিকে হাত বাড়াল কিশোর। 'দেখি, দাও তো ওটা।' বের করে কিশোরের হাতে দিল রবিন। কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'এটা দিয়ে দূর থেকেই হোভারকার চালানো যায়, তাই না?'

'কোথায় পেলে এটা?' বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেল প্যাটারসনের চোখ। 'কাউকে ওটা ছুঁতে দিই না আমি!' কোটের পকেট চাপড়ে দেখতে লাগল ওর যন্ত্রটা আছে কিনা। যখন দেখল নেই, শিওর হয়ে গেল, কিশোরের হাতের জিনিসটা ওরটাই।

'কফি শপে ভুল করে ফেলে রেখে এসেছিলেন,' কিশোর বলল। 'আপনাকে ফিরিয়ে দিতেই এসেছিলাম। হঠাৎ করেই জেনে গেলাম জিনিসটা কি।'

লাল টকটকে হয়ে গেল প্যাটারসনের মুখ। 'দাও ওটা!' চিৎকার করে হাত বাড়াল কেড়ে নেয়ার জন্যে। 'মারাত্মক জিনিস। ওটা দিয়ে মেলা ঝামেলা পাকাতে পারবে।'

দ্রুত রিমোটটা হাত বদল করে ফেলল কিশোর। দিয়ে দিল আবার রবিনের হাতে। বলল, 'কালকে নিজের জীবনের ওপর হুমকি আসার নাটকটা ভালই করেছিলেন। পকেটে ছিল রিমোট। বোতাম টিপে হোভারকারটাকে ছুটিয়ে এনেছিলেন নিজের দিকে। আমাদের বোকা বানানোর জন্যে।'

'সেটা তোমরা প্রমাণ করতে পারবে না!' যন্ত্রটা আবার কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে হাতের চাবির রিঙটা মাটিতে পড়ে গেল প্যাটারসনের। ছোঁ মেরে

সেটা মাটি থেকে তুলে নিল কিশোর।

'দাও ওটা! দাও বলছি!' চিৎকার করে উঠে রবিনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল প্যাটারসন।

আটকে ফেলল তাকে মুসা।

গাড়ির ট্রাংকের তালায় চাবি ঢুকিয়ে মোচড় মারল কিশোর। লাফ দিয়ে ওপরে উঠে গেল ডালা। চোখের পলকে বাদামী একটা ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে ফিল্মের রিল রাখার গোল একটা টিনের বাক্স বের করে আনল সে।

'অ্যাই যে, চোরাই ফিল্মের রিল,' উজ্জ্বল হয়ে উঠল কিশোরের চোখ।

'আমার জিনিস ঘাঁটছ কোন সাহসে?' চিৎকার করে উঠল প্যাটারসন।

'এগুলো আপনার জিনিস নয়, মিস্টার প্যাটারসন,' কঠিন কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। 'চোরাই মাল।'

'কে বলল চোরাই! ওগুলো আমার জিনিস। আমার বানানো ফিল্ম। আমার সৃষ্টি।'

'মিস্টার ওরটেগার সামনে বলতে পারবেন সে-কথা?'

'না পারার কি আছে? চোর যদি কাউকে বলতে হয়, ওরটেগাকে বলা উচিত। আমাকে না।'

'বুঝলাম না আপনার কথা,' একটা ভুরু উঁচু হয়ে গেল কিশোরের।

'ওরটেগা আমার স্পেস হান্টার সিরিজ আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে,' রাগে গোঁ-গোঁ করে উঠল প্যাটারসন। 'বহু বছর আগে। ছবির সমস্ত আইডিয়া আমার মাথা থেকে বেরিয়েছিল, ওর নয়।'

'দারুণ তো!' রবিন বলল। 'মিস্টার কারলু বলছে তার জিনিস চুরি করেছে, আপনি বলছেন আপনার জিনিস।'

'কারলু?' খেঁকিয়ে উঠল প্যাটারসন। 'ওই বুড়ো গাধাটা? ওর বইগুলো ছুঁয়েও দেখিনি আমি জীবনে। ওরটেগাও পড়েনি কখনও। কাহিনীর সঙ্গে যে সব মিল পাওয়া যায়, সেটা কাকতালীয়, আদালত তো রায় দিয়েই দিয়েছে। পুরো আইডিয়াটা নিজের মাথায় সাজিয়ে নিয়ে ওরটেগার কাছে গিয়েছিলাম। আমার আইডিয়া বাস্তবে রূপ দিয়েছে সে। আমি ভেবেছিলাম, কৃতিত্বটা দু'জনে ভাগাভাগি করে নেব। কিন্তু ও আমাকে ঠকিয়ে সমস্ত প্রশংসা, সব কৃতিত্ব একাই মেরে দিল।'

'সাইন্স ফিকশন জগতে আপনিও একটা পরিচিত নাম,' কিশোর বলল। 'অনেকেই নাম শুনেছে আপনার।'

'আমার পাওনার তুলনায় সেটুকু কিছুই না,' রেগে উঠল প্যাটারসন। 'সমস্ত হলিউডে ওরটেগাকে এখন যে সম্মানের চোখে দেখা হয়, সেটা পাওয়ার কথা ছিল আমার। আমার চেয়ে দশ গুণ বেশি আয় করে সে, দশ গুণ বেশি বিখ্যাত। আগে যদি ঘুণাক্ষরেও বুঝতাম, ও এতবড় শয়তান, অন্য পরিচালকের কাছে যেতাম আমি। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে সে আরও কি করেছে জানো? স্পেস হান্টার সিরিজটা বন্ধ করে দিয়ে নতুন একটা সিরিজ চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আমাকে এবং আমার স্পেশাল ইফেক্ট বাদ দিয়ে।'

'আপনার ইফেক্ট বাদে?' রবিন বলল, 'তা কি করে করবে? ওগুলো বাদ দিলে কি থাকবে ছবির?'

'কিছুই থাকবে না,' প্যাটারসন বলল। 'কিন্তু নতুন একজন স্পেশাল ইফেক্ট ডিরেক্টর ভাড়া করবে ঠিক করেছে সে। সব কিছুই যে কম্পিউটারে সেরে দেবে। সেই লোকটার সঙ্গে এই কনভেনশনে কথা বলবে ঠিক করেছিল। তার সঙ্গে চুক্তি হয়ে গেলে খুব কম খরচে আর কম ঝামেলায় স্পেশাল ইফেক্টের কাজ সেরে ফেলতে পারবে। স্কেল মডেল আর ক্যামেরার কারসাজির কোন প্রয়োজনই পড়বে না। কম্পিউটারই যথেষ্ট।'

'প্রফেসর অরওয়েল!' প্রায় চিৎকার করে উঠল রবিন। 'রোজারের চাচা!'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল প্যাটারসন। 'তাকে কাজে নিলে আরও অনেক সুবিধে ওরটেগার। অরওয়েল কৃতিত্বের দাবিদার হওয়ার জন্যে চাপাচাপি করবে না। সারাক্ষণ তাতে মানসিক অস্বস্তিতে ভুগতে হবে না ওরটেগাকে। পয়সাও বাঁচবে। অনেক সস্তায় কাজ পাবে। ওরটেগা অবশ্য এ সব কথা এখনও বলেনি আমাকে। আগে চুক্তি করবে অরওয়েলের সঙ্গে। আমি জানি, তারপর স্রেফ কান ধরে বের করে দেবে আমাকে।'

'তাই প্রতিশোধ নিতে তাঁকে খুন করার সিদ্ধান্ত নিলেন আপনি,' কিশোর বলল। 'কিন্তু ফিল্মটা চুরি করলেন কেন?'

'কারণ, ছবির সমস্ত কপি হারিয়ে গেলে নতুন করে আবার শূটিং করতে হবে ওরটেগাকে,' প্যাটারসন বলল। 'তাই হলিউড থেকে প্রথমেই ছবির নেগেটিভটা সরিয়ে ফেলেছিলাম আমি, এখানে আসার আগেই। ওটা যে নেই, জানতে ওদের অনেক সময় লেগে গেছে। কপিটাও সরিয়েছি। ছবিটা আবার নতুন করে তৈরি করতে হবে স্টুডিওকে। পরিচালনার জন্যে লোক দরকার হবে। আমি তখন আবেদন করব। আর আমি জানি, দায়িত্বটা আমাকেই দেয়া হবে। কারণ স্পেস হান্টারগুলো মূলত আমিই পরিচালনা করেছি, নামকাওয়াস্তে সঙ্গে সঙ্গে ছিল ওরটেগা। এবার ছবিটা আমি একা বানাব। ডিরেক্টর হিসেবে নাম যাবে একা আমার। সব সুনামের ভাগীদার হব আমি।'

দম নিল প্যাটারসন। তারপর বলল, 'নিখুঁত ভাবেই কাজটা সেরে ফেলেছিলাম, কিন্তু বাগড়া দিতে এলে তোমরা। তোমাদেরকে ভাড়া করল মারলা মেয়েমানুষটা। বুঝলাম, ঝামেলায় পড়তে যাচ্ছি। কন পার্টিতে তোমাদের খোঁজ-খবর করতে দেখে বুঝে গেলাম, তোমরাই মারলার টিকটিকি। পুলিশের চেয়ে অনেক বেশি খুঁতখুঁতে তোমরা, এমন সব অ্যাঙ্গেল থেকে তদন্ত শুরু করে দিলে, রীতিমত শঙ্কিত হয়ে গেলাম। সে-জন্যেই একআধটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে থামিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পারলাম না।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল রবিন, 'নষ্ট এলিভেটরের দরজায় কারসাজি করে রাখার বুদ্ধিটা ভালই করেছিলেন।'

'বর্শাটা ছুঁড়লেন কি করে?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'হাত দিয়ে, আর কি করে?' হাসল প্যাটারসন। 'যে ছবিটা দেখানো হচ্ছিল, ছোটবেলায় খুব প্রিয় ছবি ছিল ওটা আমার। দেখতে দেখতে মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। তোমাদেরকে ঢুকতে দেখে চুপি চুপি ঢুকে পড়লাম আমিও। ডিসপ্লে বক্স থেকে একটা বর্শা বের করে নিয়ে রেডি হয়ে রইলাম। আমি জানি জংলীটা কখন বর্শা ছুঁড়বে। সে বর্শা তুলতেই আমি ছুঁড়ে মারলাম। মনে হলো পর্দা থেকে ছুটে গেল বর্শাটা। স্পেশাল ইফেক্ট। আরও আগেই ছুঁড়তে পারতাম, কিন্তু নাটকীয়তা আমার পছন্দ, আর সে-জন্যেই পেশায় এতটা উন্নতি আমি করতে পেরেছি।'

'যে রকম নিখুঁত নিশানা,' মুসা বলল, 'অলিম্পিক গেমসেও উন্নতি করতে পারতেন।'

'কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না,' রবিন বলল, 'ওই সবুজ মেডালিয়নটা পরে থাকতেন কেন আপনি? জানতেন না ওটা একটা বড় সূত্র হতে পারে, ধরিয়ে দিতে পারে আপনাকে?'

'জানতাম,' হাসিমুখে বলল প্যাটারসন, 'আর জানতাম বলেই কস্টিউমের সঙ্গে পরেছি। পরে খুলে রেখেছি। আমি চেয়েছি তোমরা ভুল পথে পরিচালিত হও। সবুজ মেডালিয়ন পরা লোকের খোঁজ করতে গিয়ে সময় নষ্ট করতে থাকো। ততক্ষণে ওরটেগার ব্যবস্থা করার সুযোগ পেয়ে যাব আমি।'

'আরেকটু হলে আমার আর রবিনের ব্যবস্থাও প্রায় করে ফেলেছিলেন,' কিশোর বলল।

'কিন্তু কুলিয়ে উঠতে পারেননি,' যোগ করল মুসা। 'তারমানে আপনার স্পেশাল ইফেক্ট ততটা স্পেশাল নয়, খুঁত আছে।' রবিন আর কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসল সে। ওরাও হাসতে লাগল।

আড়চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে প্যাটারসন, হাসাহাসির জন্যে লক্ষ করল না ওরা। কিন্তু এ রকম একটা সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল লোকটা। আচমকা সামনে ঝুঁকে গেল সে। একটানে ট্রাংকের গভীর থেকে বের করে আনল একটা বড় জিনিস।

ভয়ঙ্কর দেখতে একটা বন্দুকের মত জিনিস কিশোরের দিকে তাক করে টিপে দিল ট্রিগার। নলের মুখ দিয়ে ছিটকে বেরোল দলা দলা কমলা রঙ। কিশোরের চোখে-মুখে লেগে ছড়িয়ে গেল।

রবিন কিছু বোঝার আগেই তার মুখেও এসে লাগল ওই রঙ। মুসা সরে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু প্যাটারসন অনেক বেশি ক্ষিপ্র। মুসার মুখেও রঙ ছড়িয়ে দিল সে।

পাগলের মত থাবা দিয়ে রঙ সরানোর চেষ্টা করতে করতে চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না! অন্ধ বানিয়ে দিয়েছে!'

পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখের ওপর ডলতে শুরু করল সে। চোখ পরিষ্কার করে আবার যখন দেখার উপযুক্ত করল, প্যাটারসনকে দেখতে পেল না আশেপাশে। হোভারকারের ইঞ্জিন চালু হওয়ার শব্দ কানে এল এ সময়। তাঁবুর

দরজার ক্যানভাস ফাঁক করে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল একটা হোভারকার। ড্রাইভিং সীটে প্যাটারসন।

'ওই যে, আসছে সে!' চিৎকার করে উঠল মুসা। মুখ থেকে রঙ মুছছে এখনও।

'আমাদের দিকেই আসছে!' চিৎকার করে উঠল রবিন।

মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল ওরা। মাথার ওপর দিয়ে শাঁ করে বেরিয়ে গেল হোভারকার, কারও কোন ক্ষতি করতে পারল না। চলে গেল পার্কিং লট থেকে বেরোনোর গেটের দিকে।

'চলে যাচ্ছে তো!' চিৎকার করে বলল কিশোর। 'রবিন, জলদি রিমোট টেপো!'

হোভারকারটার দিকে রিমোট তুলে ক্রমাগত বোতাম টিপতে লাগল রবিন। কোন কাজ হলো না। 'হচ্ছে না তো! প্যাটারসন নিশ্চয় কন্ট্রোল প্যানেলে এমন কিছু করে দিয়েছে এখন, যাতে রিমোট কাজ না করে।'

'তাহলে গাড়িতে করেই পিছু নিতে হবে ওর,' কিশোর বলল। 'কিন্তু আমাদেরটা তো বহু দূরে।'

তাঁবু থেকে আবার ইঞ্জিনের শব্দ কানে এল। ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেল ওরা, দরজার ক্যানভাস ফাঁক করে দ্বিতীয় হোভারকারটাও বেরিয়ে আসছে।

হেসে ফেলল রবিন। 'বুঝে গেছি,' মাথা কাত করল সে। হোভারকারের দিকে রিমোট তুলে বোতাম টিপল। 'প্যাটারসন যেটাতে করে গেছে সেটা ধরতে না পারলেও, রিমোটের সিগন্যাল ঠিকই পেয়ে গেছে এই দ্বিতীয়টা।'

'মুসা! জলদি!' হোভারকারটা কাছে এসে থামার সঙ্গে সঙ্গে ওটার দিকে এগিয়ে গেল কিশোর। 'উঠে পড়ো। চালাও এটা।'

লাফ দিয়ে ড্রাইভীং সীটে উঠে বসল মুসা। পাশের প্যাসেঞ্জার সীটে ঠাসাঠাসি করে বসল রবিন আর কিশোর।

'ভাগ্যিস প্যাটারসন আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিল কি করে চালাতে হয়,' জয়স্টিক চেপে ধরেছে মুসা। 'হোভারকার চালানোর বিদ্যেটা যে এত তাড়াতাড়ি এমন কাজে লেগে যাবে কল্পনাই করিনি।'

জয়স্টিক সামনে ঠেলে দিল সে। ছুটতে শুরু করল হোভারকার। দুই ফুট ওপর দিয়ে উড়তে উড়তে তীব্র গতিতে ছুটে চলল বেরোনোর গেটের দিকে।

গেট দিয়ে বেরিয়ে সামনে শ'খানেক ফুট দূরে দেখতে পেল প্যাটারসনের কারটা। মোটেলের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তাটা ক্রস করে এল মুসা। আরেকটা রাস্তার ওপর দিয়ে এগোতে গিয়ে বুঝতে পারল, চাকার গাড়ির সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারছে না হোভারকার, ওগুলো অনেক বেশি দ্রুত।

'একটা সাধারণ গাড়ি পেলে অনেক সহজে তাড়া করতে পারতাম প্যাটারসনকে,' আফসোস করে বলল সে।

'লেগে থাকো পিছে,' কিশোর বলল। 'থামতে বাধ্য হবে সে খুব সহসাই।'

'বেশি গাড়িঘোড়ার মধ্যে চলে গেলে বিপদে পড়ে যাব,' মুসা বলল। 'সরু ফাঁক-ফোকর দিয়ে এটা নিয়ে কেটে বেরোনোর সাধ্য আমার হবে না।'

যেন তার কথা শুনতে পেয়েই সরু রাস্তা থেকে নাক ঘুরিয়ে একটা ফোর-লেন হাইওয়ের দিকে ছুটল প্যাটারসন। রাস্তায় ওঠার মুখেই ধাক্কা প্রায় লাগিয়ে দিয়েছিল একটা ভ্যানের সঙ্গে। ব্রেক কষে থেমে গেল ড্রাইভার। জোরে জোরে হর্ন টিপতে লাগল।

'আরে এ তো মহা ঝামেলায় ফেলে দিল!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'যা-ই করুক, চালিয়ে যাও। থেমো না,' কিশোর বলল।

পারব না বললেও ঠিকই প্যাটারসনকে অনুসরণ করে হাইওয়ে ধরে ছুটতে থাকল মুসা। চতুর্দিক থেকে গাড়ির হর্নের শব্দে কান ঝালাপালা হচ্ছে। দুটো উড়ক্কু গাড়ি একটা আরেকটাকে তাড়া করছে, এ রকম দৃশ্য কেবল সিনেমাতেই দেখেছে ওরা, বাস্তবে দেখেনি।

কিন্তু প্যাটারসন চলেছে কোথায়? লেনের পর লেন বদল করছে প্যাটারসন। ট্র্যাফিক জ্যাম থেকে বাঁচার জন্যে।

'কোথায় যাচ্ছে?' রবিনের প্রশ্ন।

'সেটাই তো ভাবছি,' মুসা বলল।

'আমার ধারণা সে নিজেও জানে না,' কিশোর বলল। 'রকি বীচে সে নতুন। পথঘাট চেনার কথা নয়। আমাদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্যে ছুটছে। শীঘ্রি তার এ ছোটার অবসান হবে।'

'একটা পুলিশের গাড়ির সামনে পড়ে যেত যদি এখন ভাল হতো,' রবিন বলল। 'টিকেট ধরিয়ে দেয়ার জন্যে থামাত। ধরে ফেলার সুযোগ পেতাম।'

'কিন্তু হোভারকারের টিকেট কি দেয়?' মুসা বলল, 'এ তো শূন্য দিয়ে চলে, মাটি দিয়ে চাকার ওপর গড়িয়ে চলে না।'

'বেপরোয়া গাড়ি চালানোর অভিযোগে দিয়েও দিতে পারে,' আশা করল কিশোর।

হঠাৎ হাইওয়ে থেকে মুখ ঘুরিয়ে শহরের বাইরে বেরোনোর একটা রাস্তায় সরে এল প্যাটারসন।

'আরে সাগরমুখো ছুটেছে তো,' বলে উঠল রবিন।

'টের পাবে সাগরপাড়ের পাহাড়চূড়াটায় ধাক্কা খেলে,' মুসা বলল।

ওর কথা শেষ হতে না হতেই মুহূর্তে যেন লাফ দিয়ে দৃষ্টি-সীমায় চলে এল রাস্তার পাশ ঘেঁষে যাওয়া একসারি সাদা পাহাড়ের টিলা। তার ওপারে প্রশান্ত মহাসাগরের নীল জলরাশি। হোভারকারের মুখ ঘুরিয়ে সোজা সাগরের দিকে ছুটল প্যাটারসন।

'কি করছে ও?' চিৎকার করে উঠল রবিন। 'পাগল হয়ে গেছে নাকি!'

'কি জানি!' ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'তবে পিছু নেয়া বন্ধ কোরো না। ও যেদিকে যায়, যেতেই হবে আমাদের।'

সোজা টিলাগুলোর দিকে ছুটে গেল প্যাটারসন। তিন গোয়েন্দাকে তাজ্জব করে দিয়ে চলে গেল টিলার অন্যপাশে। ভারী পাথরের মত নিচে পড়তে শুরু করল। একশো ফুট নিচে।

'না না, আর এগিয়ো না!' মুসাকে বাধা দিল কিশোর। 'ওকে আর অনুসরণ করার দরকার নেই। মারা পড়ব!'

আতঙ্কিত কণ্ঠে বলে উঠল মুসা, 'ও আমাকে চালানো শিখিয়েছে, কিন্তু থামানো শেখায়নি!' সঠিক বোতামটার জন্যে পাগলের মত ড্যাশবোর্ড হাতড়াতে শুরু করল ওর আঙুলগুলো। 'ব্রেকটা কোথায়, তা-ও জানি না!'

'রিমোট! রিমোট ব্যবহার করো!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

সঙ্গে সঙ্গে পকেটে হাত ঢোকাল রবিন। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। তার আঙুল রিমোটটা চেপে ধরার আগেই টিলা পার হয়ে এল হোভারকার। নিচে মাটি নেই। ফ্যান থেকে তৈরি হওয়া বাতাস চাপ দিয়ে কার্‌টাকে ভাসিয়ে রাখার মত শক্ত কিছু নাগালে পেল না।

নিচে পড়তে শুরু করল হোভারকার।

পনেরো

পেটের মধ্যে পাক দিয়ে উঠল রবিনের। খামচি দিয়ে ধরার মত অনুভূতি। তীব্র গতিতে সাগরের পানির দিকে ধেয়ে যাচ্ছে হোভারকার।

তারছেঁড়া এলিভেটরের মত নিচে পড়ছে কার্‌টা। তফাৎ শুধু, এলিভেটর পড়ার সময় আশেপাশে ওটার দেয়াল ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না, কিন্তু এখানে চারপাশটা খোলা।

পেছনে ভয়ঙ্কর গতিতে উঠে যাচ্ছে মনে হচ্ছে খাড়া পাহাড়ের দেয়াল। কিন্তু পাহাড় তো আর ওঠে না, তারমানে ওই গতিতে নেমে চলেছে কার্‌টা। পাশ দিয়ে বকের মত গলা বাড়িয়ে নিচে তাকাল মুসা। আফসোস হলো। নীল পানির উঠে আসার গতিটা দেখা ভুল হয়ে গেছে।

'মাটি পাচ্ছে না,' শান্ত থাকার চেষ্টা করতে করতে বলল কিশোর। 'শুধু বাতাসে কামড় বসাতে পারবে না ফ্যানগুলো।'

'পানিতে কাজ করবে?' মুসা বলল। 'নাকি ইতিহাস হতে যাচ্ছি আমরা?'

ইতিহাস আপাতত হওয়া লাগল না ওদের। পানি ছোঁয়ার আগ মুহূর্তে স্প্রিঙের মত ধাক্কা দিয়ে হোভারকারটাকে কয়েক ইঞ্চি ওপরে তুলে দিল ফ্যানের বাতাস। শূন্যে থাকতেই ঝাঁকি দিয়ে প্যারাশূট খুলে গেল যেন শেষ মুহূর্তে। পানিতে পড়ে প্রচণ্ড ঝাঁকি খাওয়ার অপেক্ষায় ছিল তিনজনেই। খেল না। পাশ দিয়ে আবার গলা বাড়িয়ে দেখল মুসা। বাতাসের ঝাপটায় পানিতে গোল গোল গামলার মত তৈরি হয়েছে।

'আহ্, বাঁচলাম!' হাসি ফুটল এতক্ষণে মুসার মুখে। মুখ থেকে পানির ছিটে মুছল।

'ওই যে, যাচ্ছে ও,' হাত তুলল কিশোর। ওদের সামনে দেখা যাচ্ছে প্যাটারসনের হোভারকারটা।

জয়স্টিক ঠেলে দিল আবার মুসা। পলায়মান স্পেশাল-ইফেক্ট ডিরেক্টরের পিছু ধাওয়া করল আবার তারই তৈরি করা হোভারকার।

'দারুণ! দারুণ!' খুব মজা পাচ্ছে এখন মুসা। 'এ রকম দুর্লভ স্পীডবোট রেসিঙের জন্যে কপালটাকে ধন্যবাদ না দিয়ে আর পারছি না।'

বাঁ দিক থেকে একটা বোটের ইঞ্জিনের শব্দ কানে আসছে। ফিরে তাকিয়ে দেখল পানি কেটে ছুটে আসছে একটা মোটরবোট। গলুইয়ের কাছের কাটা পানি সাদা ফেনা তুলে দুটো লম্বা মোটা রেখা তৈরি করে বহুদূর ছড়িয়ে যাচ্ছে পেছনে। মুসাদের হোভারকারটাকে তাজ্জব হয়ে দেখছে ড্রাইভার। এদিকে তাকিয়ে থাকায়ই বোধহয় প্যাটারসনের গাড়িটা তার চোখে পড়েনি। ক্রমেই সরে যাচ্ছে সেদিকে।

স্পীডবোটের ড্রাইভার প্যাটারসনকে দেখতে না পেলেও সে ঠিকই দেখেছে বোটটাকে। মরিয়া হয়ে জয়স্টিক টানাটানি শুরু করল রাস্তা থেকে সরে যাওয়ার জন্যে। কিন্তু পারল না।

পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে তিন গোয়েন্দা, স্পীডবোটের গলুইটা গিয়ে ধাক্কা মারল হোভারকারের পেটে। নিখুঁত ভাবে চিরে দিল মাঝখানটা। বাতাসে ডিগবাজি খেতে লাগল স্পেশাল-ইফেক্ট ডিরেক্টর। তার ভাঙা হোভারকারটা পড়ল পানির একখানে, সে আরেকখানে।

মোটরবোটের হতবাক ড্রাইভার সময়মত গলুইটা ঘুরিয়ে দিতে পারায় প্যাটারসনের গায়ে আর গুঁতোটা লাগল না। গতি কমিয়ে দিয়ে তাকে ঘিরে পাক খেতে শুরু করল সে। মাথা নাড়ছে এমন ভঙ্গিতে যেন ভয়ানক এক দুঃস্বপ্নের মধ্যে রয়েছে।

'মরে গেল নাকি প্যাটারসন?' চিন্তিত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'এ ঘটনাটা ডাঙায় ঘটালে শিওর মরে যেত,' জবাব দিল কিশোর। 'পানিতে পড়েছে তো, আশা আছে।'

'ওই যে সে,' হাত তুলল মুসা। বোটের প্রপেলারের আঘাতে মাতাল হয়ে ওঠা ঢেউয়ের মাঝে প্যাটারসনের মাথাটা ভাসতে দেখা গেল। বড়শির ফাৎনার মত ডুবছে আর ভাসছে। হাত তুলে শূন্যে ঝাঁকাতে শুরু করেছে পরিচালক।

'তোলো আমাকে!' কিশোররা কাছাকাছি হতে চিৎকার করে উঠল প্যাটারসন।

'তা তো তুলবই,' হাসিমুখে জবাব দিল কিশোর। 'রকি বীচ পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যেতে হবে যে আপনাকে। এখন বলুন তো, হোভারকার কি করে থামাতে হয়?'

এগিয়ে আসছে মোটরবোট। পাইলটের দিকে হাত নেড়ে চেঁচিয়ে ডাকতে

লাগল কিশোর, 'এই যে ভাই, কাছে আসুন! সাহায্য করুন আমাদের!'

*

কয়েক ঘণ্টা পর।

রকি বীচ ইনের লবিতে চামড়ায় মোড়া কাউচে বসে আছে তিন গোয়েন্দা। প্যাটারসনকে থানায় রেখে এসেছে।

'কি করে বুঝলে, প্যাটারসনই সমস্ত কিছুর জন্যে দায়ী?' জানতে চাইল রোজার। 'ওকে তো ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে পারতাম না আমি।'

'এটাকেই তো বলে গোয়েন্দাগিরি,' ভারিক্কি চালে কথাটা বলে হাতের পপকর্নের প্যাকেট থেকে এক মুঠো কর্ন গালে পুরে দিল মুসা।

এই সময় ছুটতে ছুটতে এল মারলা। গোয়েন্দাদের দেখে এগিয়ে এল। উচ্ছ্বসিত হয়ে ওদের প্রশংসা করতে লাগল। বলল, 'উহ্, বাঁচালে আমাকে তোমরা! কেসটার কিনারা করতে না পারলে আমি তো যেতামই, সারা জীবনের জন্যে কানা হয়ে যেত রকি বীচ কন। কেউ আর এই সম্মেলনে যোগ দিতে আসতে চাইত না।'

'ভাল কথা,' কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার ওরটেগা কেমন আছেন?'

'ভাল,' জবাব দিল মারলা। 'খুব বেশি বিষ পেটে যায়নি তাঁর। আশা করছি শীঘ্রি সেরে উঠে কন-এ যোগ দিতে পারবেন। ছবিটাও দেখানো যাবে, তাঁর বক্তৃতাও শোনা যাবে। তোমাদের দাওয়াত রইল।'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'সরি, আমরা থাকতে পারব না। আমাদের মাপ করবেন।'

'কেন?' মারলা অবাক।

'ও রকম একটা ঠগবাজের সামনে যাওয়ার আর রুচি হচ্ছে না আমাদের।'

সব কথা জানে না মারলা। তাকে সব খুলে বলল তিন গোয়েন্দা।

শুনে গম্ভীর হয়ে গেল মারলা। 'তাই তো! এ রকম একটা লোককে তো আর সম্মান দেয়া যায় না। নাহ্, তার ছবি দেখানো বন্ধ। যদি দেখাতেই হয়, প্যাটারসনের নামটাকে বড় করে তুলতে হবে। অপরাধ যা করেছে, তার শাস্তি সে পাবে। কিন্তু যে কাজটার জন্যে তার প্রশংসা প্রাপ্য, সেটা অন্যে চুরি করে নেবে, তা তো হতে দেয়া যায় না। ওরটেগার ওপর প্রতিশোধ নেয়ার, তাকে শাস্তি দেয়ার এটাই সুযোগ। এই রকি বীচ কনেই ভক্তদের সামনে তার সমস্ত জারিজুরি, তার সমস্ত শয়তানি ফাঁস করে দিতে হবে…'

'যদি সত্যিই শয়তানিটা করে থাকেন তিনি,' রোজার বলল।

'করেছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্যাটারসন যে সত্যি বলেছে, তার বড় প্রমাণ তোমার চাচার সঙ্গে খাতির করা। কম্পিউটারের সাহায্যে স্পেশাল ইফেক্ট তৈরির ব্যবস্থা করা। প্রফেসর অরওয়েলকে দিয়ে কাজ করাতে হলে প্যাটারসনকে বাদ দিতে হবে ওরটেগার। এতকাল একসঙ্গে কাজ করার পর এটাও তো একটা বিরাট অন্যায়।'

'ঠিক, বিরাট অন্যায়!' হাত মুঠো করে ঝাঁকাল মারলা। 'অনেকই তো করলে, আরেকটা কাজ করে দেয়ার অনুরোধ করব তোমাদের। ওরটেগার বিরুদ্ধে জনমত তৈরিতে সাহায্য করবে আমাকে। ওরকম একটা পাজী লোককে এস এফ-এর জগতে থাকতে দেয়া যায় না।'

'না, যায় না!' মারলার সঙ্গে সুর মেলাল রোজার।

'কি, সাহায্য করবে তো আমাদের?' তিন গোয়েন্দার মত জানতে চাইল আবার মারলা।

'করব,' কিশোর বলল।

রবিন বলল, 'আমিও করব।'

মুসা বলল, 'ওরা দু'জন যখন রাজি হয়েছে, আমারও আপত্তি নেই। কিন্তু এ ধরনের উত্তেজনার কাজ করতে গেলে ঘন ঘন খিদে পায় আমার। খাবারটা সরবরাহ করবে কে?'

'অবশ্যই আমরা,' হাসিমুখে জবাব দিল মারলা। 'রকি বীচ কন। যতদিন সম্মেলন চলবে, মোটেলের কফি শপটা তোমার জন্যে···তোমাদের চারজনের জন্যে ফ্রী।'

***